জেমস এম. কেইন

ডাবল ইনডেমনিটি

অনুবাদ : তানজিরুল ইসলাম

BanglaBook.org

ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট ওয়াল্টার হাফ দক্ষ, চতুর এবং সফল একজন সেল্‌সম্যান। এক অটোমোবাইল ইন্স্যুরেন্স রিনিউ করতে গিয়ে তার দেখা হয় ধনবান মক্কেলের স্ত্রীর সাথে। ঘটনার আবর্তে তার প্রেমে পড়ে যায় সে। মহিলার প্ররোচনায়, টাকার লোভে আর ভালোবাসার মোহে অন্ধ হয়ে ওয়াল্টার হাফ নিখুঁত এক ষড়যন্ত্র করে মহিলার স্বামীকে সরিয়ে দেবার–সেই সাথে নিজের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলারের দ্বিগুন ক্ষতিপূরণ হাতানোর। পরকীয়া, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, বুদ্ধিমত্তা আর ভালোবাসার অপূর্ব মিশেলে গড়া এই কাহিনী। জেমস এম. কেইনের এই রোমান নুয়া ধাঁচে লেখা এই টানটান উত্তেজনার থ্রিলারটি নিঃসন্দেহে পাঠককে তৃপ্তি দেবে।

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

www.BanglaBook.org

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

https://www.facebook.com/groups/batigharprokashoni

ISBN 984872944-3

9789848729410

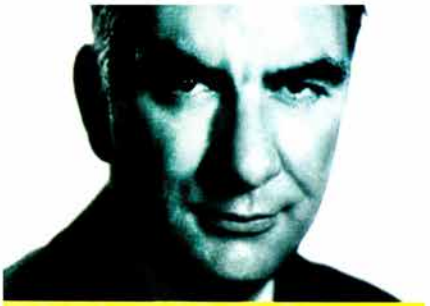

জেমস এম. কেইন আমেরিকার একজন জার্নালিস্ট এবং ঔপন্যাসিক। তার বেশিরভাগ কাজ আমেরিকান ক্রাইম ফিকশন জনরার মধ্যে পড়ে। তাকে থ্রিলার সাহিত্যে *রোমান নুয়া*'র জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইউএস আর্মিতে কাজ করেছিলেন তিনি, পরবর্তি কালে হলিউডে স্ক্রিন রাইটারেরও কাজ করেছেন। তার *ডাবল ইনডেমনিটি* অবলম্বনে নির্মিত সিনেমা সাতটি ক্যাটাগরিতে অস্কারের জন্য মনোনীত হয়। এছাড়াও তিনি বেশ কিছু জনপ্রিয় উপন্যাস লিখেছেন, যার প্রায় সবগুলো নিয়েই চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।

www.BanglaBook.org

ডাবল ইনডেমনিটি

জেমস এম. কেইন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অনুবাদঃ তানজিরুল ইসলাম

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বাতিঘর প্রকাশনী

ডাবল ইনডেমনিটি

মূল : জেমস এম. কেইন

অনুবাদ : তানজিরুল ইসলাম

Double Indemnity

Copyright©2018 by James M. Cain

অনুবাদস্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

প্রচ্ছদ : ডিলান

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয়তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ: একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর; গ্রাফিক্স: ডটপ্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

অনুবাদকের

উৎসর্গ :

মো. এন্তাজুর রহমান,

আমার বাবা।

আমার পেছনে যার অবদান অনেক...

"যে লোক তার কাছে যা আছে তা নিয়ে সুখি নয়, সে অন্যকিছু পেয়েও সুখি হতে পারবে না।"

—সক্রেটিস

অধ্যায় ১

গ্রেন্ডেলে গেলাম গাড়ি চালিয়ে। সেখানে আমি তিনজন ট্রাক ড্রাইভারকে একটা বিয়ারের কোম্পানির বন্ডে রাজি করালাম। তারপর আমার হলিউডল্যান্ডের রিনিউয়্যালটার কথা মনে পড়লো। যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম সেখানে। আর ওভাবেই আমি 'মৃত্যু বাড়িটা'য় এসে পড়লাম।

এটা নিয়ে আপনারা হয়তো কয়েকদিন ধরে পত্রিকায় পড়ছেন।

প্রথমবার বাড়িটা আমার কাছে মৃত্যু বাড়ি ছিল না। বরং সাধারণ একটা স্প্যানিশ বাড়ি, ক্যালিফোর্নিয়ার বাকি বাড়িগুলোর মতোই। সাদা দেয়াল, লাল ট্যালির ছাদ এবং একপাশে একটা আঙিনা। গ্যারেজটা বাড়ির নিচে, প্রথম তলা ঠিক গ্যারেজটারই ওপর। আর বাকি অংশটা পাশ ঘেঁষা পাহাড়ে ভর দেয়া। বাড়িটায় যেতে হলে আপনাকে প্রথমে কয়েকটা পাথুরে সিঁড়ি ভাঙতে হবে। আমিও গাড়িটা পার্ক করে তাই করলাম। দরজায় নক করার ক্ষণবাদেই বাড়ির আয়া এসে দরজা খুলে মাথা বের করে দিলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মি. নার্ডলিঙ্গার আছেন নাকি?"

"আমি জানি না, স্যার। আপনার পরিচয়?"

"মি. হাফ।"

"কী কারণ?"

"বলা যাচ্ছে না। ব্যক্তিগত।"

ভেতরে ঢোকাটাই আমার কাজের কঠিনতম অংশ। আপনাকেও বলছি, যে উদ্দেশ্যে আপনার আসা, তা হাসিল না হওয়া পর্যন্তই লেগে থাকতে হবে।

"আমি দুঃখিত, স্যার।" বলল আয়াটি। "কারণ না শুনে কারও আসার কথা ওনাদের বলতে নিষেধ আছে।"

এটা আপনার ধরা খাবার মতো জায়গা।

আমি যদি ব্যক্তিগত কারণটা সম্পর্কে একটু বলি, তাহলে রহস্যের সৃষ্টি হবে। সেটা মোটেও ভালো নয়। আবার আমি যদি আসলেই যা চাই তা বলে ফেলি, তাহলে বেশিরভাগ ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট যার ভয় করে, সেটার সম্ভাবনা

BanglaBook.org

তৈরি হয়ে যাবে। সে ভেতরে যাবে এবং ফিরে এসে বলবে, "ওনাদের ইন্স্যুরেন্স লাগবে না।"

আবার যদি আমি বলি যে, আমি অপেক্ষা করব, তাহলে নিজেকে ছোট করে ফেলা হবে; আর তা অন্তত এখন পর্যন্ত কোনো ইন্স্যুরেন্স বিক্রিতে কাজে লাগেনি। এই ইন্স্যুরেন্সটা গছাতে হলে আপনাকে ভেতরে ঢুকতে হবে। আর আপনি যদি একবার ভেতরে ঢুকে পড়েন, তাহলে ওরা আর আপনার কথা না শুনে পারবে না। মানে কোনো এজেন্টকে সহজে মূল্যায়ন করতে আপনার এটা দেখলেই চলবে–নিজের হ্যাট, কাগজপাতি নিয়ে সে কত তাড়াতাড়ি বাড়িটার বসার ঘরে পৌছুতে পারে।

"ও আচ্ছা।" বললাম আমি। "আমি মি. নার্ডলিঙ্গারকে বলেছিলাম, আমি আসবো। যাই হোক, দেখি পরে এক সময় আসা যায় কিনা?"

ব্যাপারটা একভাবে সত্যি। অটোমোবাইল সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনার খেয়াল রাখা উচিত, রিনিউয়্যালের কথাটা মক্কেলকে আপনি সময় মতো জানালেন কিনা। তবে গত এক বছর তার সাথে আমার দেখা হয়নি। এজন্য কথাটা আমি এক পুরোনো বন্ধুর মতো করে বললাম। এমন আপ্যায়নে যে বন্ধুটি অসন্তুষ্ট সেটাও প্রকাশ পেলো গলার স্বরে। ব্যাপারটা কাজ করল। একটু চিন্তার আভাস ফুটে উঠলো তার চেহারায়। "আচ্ছা, ভেতরে আসুন।"

আমি যদি ব্যাপারটা না করতাম, তাহলে হয়তো ঘটনাটা অন্য দিকে মোড় নিতো।

*

আমার হ্যাটটাকে সোফার একপাশে রাখলাম। ওটা এমন অনেক ড্রয়িং রুমেরই সান্নিধ্য পেয়েছে। এখানে বসে আমি যে ড্রয়িং রুমটা দেখছি সেটা ক্যালিফোর্নিয়ার আর দশটা ড্রয়িং রুমের মতোই। হয়তো কয়েকটার চেয়ে একটু ব্যয়বহুল। কিন্তু তেমন বেশি কিছু নেই। একটা মাত্র ট্রাকেই কোনো এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এর সবকিছু ডেলিভারি দিতে পারবে। সকাল বেলা টাকা মিটিয়ে অর্ডার দিয়ে দিলেই দেখা যাবে, বিকেলের মধ্যে সবকিছু পৌছে গেছে।

ঘরের ফার্নিচারগুলো স্প্যানিশ, দেখতে সুন্দর। মেঝেয় পাতা কার্পেটটা

BanglaBook.org

মেক্সিকান ধাঁচের। অবশ্য সেটা ক্যালিফোর্নিয়ার অকল্যান্ডে তৈরি। জানালার রক্ত-লাল পর্দাগুলোও বেশ সাধারণ। প্রায় প্রতিটা স্প্যানিশ বাড়িতেই এরকম দেখা যায়। এছাড়া, ঘরটার অন্য দুটো পাশের একদিকে একটা জানালা আর অন্য দিকটায় হলে ঢোকার দরজা।

"জি?"

দরজায় একজন মহিলা এসে দাঁড়ালো। আমি তাকে এর আগে দেখিনি। বয়স একত্রিশ-বত্রিশ হবে হয়তো। মিষ্টি চেহারা, হালকা নীল চোখ, আর ধূসর সোনালি চুল। গড়নে ছোট-খাট, পড়নে একটা ঢোলা নীল পাজামা, খানিকটা স্বচ্ছ।

"আমি মি. নার্ডলিঙ্গারের সাথে দেখা করতাম?" শান্ত স্বরে উত্তর দিলাম তাকে।

"ও তো এখন নেই, কিন্তু আমি ওর স্ত্রী। আমি কি আপনার জন্য কিছু করতে পারি?"

ব্যাপারটা তাহলে উগরে দেয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। "কেনো নয়, মিসেস নার্ডলিঙ্গার? মনে হয় আপনি পারবেন। ধন্যবাদ। আপনাকে বললেও হবে। আপনার স্বামীকেই বলি আর আপনাকেই বলি, একই কথা। আমার নাম হাফ, ওয়াল্টার হাফ, জেনারেল ফিডেলিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছি। মি. নার্ডলিঙ্গারের মোটরগাড়ির নিরাপত্তা এক-দুই সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। আমি তাকে এ ব্যাপারে মনে করিয়ে দেব বলে কথা দিয়েছিলাম। তাই ভাবলাম, একবার দেখা করে যাই। তবে এ নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করার ইচ্ছে ছিল না।"

"নিরাপত্তা?"

"ইন্স্যুরেন্স। একটা কাজে এই কাছেই এক জায়গায় এসেছিলাম। দিনের বেলা হলেও ভাবলাম একটা ঢু মেরে যাই, যদি উনি থেকে থাকেন। তার চেয়ে বরং আপনিই বলুন, কখন এলে মি. নার্ডলিঙ্গারের সঙ্গে দেখা করা যাবে?" আপনার কি মনে হয়, ডিনারের পর উনি আমাকে কয়েক মিনিট দিতে পারবেন? তাতে তার সন্ধ্যারও কোনো সময় নষ্ট হলো না?"

"ও কী রকম ইন্স্যুরেন্স চালাচ্ছিলো?" প্রশ্ন করলো মহিলা, "আমি জানতাম, কিন্তু ওটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাইনি। সেকারণেই হয়তো ভুলে গেছি।"

BanglaBook.org

"আমার মনে হয়," বললাম আমি। "কিছু না হওয়া পর্যন্ত আমরা কেউই মাথা ঘামাই না। যাইহোক, ইন্স্যুরেন্সের ধরণটা স্বাভাবিক। সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নি সংযোগ, চুরি–এগুলোই।"

"ও আচ্ছা, তাই হবার কথা।"

"আমার এখানে আসাটাও একটা রুটিন কাজ। তবে সময় থাকতে থাকতেই ইন্স্যুরেন্সটা করে নিতে হবে মি. নার্ডলিঙ্গারকে। নাহলে সমস্যা হয়ে যাবে।"

"ব্যাপারটা আসলে আমার হাতে নেই, তবে আমি যতদূর জানি, ও অটোমোবাইল ক্লাবের ইন্স্যুরেন্সটা নেবার কথা ভাবছিল।"

"উনি কি ইতোমধ্যে সদস্য হয়ে আছেন?"

"না, হয়নি। ও সবসময় সদস্য হতে চায়, কিন্তু কেনো যেনো হওয়া হয়নি। তবে ক্লাবের লোক এসেছিল এখানে। লোকটা ইন্স্যুরেন্সের কথা বলেছিল।"

"জি, অটোমোবাইল ক্লাবের চেয়ে ভালো আর কেউ নেই। ওরা চটপটে, দাবি-পাওনা মেটাতে কার্পণ্য করে না। ভালো ব্যবহারও বজায় রাখে শেষ পর্যন্ত। ওদের বিরুদ্ধে আমার বলার মতো কিছু নেই।"

ব্যাপারটা আপনারও শেখা উচিত। কখনো প্রতিপক্ষের নিন্দা করবেন না।

"সস্তাও কিন্তু।" বলল মহিলা।

"জি, সদস্যদের জন্য।"

"আমি তো ভাবতাম শুধু মেম্বারদের জন্যই, বাইরের লোকের জন্যেও সুযোগ আছে নাকি?"

"মানে আমি যেটা বলছি, কেউ যদি কোনো কারণে অটোমোবাইল ক্লাবের সদস্য হতে চায়, যেমন ধরুন, বিপদে সাহায্য পেতে, বিভিন্ন অকেশনের টিকিট পেতে বা ওরকম কিছু, আর তারপর ইন্স্যুরেন্স করে, তবে সে একটু সস্তায় পায় তুলনামূলক। কিন্তু যদি কেউ শুধু ইন্স্যুরেন্স করতেই অটোমোবাইল ক্লাবের সদস্য হয়, তবে তখন ওরা মেম্বারশিপ ফিয়ের সাথে অতিরিক্ত ১৬ ডলার যোগ করে। এভাবেই খরচটা বেড়ে যায়। ব্যাপারটা খেয়াল করবেন, আমি এখনও মি. নার্ডলিঙ্গারের কিছু টাকা বাঁচাতে পারি।"

মহিলা অনেক কিছুই বলল। আমারও অন্য কিছু করার নেই, তাই আমি

BanglaBook.org

তার কথা শুনতে থাকলাম। কিন্তু আপনি যখন আমার মতো অনেক লোকের কাছে ইন্স্যুরেন্স বিক্রি করে ফেলবেন, আপনি কখনও তাদের কথায় তাল মেলাবেন না। আপনাকে বুঝতে হবে, ডিলটা কীভাবে এগোচ্ছে? আমিও বুঝতে পারছি। কিছুক্ষণ পর আর এই মহিলা অটোমোবাইল ক্লাবের কোনো কিছুর ধার ধারবে না। হয়তো তার স্বামী ধারতে পারে, কিন্তু মহিলা না।

আরও একটা ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা একটু উপরি ছাড়া অন্য কিছু না। আমি বুঝতে পারলাম, তাকে কোনো কমিশন প্রস্তাব করা হলে হয়তো সে তার স্বামীর অজান্তে কমিশনটুকু বাগিয়ে নিতে চাইবে। অনেক হয় ওরকম। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, কী বলব? কোনো নামী এজেন্ট ওরকম কোনো ব্যাপারে জড়াবে না।

মহিলা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করল। আমি তখন এমন একটা জিনিস খেয়াল করলাম, যা আমি আগে লক্ষ্য করিনি। মহিলার অর্ধ-স্বচ্ছ নীল পাজামার নিচে যে আবছা অবয়ব ফুটে উঠেছে, তা যেকোনো পুরুষকে পাগল করার জন্য যথেষ্ট। আমারও তাই হচ্ছে। জানি না এরপর আর ইন্স্যুরেন্স এর নীতিমালা নিয়ে বলতে গেলে কতটুকু ভালো বলতে পারব।

কিন্তু হঠাৎ সে আমার দিকে তাকালো। "আপনারা কি অ্যাক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স দেন?"

কথাটা শোনার সাথে সাথে আমার পিঠের লোমগুলোর গোড়া কেমন যেন শিরশির করে উঠলো। আমার কাছে কথাটার যে অর্থ, আপনার কাছে তা হয়তো না। তার কারণ–প্রথমত, অ্যাক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স বিক্রি করতে হয়। গ্রাহক তা নিজে থেকে কেনে না। আগুন, ডাকাতি কিংবা লাইফ ইন্স্যুরেন্স করতে সচরাচর লোক এলেও, অ্যাক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স করতে কখনও কেউ আসে না। এই ইন্স্যুরেন্সগুলো তখনই হয়, যখন এজেন্টরা গ্রাহকদের কথার জালে জব্দ করে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। তাই যখন এ সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞেস করে, তখন একটু অদ্ভুতই শোনায়। আবার দ্বিতীয় কারণ, কেউ যখন নোংরা কিছুর পরিকল্পনা করে, অ্যাক্সিডেন্টটাই প্রথম জিনিস যা লোকের মাথায় আসে। টাকায় টাকা লেনদেন হয় এখানে, অ্যাক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্সটাই এমন একটা খাত যাতে অন্য সব ইন্স্যুরেন্স থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। আর এটাই এমন একটা ইন্স্যুরেন্স যেটা ইন্স্যুরেন্সকৃত ব্যাক্তির অজ্ঞাতেই করা যায়। অ্যাক্সিডেন্টের ক্ষেত্রে কোনো শারীরিক পরীক্ষা করা হয়

BanglaBook.org

না। আর নমীনীর চাই শুধু টাকা। আজ দিনটাতেও হয়তো এমন অনেক লোক হেঁটে বেড়াচ্ছে যে তার আপনজনদের কাছে জীবিত অপেক্ষা মৃতই বেশি মূল্যবান।

"আমরা সব রকম ইন্স্যুরেন্সই দেই।" বললাম মহিলাকে।

সে আবার অটোমোবাইল ক্লাবে ফিরে গেল। আর আমি চেষ্টা করলাম তার থেকে চোখ সরাতে, কিন্তু পারলাম না। তারপর সে বসতে বসতে বলল। "মি. হাফ, আপনি কি চান আমি এ ব্যাপারে আমার স্বামীর সাথে কথা বলি?"

মহিলা কেন নার্ডলিঙ্গার সাহেবের সাথে ইন্স্যুরেন্সটা নিয়ে কথা বলতে চাইছে? তাও আবার আমাকে কথা বলতে দেওয়ার পরিবর্তে? "আমি বললেই ভালো হবে, মিসেস নার্ডলিঙ্গার।"

"আমি বললে সময় বাঁচতো।"

"দেরিও হতে পারে। আর সময়টা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। ইন্স্যুরেন্সটা তার দ্রুত করা উচিত।"

কিন্তু সে আমার কথাটাকে পাত্তা দিলো না। "তাহলে ও আর আমি এটা নিয়ে কথা বলি। আপনি তারপর ওর সাথে দেখা করুন। আপনি কি কাল রাতে আসতে পারবেন? এই ধরুন সাড়ে সাতটার দিকে? ততক্ষণে আমাদের ডিনার হয়ে যাবে।"

"জি, কাল রাতে আসা যাবে।"

"তাহলে দেখা হবে কাল।"

BanglaBook.org

*

নিজেকে বোকার হদ্দ বলে গজরাতে গজরাতে গাড়িতে উঠলাম। মহিলার পা দেখে কীভাবে এতটা বোকার মতো আচরণ করতে পারি?

আমি যখন অফিসে ফিরলাম, জানতে পারলাম কিয়েস আমার খোঁজ করছিল। কিয়েস হচ্ছে এখানকার ক্লেইম ডিপার্টমেন্টের হেড। পুরো দুনিয়ার সবচেয়ে বিরক্তিকর লোক। আপনি যদি তাকে আজ কী বার তা বলেন, ক্যালেন্ডার না দেখে সে তা বিশ্বাস করবে না। সে আবার এটাও দেখবে, ক্যালেন্ডারটা চলতি বছরের নাকি গত বছরের। তারপর দেখবে কোন কোম্পানি এটা ছাপিয়েছে, সেই কোম্পানির ক্যালেন্ডার বিশ্ব অ্যালমানাক

ক্যালেন্ডারের সাথে মেলে কিনা। আপনার কাছে যা একগাদা অপ্রয়োজনীয় কাজ মনে হবে, কিয়েস মনে করে সেগুলোই তার ওয়েট ধরে রাখে!

আসলে তার একটুও না।

বছর বছর কিয়েসের মেদ বাড়ে, মেজাজ খিটখিটে হয়, আর সবসময় কোম্পানির কোনো না কোনো ডিপার্টমেন্টের সাথে ঝামেলা লেগেই থাকে। কিছুই করে না সে, শুধু কলার তুলে দিয়ে বসে থাকে, ঘামে, ঝগড়া করে, তর্ক করে–যতক্ষণ না তার সাথে এক ঘরে থাকতে থাকতে আপনার মাথা ঘোরা শুরু হয়। তবে অবৈধ দাবি ধরতে লোকটা নেকড়ের মতোই ভয়ানক।

আমি কিয়েসের কাছে যেতেই সে গজরাতে শুরু করল। ছয় মাস আগে আমার লেখা একটা ট্রাকের বীমার জন্য। ট্রাকের মালিক নিজে নিজেই তার ট্রাক জ্বালিয়ে টাকা আদায় করতে এসেছিল।

আমি তাড়াতাড়ি তার মুখের কথা কেড়ে নিলাম। বললাম, "আমাকে কেন দোষ দিচ্ছেন? কেসটা মনে আছে আমার। পরিষ্কার মনে আছে আমি লোকটার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে একটা মেমো জুড়ে দিয়েছিলাম, যেন দাবি মেটাবার আগে ব্যাপারটা তদন্ত করা হয়। লোকটার চাহনি আমার ভালো লাগেনি, আর আমি কখনওই–"

"ওয়াল্টার, তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। আমি জানি, তুমি বলেছো ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে। তোমার মেমোটা এই তো, আমার টেবিলেই আছে।" কিয়েস আঙুল তুলে কাগজটা দেখালো, সেটা টেবিলের ওপর পড়ে আছে। "আর আমি তোমাকে এটা বলার জন্যই ডেকেছি। এই কোম্পানির অন্য ডিপার্টমেন্টগুলো যদি তোমার অর্ধেক সেন্সও দেখাতো–"

"ও আচ্ছা।"

অবশ্য কিয়েস লোকটা এমনই। সে আপনাকে ভালো কিছু বলতে চাইলেও প্রথমে আপনার খটকাই লাগবে।

"আর ওয়াল্টার দেখো, তোমার কাগজটাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে পলিসিটা ইস্যু করা হয়েছে! আমি যদি আজ বিকেলে ব্যাপারটা দেখতে লোক না পাঠাতাম, তাহলে টাকাটাও দিয়ে দেয়া হতো। আর লোকগুলো গিয়ে দেখে কিনা ইঞ্জিনের নিচে খড়কুটোর ছাই। মানে কী? মানে হচ্ছে লোকটা নিজেই তার গাড়িতে আগুন লাগিয়েছে।"

"ধরেছেন তাকে?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, স্বীকার করেছে লোকটা। কাল আইনিভাবে ব্যাপারটা দেখে এর মীমাংসা টানা হবে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, তোমার যদি শুধু লোকটাকে দেখেই সন্দেহ হয়, ওদের কেন হয় না?! ও আচ্ছা, কী যায় আসে তাতে? যাই হোক, আমি শুধু তোমাকে জানিয়ে রাখলাম। নর্টনের কাছে এ নিয়ে একটা রিপোর্ট পাঠাবো। আমার মনে হয় এই পুরো ব্যাপারটা এ কোম্পানির প্রেসিডেন্টের অবশ্যই দেখা উচিত।"

বুড়ো নর্টন এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মারা যাবার পর ব্যবসার দায়িত্বটা নেয় তার ছেলে তরুণ নর্টন। কিয়েস এ কোম্পানিতে সেই বুড়ো নর্টনের আমল থেকেই আছে। তরুণ নর্টনকে নিয়ে সে খুব একটা মাথা ঘামায় না। তার মতে, তরুণ নর্টন শুধু ভুল করতেই ওস্তাদ, কোম্পানিটা যেটুকু টিকে আছে সেটুকু কিয়েসের নিজের জন্যই। ব্যবসার একজন মাথা থাকতে হয় বিধায় তরুণ নর্টন স্রেফ মাথা হয়ে আছে।

আমি আর কিয়েসকে ঘাটালাম না। আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না, সে কী ভুলভাল বকছে?

*

আমি যখন আমার চেম্বারে এলাম, আমার সেক্রেটারি নেটি তখন চলে যাচ্ছিলো। "গুড নাইট, মি. হাফ।"

"গুড নাইট, নেটি।"

"ও, আমি আপনার ডেস্কে একটা মেমো রেখেছি। মিসেস নার্ডলিঙ্গার ফোন দিয়েছিল। এই দশ মিনিট হবে। বলল যে, রিনিউয়্যালটার জন্য কাল আপনার যাওয়ার দরকার নেই। সে পরে ফোন দিয়ে আপনাকে জানাবে।"

"ও আচ্ছা, ধন্যবাদ।"

সে গিয়ে মেমোটা দেখালো। আমি ভাবছি, নার্ডলিঙ্গারের অ্যাপ্লিকেশনটায় কীরকম সতর্কতা সেঁটে দেবো?

যদি হয়...

BanglaBook.org

অধ্যায় ২

তিনদিন পর মহিলা ফোন করে বলে রাখলো আমাকে বিকেল সাড়ে তিনটায় যেতে।

বাড়িতে গেলে সে নিজেই দরজা খুলে আমাকে ভেতরে ঢোকালো। তবে এবারে তার পরনে নীল পায়জামাটা নেই। তার বদলে একটা সাদা সেইলর স্যুট ও একটা ব্লাউজ। ব্লাউজটা কটির কাছে গুটিয়ে রাখা। পায়ে সাদা জুতা, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা মোজা। আসলে যে শুধু আমিই ওই অবয়বটার কথা জানি, এমন না। মহিলা নিজেও জানে, খুব করে।

আমরা বসার ঘরে গেলাম। টেবিলের ওপর ট্রে দেখতে পেলাম একটা। "বেলের আজকে ছুটি।" বলল সে। "আমি আমার জন্য একটু চা বানাচ্ছি। আপনিও নেবেন নাকি এক কাপ?"

"ধন্যবাদ। না, লাগবে না মিসেস নার্ডলিঙ্গার। আমি শুধু মিনিটখানেক থাকবো। মি. নার্ডলিঙ্গার রিনিউ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা, সেটা জানলেই হবে। আমাকে যেহেতু ডাকলেন, তাতে মনে হচ্ছে সিদ্ধান্তটা উনি নিয়েছেন।" আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। বেলের যে ছুটি, তাতে মোটেও বিস্মিত হয়নি। মহিলা যে নিজের চা নিজেই তৈরি করছে তাতেও খুব একটা অবাক লাগছে না। আমি শুধু এখান থেকে বের হয়ে যেতে চাইছি, রিনিউয়্যালটা হোক আর নাই হোক।

"আরে নিন না একটু। চা আমার খুব পছন্দের। চা পানে বিকেলে একটু সস্তিও মেলে।"

"আপনি নিশ্চয়ই ইংরেজ?" আমি কথা ঘোরালাম।

"না, ক্যালিফোর্নিয়ার স্থানীয়।"

"ওদের তেমন একটা দেখা যায় না।"

"বেশিরভাগ ক্যালিফোর্নিয়ান যে লোয়াতেই জন্মে।"

"আমি অবশ্য ইংরেজ।"

"হাবভাবে অবশ্য বোঝা যায়।" বলল মহিলা।

BanglaBook.org

সাদা সেইলর স্যুটটায় কিছু একটা আছে। আমি বসে পড়লাম।

"লেবু নেবেন?"

"ধন্যবাদ, লেবুর দরকার নেই।"

"চা তাহলে দুটো করছি।"

"ঠিক আছে। চিনি ছাড়া। শুধু চা।"

"একটুও চিনি না?" মহিলা হাসলো। আমি তার দাঁত দেখতে পেলাম। দাঁতগুলো বড় আর সাদা সাদা। মনে হলো একটু উঁচু।

"আমি অনেক চাইনিজের সাথে কাজ করেছি।" বললাম আমি। "ওরা আমার আমেরিকানদের মতো করে চা খাওয়া বদলে দিয়েছে।"

"চাইনিজ খেতে আবার আমার ভালোই লাগে। আমি যখনই চাওমিন খাই, পার্কের কাছ থেকে চাইনিজেরও সব উপকরণ কিনে আনি। আপনি মি. লিংকে চেনেন?"

"বছর কয়েক থেকে চিনি।"

"সত্যিই? আপনি চেনেন?!" ভ্রু কুঁচকে গেল মহিলার। আমি দেখলাম তার চেহারায় মলিনতার কোনো ছোঁয়া নেই। তার কপালের ছড়ানো ফুটকিগুলো যেন তাকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। সে আমাকে ওগুলো লক্ষ্য করতে দেখলো। বলল, "আমার মনে হয়, আপনি আমার কপালের ফুটকিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন।"

"জি। ওগুলো আমার কাছে ভালো লাগছে।"

"আমার লাগে না।"

"আমার অবশ্য লাগছে।"

"ওগুলো ঢাকতে আর রোদ থেকে বাঁচতে আমি মাথায় টারবান পরে বাইরে যেতাম। কিন্তু এতে অনেক লোক আমাকে জ্যোতিষী মনে করতো। রাস্তায় থামিয়ে তাদের ভাগ্য বলতে বলতো। সে কারণে পরে টারবান পরাটা বন্ধ করেছি।"

"আপনি ভাগ্য বলতে পারেন না?"

"না। ক্যালিফোর্নিয়ানদের এই একটা বিদ্যাই আমি কখনও শিখিনি।"

"যাই হোক, ফুটকিগুলো ভালো লেগেছে আমার।"

মহিলা আমার পাশে বসলো। আমরা মি. লিংকে নিয়ে কথা বললাম। এই মি. লিং বিশেষ কেউ নয়। চাইনিজ গালামাল পণ্যের দোকানী। এর পাশাপাশি

BanglaBook.org

সিটি-হলে তার একটা চাকরিও আছে। প্রতি বছর আমরা তার জন্য পঁচিশশো ডলার বন্ড করি। তবে আপনি শুনলে অবাক হবেন, সে কেমন মোটাসোটা হয়ে গেছে–আমরা তাই নিয়ে কথা বলছি। কিছুক্ষণ পর অবশ্য আমি ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটায় ফিরে গেলাম। "আচ্ছা, পলিসিগুলোর কী অবস্থা?"

"ও এখনও অটোমোবাইল ক্লাবের কথাই বলছে।" বলল সে, "তবে আমার বিশ্বাস, ও আপনাদের সাথেই রিনিউ করবে।"

"শুনে ভালো লাগলো।"

সে তার ব্লাউজের নিচের প্রান্তটা ভাঁজ করে আবার সেটা খুললো, একটু ডললো ওটা। "আমি ওকে অ্যাক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্সটার ব্যাপারে এখনও কিছু বলিনি।"

"বলেননি?"

"এটা নিয়ে ওর সাথে কথা বলতে আমার খারাপ লাগবে।"

"বুঝতে পেরেছি।" আমি সায় দিলাম।

"আপনি যে ভাবছেন ওর একটা অ্যাক্সিডেন্ট পলিসি করা উচিত, এটা ওর কাছে বেমানান লাগবে। তবে দেখুন, ও কিন্তু ওয়েস্টার্ন পাইপ এ্যান্ড সাপ্লাই এর লস এঞ্জেলসের প্রতিনিধি।"

"উনি তো পেট্রোলিয়াম বিল্ডিংয়ে বসেন, তাই না?"

"জি, ওখানেই ওর অফিস। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই ও তেলের খনিতে থাকে।"

"বেশ বিপজ্জনক।" গলা ভারী করে বললাম, "যখন তখন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।"

"প্লিজ, বলবেন না।" মহিলা আঁতকে উঠলো। "ওসব চিন্তা করলেই আমার গা গুলিয়ে ওঠে।"

"ওনাকে কি কোম্পানি থেকে কোনো নিরাপত্তা পলিসি দেওয়া হয়েছে?"

"আমার জানামতে, না।"

"অমন কাজ-কর্মে জড়িত থাকেন...তার কিন্তু হেলাফেলা করা উচিত নয়।"

আমি মনস্থির করে ফেললাম। এ ব্যাপারে তার সাথে খোলাখুলিই আলাপ চালাবো। তার একটু খারাপ লাগলেও কিছু করার নেই। "আচ্ছা বলুন, আমি যদি মি. নার্ডলিঙ্গারের সাথে কথা বলি আপনার কেমন লাগবে? এটার কথা

BanglaBook.org

হয়তো সরাসরি বললাম না, কথা প্রসঙ্গে টেনে আনলাম।"

"এ ব্যাপারে ওকে কিছু বলাই ভালো হবে না।"

"আমি বলব। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।"

"কিন্তু ওকে যদি আপনি বলেনও, তারপর যে ও আমাকে জিজ্ঞেস করবে, আমার মতামত কী। তখন তো আমি বিপাকে পড়ে যাব, জানি না কী বলে ফেলব আবার। ব্যাপারটা আমাকে পীড়া দেয়।"

ব্লাউজটা সে আরও কয়েক গাছি ভাঁজ করল। তারপর, বেশ কিছুক্ষণ পর কথাটা এলো। "মি. হাফ, তার হয়ে আমি কি পলিসিটা নিতে পারি? সেটা কি সম্ভব হবে? আমার নিজের কিছু জমানো টাকা আছে। আমি আপনাকে পে করতে পারব। আর ও জানবেও না। কিন্তু লাভ যেটা হবে, এই খারাপ লাগার ব্যাপারটা আসবে না। দুশ্চিন্তাও দূর হয়ে যাবে।"

আমার বুঝতে ভুল হচ্ছে না, তার কথার মানে কী। অন্তত পনেরো বছর ধরে এই ইন্স্যুরেন্সের ব্যবসায় আছি। আমি আমার সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেললাম। উঠে চলে যাব এখন। আমি পা বাড়াতে চাইলাম, বড় একটা জুয়ার দানের মতো এই রিনিউয়্যাল আর সবকিছু ফেলে, কিন্তু পারলাম না। মহিলা আমার দিকে তাকালো। একটু বিস্মিত হয়ে। তার মুখটা আমার থেকে মাত্র ছয় ইঞ্চি দূরে। আমি তখন একটা অদ্ভুত কাজ করলাম। তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে তার মুখটা আমার দিকে টেনে এনে চুমু খেলাম তার ঠোঁটে, তীব্রভাবে। গাছের একটা পাতার মতো কাঁপলাম আমি। সে আমার দিকে ঠান্ডা চোখে তাকালো। পরক্ষণেই চোখ বুজে ফেললো। চুম্বন ফেরালো আমাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে।

BanglaBook.org

*

"আমি তোমাকে শুরু থেকেই পছন্দ করেছি।" মহিলা তুমিতে নেমে এসেছে। তাহলে আমিও এখন তুমি করে বলতে পারি।

"আমার বিশ্বাস হয় না।" বললাম আমি।

"আমি না তোমাকে জোর করে চায়ে বসালাম? বেলেকে ছুটি দিয়ে কি তোমাকে আসতে বলিনি? তোমাকে আমার প্রথম মুহূর্ত থেকেই পছন্দ। যেরকম গম্ভীর হয়ে তুমি তোমার কোম্পানির কথা, এটা-সেটা বললে, আমার

খুব ভালো লেগেছে। সেকারণেই বার বার অটোমোবাইল ক্লাবের কথা বলে তোমার সাথে মজা করেছি।"

"ওহ! তাই নাকি?"

"তাই তো বললাম।"

আমি ওর চুল নিয়ে আঙুলে খেললাম। তারপর আমরা দুজনেই ভাঁজ করতে লাগলাম ওর ব্লাউজে। "তোমার গুলো সমান হচ্ছে না, হাফ।"

"সমান হয়নি এগুলো?"

"উপরেরটার চেয়ে নিচেরটা বেশি বড় হয়ে গেছে। ঠিক ঠিক মতো কাপড় নেবে, বুঝলে? তারপর দেখো এভাবে ভাঁজ করলেই সুন্দর ভাঁজ হয়ে যাবে।"

"দেখি, ওভাবে চেষ্টা করি?"

"এখন না।" বাধা দিলো ও। "তোমাকে এখন যেতে হবে।"

"এরপর শীঘ্রই দেখা হবে তো?"

"হবে হয়তো।"

"আচ্ছা, শোনো–"

"বেলের প্রতিদিন ছুটি থাকে না। আমি পরে তোমাকে জানাবো।"

"আচ্ছা–জানাবে তো?"

"তুমি কিন্তু কল দিয়ে বসবে না। আমিই তোমাকে জানাবো। প্রমিজ।"

"ঠিক আছে। একটা গুড বাই কিস দাও তাহলে।"

"গুড বাই।"

BanglaBook.org

* * *

আমি লস ফেলিজ হিলের বাংলোতে থাকি। ফিলিপাইনের একটা ছেলে আমার বাসার কাজ করে দেয়। কিন্তু ছেলেটা এখানে থাকে না। কাজ করে দিয়ে চলে যায়।

বৃষ্টি হবার কারণে আমি আজ রাতে বাইরে যাইনি। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসেছি। বোঝার চেষ্টা করছি, আমি আসলে কোথায় দাঁড়িয়েছি। আমি জানি, আমি কোথায় আছি। একটা খাদের কিনারে, চোখ মেলে নিচে দেখার চেষ্টা করছি। নিজেকে বলছি সরে আসতে, দ্রুত, আর

কখনও ফিরে না যেতে। কিন্তু এটা শুধু নিজেকে বলছিই। যা করছি, তা তার উল্টো। আমি আরেকটু ভালো করে দেখতে চাইছি। নিজেকে টেনে আনতে চাইলেও একটু একটু করে খাদের কিনারের দিকে যাচ্ছি, আরেকটু ভালো করে দেখার জন্য।

ন'টা বাজার একটু আগে বেলটা বাজলো। ওটা বাজার সাথে সাথে আমি বুঝলাম, দরজায় কে। ও একটা রেইনকোট আর রাবারের ক্যাপ পরে দরজায় দাঁড়িয়ে। ওর কপালে ফুটকিগুলোর ওপর বৃষ্টির ফোঁটা চিকচিক করছে। আমি যখন ওকে রেইনকোট খোলালাম, দেখা গেল খুব সাধারণ একটা পাজামা আর একটা সোয়েটার পরে আছে ও। কিন্তু তাতেই একটা অন্যরকম আবেশ এসেছে ওর মধ্যে। দেখতে সুন্দর লাগছে।

আমি ওকে আগুনের কাছে নিয়ে এলাম। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম ওর কাছে।

"তুমি কীভাবে আমার ঠিকানা পেলে?" ব্যাপারটাও ঝপাৎ করে আমার মাথায় এলো–এমনকি এ মুহূর্তেও। আমি চাই না ও আমার ঠিকানা জানতে আমার অফিসে ফোন করুক।

"ফোন বুক।"

"ও।"

"সারপ্রাইজড?"

"না।"

"হয়েছে, হয়েছে! এখন তো স্বীকার করবে না।"

"তোমার হাজবেন্ড কি বাইরে?"

"লং বিচ। ওরা ওখানে একটা নতুন কূপ বসাচ্ছে। তিনটে শিফট। ওকে যেতে হলো। তাই আমি একটা বাস ধরে এখানে চলে এলাম। আমার মনে হয় তোমার বলা উচিত, তুমি আমাকে দেখে খুশি হয়েছো।"

"লং বিচ চমৎকার একটা জায়গা।"

"আমি লোলাকে বলে এসেছি মুভি দেখতে যাব।"

"লোলা কে?"

"আমার সৎ মেয়ে।"

"বয়স কেমন?"

"উনিশ। আচ্ছা, তুমি আমাকে দেখে খুশি হওনি?"

BanglaBook.org

"অবশ্যই হয়েছি। কেন হবো না? আমিও তো তোমাকে মিস করছিলাম?"

বাইরে কেমন বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা তা নিয়ে আলাপ করলাম। এতে আবার বন্যা না হয়ে যাক। ১৯৩৪ এর নববর্ষের রাতে যেরকম হয়েছিল। ওরকম হলে ওকে বাড়ি পৌছে দেব কীভাবে?

তারপর ও আগুনের দিকে তাকালো। "আজ বিকেলে আমি তোমার জন্য পাগল হয়ে গেছিলাম।"

"বেশি না।"

"হয়েছে, একটু!" ওর কথায় অভিমান।

"মন খারাপ করেছো?"

"করেছি একটু...আমার বিয়ের পর আগে কখনও এমন হয়নি। সে কারণেই এখানে ছুটে এলাম।"

ওর কথা শুনে হেসে ফেললাম। "এমনভাবে আচরণ করছ যেন বিরাট কিছু হয়ে গেছে।"

"কিছু তো হয়েছেই। আমি পাগল হয়ে গেছিলাম। সেটা কি কিছু না?"

"আচ্ছা–তাতে কী?"

"আমি শুধু বলতে এসেছি–"

"ব্যাপারটা সিরিয়াস ছিল না?"

"না। সিরিয়াস ছিল। ব্যাপারটা সিরিয়াস না হলে আমি এখানে আসতাম না। তবে আমি বলব, আমি আর কখনও এমন করব না।"

"তুমি নিশ্চিত?"

"অনেকটা।"

ও কি ভান করছে? বললাম, "তারপরও আমাদের চেষ্টা করে দেখা উচিত।"

"না...প্লিজ। দেখো, আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসি। আর হঠাৎ বুঝলাম, সব কিছুর চেয়ে বেশি।"

আমি কিছুক্ষণ আগুনের দিকে তাকালাম। আমার চুপ থাকা উচিত। আমি জানি, এ মুহূর্তে চুপ থাকাই শ্রেয়। কিন্তু জিনিসটা এখনও আমার মধ্যে আছে, এখনও আমাকে কিনারের দিকে ঠেলছে। আমি আবার বুঝতে পারলাম, ওর কথার আড়ালে অন্য কথা লুকিয়ে। ওর সাথে দেখা হবার প্রথম বিকেলটাতেও

BanglaBook.org

এমনই ছিল–ওর কথার আড়ালে অন্য কিছু। আমাকে যা বলছিল, তা না। কিন্তু আমি আবরণটা ভাঙতে পারছি না; সেটা আমাকে ভাঙতে হবে। সেটা ভাঙলেই আসল কথাটা বেরিয়ে আসবে।

"'হঠাৎ' কেন?"

"দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো ওর জন্য।"

"মানে তোমার মনে হচ্ছে, তেলের খনিটায় কোনো এক বৃষ্টির রাতে ওনার ওপর একটা কংক্রীটের ব্লক আঁছড়ে পড়বে?"

"প্লিজ, ওভাবে বলো না।" ওর কথাটা কেমন যেন মেকি শোনালো।

"কিন্তু কথা তো এটাই।"

"হ্যাঁ।"

"আমি সেটা বুঝতে পারছি। বিশেষ পরিকল্পনাটা এই।"

"...আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তুমি কী বলছো? কীসের পরিকল্পনা?"

"কেন? একটা কংক্রীটের ব্লক।"

"কংক্রীটের ব্লক কী..."

"ওনার ওপর পড়বে।"

"প্লিজ, ওয়াল্টার, আমি তোমাকে বলেছি ওভাবে বলো না। এটা মোটেও ঠাট্টার কথা না। আমি দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছি। তুমি কেন ওরকম কথা বলছো?"

"কারণ, তুমি তার ওপর ক্রাউন ব্লক ফেলবে।"

"আমি...কী?!"

"যাইহোক, তুমি জানো। হয়তো ক্রাউন ব্লক না। কিন্তু কিছু একটা। কিছু একটা দুর্ঘটনাবশত তার ওপর পড়বে আর উনি মারা যাবেন।"

কথাটা যেনো ওর চোখে একটা খোঁচা দিলো, চোখ পিট পিট করল ও। কিছু বলার আগে এক মুহূর্ত নিশ্চুপ কাটলো। ওর একটা প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে, হুট করে ধরা খেয়েছে ও। সেজন্যে ভেবে পাচ্ছে না, প্রতিক্রিয়াটা কী হতে পারে?

"তুমি কী...কৌতুক করছো?" মনে হলো ও বিশ্বাস করতে পারছে না।

"না।" ছোট্ট করে উত্তর দিলাম।

"অবশ্যই তুমি করছ। নয়তো পাগল হয়ে গেছো। কেন? আমি আমার জীবনে কখনও ওরকম কিছু শুনিনি।"

BanglaBook.org

"আমি পাগল হইনি; কৌতুকও করছি না। আর তুমি তোমার জীবনে ওরকম কথা শুনেছো। কারণ, আমার সাথে দেখা হবার পর থেকে তুমি এটাই ভাবছো। সে কারণেই তুমি আজ রাতে এখানে এসেছো।"

"আমি এখানে থেকে ওরকম কথা শুনতে পারব না।"

"ঠিক আছে।"

"আমি যাচ্ছি।"

"আচ্ছা।"

"আমি এ মুহূর্তেই যাচ্ছি।"

"যাও।"

*

তাহলে আমি কিনার থেকে সরে এলাম, তাই না? ব্যাপারটা ওর মাঝেও ঢুকিয়ে দিলাম যাতে ও বুঝতে পারে আমি কী বললাম, আর যাতে আবার এটা আমাদের মাঝে শুরু না হয়।

আমি একই জায়গায় বসে রইলাম। ও যখন চলে গেল, আমি উঠলামও না, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতেও সাহায্য করলাম না ওকে, গাড়িতে করে ওকে বাড়িতেও দিয়ে এলাম না। ওর সাথে এমন ব্যবহার করলাম যেন ও একটা রাস্তার বিড়াল। কিন্তু পুরোটা সময় আমার মনে হলো, কাল রাতেও বৃষ্টি হবে, কাল রাতেও ওর স্বামী লং বিচে কাজ করবে, আমি আগুন জ্বালিয়ে এভাবে বসে থাকবো, আর ন'টা বাজার একটু আগে ডোরবেলটা বাজিয়ে ও আমার বাসায় আসবে।

ঠিক তাই হলো পরদিন। কেউ কিছু বলার আগে পাঁচ মিনিট আমরা ফায়ার প্লেসের সামনে চুপচাপ বসে রইলাম। তারপর ও শুরু করল, "কাল রাতে আমাকে ওই কথাগুলো কীভাবে বলতে পারলে?"

"কারণ, কথাগুলো সত্য। তুমি তাই করতে যাচ্ছো।"

"এখন? তুমি বলার পর?"

"হ্যাঁ, আমি বলার পর।"

"কিন্তু...ওয়াল্টার, আজ রাতে আবার যে জন্য এলাম। ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখেছি। আমার মনে হয়েছে আমি হয়তো তোমাকে এমন দু-একটা

BanglaBook.org

কথা বলেছি যাতে তুমি ভুল ভাবছো। একভাবে আমি খুশি যে তুমি ওগুলো নিয়ে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছো। নাহলে হয়তো অন্য কাউকে বলে বসতাম, আর সে ভুল ভাবে নিতো। তবে এখন তো আমি জানি, ও ধরণের সবকিছু মন থেকে বের করে দেবো। আর ভুলেও ভাববো না।"

তার মানে আজ সারা দিনটা ও ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছে আমি যদি ওর স্বামীকে সতর্ক করে দেই। কিংবা কোনোভাবে কোনো ঝামেলা করে বসি। যাই হোক, আমি ওর সাথে তাল মেলালাম। "তুমি তো আমাকে ওয়াল্টার ডাকছো। তোমার নাম কি? তুমি এখনও আমাকে নাম বলোনি!"

"ফিলিস।"

"ফিলিস, তুমি হয়তো ভাবছো আমি তোমাকে ধরিয়ে দেবো, সেজন্যে ওটা করতে চাইছো না। তবে তুমি কাজটা করবে এবং আমি তোমাকে সাহায্য করব।"

"তুমি!"

"হ্যাঁ, আমি।"

আমি ওকে আবার চমকে দিলাম। কিন্তু ও এবারে কোনো ভান করার চেষ্টা করল না। "কেন? আমি কারও সাহায্য নিতে পারব না। অসম্ভব।"

"তুমি কারও সাহায্য নিতে পারবে না? আচ্ছা, একটা কথা বলি। ভালো হয় তুমি কারও সাহায্য নাও। তুমি একাই সবকিছু করলে হয়তো ভালোই হবে, কেউ জানবে না। আসলে সবচেয়ে ভালো হবে। কিন্তু তাতে একটাই সমস্যা, তুমি একা কাজটা করতে পারবে না। ধরা পড়ে যাবে যদি তুমি একাই একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির বিরুদ্ধে যাও। সাহায্য নিতে হবে তোমার। আর সেই সাহায্যকারী যদি এসব ব্যাপার ভালো জানে তবেই ভালো।"

"তুমি কেন আমাকে সাহায্য করবে?"

"অবশ্যই একটা জিনিসের কারণে, সেটা তুমি।"

"আর কিছু।"

"টাকা।"

"তুমি বলছো–তুমি তোমার কোম্পানিকে ধোঁকা দেবে? আমি আর এ থেকে আমরা যে টাকা পাব তার জন্য আমাকে সাহায্য করবে?"

"আমি তাই বলছি। আর ভালো হয় তুমিও বলো, তুমি কী চাও? কারণ আমি যখন শুরু করব, কাজটা শেষ করেই ছাড়বো, একদম শেষ পর্যন্ত, আর

BanglaBook.org

তাতে কোনো ফাঁক থাকবে না। কিন্তু আমার জানতে হবে, আমি কোথায় আছি। এ নিয়ে আমার সাথে মসকরা করবে না।"

*

ফিলিস চোখ বন্ধ করল। আর একটু পর ও কাঁদতে শুরু করল। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে ওর কাঁধে হাত রাখলাম। সান্ত্বনা দেওয়ার সময় মানুষ যেভাবে আস্তে আস্তে চাটি মারে, সেভাবে চাটি মারলাম।

ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হচ্ছে। আমি যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বললাম, এরপর ওর সাথে এমন আচরণ করছি যেন একটা পয়সা হারানো বাচ্চাকে সান্ত্বনা দিচ্ছি–আসলেই হাস্যকর।

"প্লিজ, ওয়াল্টার, এটা আমাকে করতে দিও না।" কাঁদতে কাঁদতে বলল ও। "আমরা পারব না। এটা শুধু...পাগলামী।"

"হ্যাঁ, এটা পাগলামী।" বললাম আমি।

"আমরা এটা করতে যাচ্ছি। আমি অনুভব করতে পারছি।"

"আমিও।"

"আমার কোনো কারণ নেই। একজন পুরুষ যেভাবে একজন মহিলাকে ট্রিট করে, ও আমাকে সেভাবেই ট্রিট করে। আমি ওকে ভালোবাসি না, কিন্তু ও আমার কোনো ক্ষতি করেনি।"

"কিন্তু তুমি এটা করতে যাচ্ছো।"

"হ্যাঁ, হায় খোদা, সাহায্য করো! আমি কাজটা করতে যাচ্ছি।"

ও কান্না থামালো, চুপচাপ আমার বাহুতে শুয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর ও কথা বলতে শুরু করল, প্রায় ফিসফিস করে। "ও সুখি নয়। মরে যাওয়াই ভালো ওর।"

"হ্যাঁ।"

"ব্যাপারটা সত্যি নয়, তাই না?"

"তার কাছে সত্যি নয়। আমার মনে হয় না তার মাথায় আসবে।"

"আমি জানি, ব্যাপারটা সত্যি নয়। আমি নিজেকে বলব, 'এটা সত্যি নয়'। কিন্তু আমার মধ্যে কিছু একটা আছে। কী, সেটা জানি না। হয়তো আমি আসলেই পাগল। কিন্তু আমার মধ্যে যেটা আছে, তার মৃত্যু পছন্দ। কখনও

BanglaBook.org

কখনও আমি নিজেকেও মৃত কল্পনা করি। দেখি যে আমার দেহটা লাল চাদরে মোড়ানো, আমি রাতের অন্ধকারে ভাসছি। আমাকে তখন এত সুন্দর লাগে! একটু পরেই আবার খুব দুঃখি দুঃখি লাগে। পুরো পৃথিবীটাকে সুখি বানাবার একটা ক্ষুধা জাগে। মনে হয় সব দুঃখ-কষ্ট, বিষাদ থেকে ওদেরকে আমার জায়গায় নিয়ে আসি। লাল চাদর আর অন্ধকার রাতে...ওয়াল্টার, ভয়ানক অংশটা এটাই। আমি জানি, এটা খারাপ। নিজেকে বলি যে, এটা বিভৎস। কিন্তু এটা আমার কাছে অত খারাপ মনে হয় না। মনে হয় আমি ওর জন্য কিছু করছি–ওর জন্য সবচেয়ে ভালোটা। শুধু যদি ও জানতো...আমার কথা বুঝতে পারছো, ওয়াল্টার?"

"না।"

"কেউ পারবে না।"

"কিন্তু আমরা কাজটা করতে যাচ্ছি।"

"হ্যাঁ, আমরা কাজটা করতে যাচ্ছি।"

"একদম শেষ পর্যন্ত।"

সায় দিলাম, "একদম শেষ পর্যন্ত।"

*

এক বা দুরাত পর আমরা ব্যাপারটা নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করলাম যেন কোনো পাহাড়ে বেড়াতে যাচ্ছি। আমার জানতে ইচ্ছে হতো ও একা একা কী ভাবছিল, আর ও কোনো বস্তাপচা পরিকল্পনা করে ব্যাপারটা বানচাল করে ফেলতো কিনা? "ফিলিস, তুমি কি তাকে এ নিয়ে কিছু বলেছো? পলিসিটার ব্যাপারে?"

"না।"

"একেবারেই কিছু না?"

"একটা ফোঁটাও না।"

"আচ্ছা ঠিক আছে, তো তুমি কীভাবে কাজটা করার কথা ভাবছো?"

"আমি প্রথমে পলিসিটা করতাম–"

"ওনাকে না জানিয়ে?"

"হ্যাঁ।"

BanglaBook.org

"খেয়েছে! ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তোমাকে ছিঁড়ে খাবে। এই ব্যাপারটাই প্রথমে দেখবে ওরা। যাই হোক, ওটা বাদ। আর কী?"

"সামনের বসন্তে বাড়ির বাগানে ও একটা সুইমিং পুল করবে। "

"তাতে কী?"

"আমি ভাবছি, ব্যাপারটাকে এমন দেখানো যায় কিনা? ও ডাইভ দিতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেলো বা ওরকম কিছু।"

"এটাও বাদ। বাজে বুদ্ধি।"

"কেন? অনেকেই তো এভাবে মরে। মরে না?"

"একদম বাজে। প্রথম কথা, পাঁচ ছয় বছর আগে ইন্স্যুরেন্স ব্যবসার কয়েকটা উজবুক একটা খবরের কাগজ দেখিয়ে বলেছিল যে, বেশিরভাগ মানুষের অ্যাক্সিডেন্ট তাদের নিজেদেরই বাথটাবে ঘটে। এর পর থেকেই ইন্স্যুরেন্স দাতাদের মাথায় সবার আগে ওগুলোই আসে; বাথটাব, সুইমিং পুল বা জলা পুকুরের কথা। মানে যখন তারা ব্যাপারটাকে সাজানো প্রমাণ করতে চায় আরকি। বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়াতেও এরকম দুটো কেস আছে। তার কোনোটাতেই অবশ্য ইন্স্যুরেন্স এর ব্যাপার নেই। যদি থাকতো, তবে ওরা ছাড়খার করে ফেলতো। তারপর দেখো, সাঁতার সাধারণত মানুষ দিনে কাটে। আর দিনে হলে কে কোনদিক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখবে বা কার চোখে পড়ে যাবে, ঠিক আছে? আবার আরেকটা কথা। ভেবে দেখো, সুইমিং পুলটা আসলে টেনিস কোর্টের মতোই। কেউ একা একা তেমন একটা সাঁতার কাটে না। তুমি তাকে একা পাবে কিনা তাও সন্দেহ। একটা কথা মনে রেখো, ফিলিস। একটা সফল মার্ডারের পেছনে তিনটা প্রয়োজনীয় অংশ থাকে।"

শব্দগুলো কখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুঝতেও পারলাম না। আমি সাথে সাথে ওর দিকে তাকালাম। আমার মনে হয়েছিল ওর হয়তো ভ্রু কুঁচকে যাবে। কিন্তু গেল না। ও বরং সামনে ঝুঁকে এলো। একটা চিতাবাঘের মতো লাগছে ওকে। ফায়ার প্লেস থেকে আসা আগুনের আভা প্রতিফলিত হচ্ছে ওর চোখে। "বলে যাও, শুনছি।"

"এক হচ্ছে, সাহায্য। একজন একা খুন করে কখনও রেহাই পাবে না। একজনের বেশি লাগবে। দুই হচ্ছে, সময়, জায়গা আর উপায়–সব আমাদের আগে থেকে জানা থাকতে হবে। তবে তোমার স্বামীর নয়। আর তিন হচ্ছে, দৃঢ়তা। এই অংশেই অনেক আনাড়ি খুনী ভুল করে ফেলে। কখনও কখনও

BanglaBook.org

তারা প্রথম দুটো করে ফেললেও তৃতীয়টা শুধু পেশাদাররাই পারে। যেকোনো খুনেই এমন একটা সময় আসবে, যখন তোমার দৃঢ়তার দরকার পড়ে। দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা না করলে ধরা পড়বে নির্ঘাত। আর এখন আমি বলছি, কেন? পারফেক্ট মার্ডার জানো কোনটা? তুমি মনে করছো, এটা সুইমিং পুলেই হয়ে যাবে। ধ্যাৎ! তিন সেকেন্ডেই পুলিশ ওটা ধরে ফেলবে। তারপর সেটা প্রমাণ করবে। দুম! চতুর্থ সেকেন্ডে তুমি সব উগড়ে দেবে। না, ওটা পারফেক্ট মার্ডার নয়। পারফেক্ট মার্ডার হচ্ছে, গ্যাংস্টাররা যেটা করবে। জানো ওরা কী করবে? প্রথমে ওরা শিকারকে নির্দিষ্ট করবে। তার সাথে সম্পর্ক থাকা মেয়েটাকে হাত করবে। আর ছ'টা বাজতে বাজতে মেয়েটার কাছে থেকে তারা একটা ফোন পাবে। মেয়েটা ফোনে জানাবে, সেদিন সন্ধ্যায় তারা একটা মুভিতে যাবে, শুধু সে আর লোকটা, আর থিয়েটারটা এখানকার এই থিয়েটার। ন'টার কাছাকাছি সময়ে তারা ওখানে পৌছে যাবে। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে প্রথম দুটো অংশ। তারা সাহায্য পেলো, এবং জায়গা ও সময় আগে থেকেই ঠিক করে রাখলো। তাহলে এখন তিন নম্বরটা দেখো। গাড়ি করে তারা ওখানে যাবে। রাস্তার পাশে গাড়িটাকে চালু অবস্থায় পার্ক করে রাখবে। বাইরে দেখতে পাঠাবে একজনকে। সে একটা গলির মুখে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে। তারপর নিজের রুমালটা মাটিতে ফেলে সেটাকে তুলে নেবে একটা সিগনাল স্বরূপ, তার মানে লোকটা আসছে। গাড়ি থেকে বের হয়ে আসবে ওরা। আস্তে আস্তে থিয়েটারের কাছে যাবে, লোকটার কাছাকাছি হবে। আর তখনই, চোখের পলকে শত শত মানুষের সামনে ওরা কাজটা করবে। মানুষটা কিছু বোঝার আগেই চার-পাঁচটা অস্ত্র থেকে দশ-বিশটা গুলি বিঁধে যাবে তার বুকে। মানুষটা মরে যাবে। আর ওরা দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে হাওয়া। তারপর, তুমি তাদেরকে দোষী প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। শুধু চেষ্টাই করা হবে, কিন্তু পারবে না। কারণ, আগে থেকেই তাদের অ্যালিবাই প্রস্তুত করে রাখা। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষগুলো ওদেরকে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখেছে। মানুষগুলো এত ভয়ে ছিল যে, ঠিকমতো জানেও না কি দেখেছে। সুতরাং, তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করার কোনো উপায় নেই। অবশ্য পুলিশেরা জানবে ওরা কারা। তারা ওদেরকে ধরে জেলেও পুরবে; কোর্টে পাঠাবে তারপর। কিন্তু কোর্টে তারা নির্দোষ প্রমাণ হবে ও ছাড়া পাবে, ঘটনাস্থলের কর্মকান্ড অন্য কোনো গ্যাংস্টারদের...চরম! ওরা ওদের কাজে

BanglaBook.org

পটু, ঠিক কিনা? আর আমরাও যদি খুনটা করে পার পেতে চাই, তবে ওদের মতোই করতে হবে। সানফ্রান্সিস্কোর কোনো টোকাইয়ের মতো না। অমন টোকাইদের দু-তিনটা ট্রায়াল হয়ে যায়। তারপরও ওরা ছাড়া পায় না।"

"দৃঢ় থাকতে হবে?"

"হ্যাঁ, দৃঢ় থাকতে হবে। এটাই একমাত্র উপায়।"

"আমরা যদি ওকে গুলি করি তাহলে তো অ্যাক্সিডেন্ট হবে না।"

"তা ঠিক। আমরা তাকে গুলি করবো না। কিন্তু তোমার মাথায় ব্যাপারগুলো ঢোকাতে চাচ্ছি। দৃঢ় থাকতে হবে। কাজটা করে বেঁচে যাওয়ার এটাই একমাত্র উপায়।"

"তাহলে কীভাবে আমরা খুনটা করব?"

"সেটাতে পরে আসছি। তোমার সুইমিংপুলের আইডিয়ায় আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, তাতে কোনো টাকা নেই।"

"ওদেরকে তো পে–"

"ওদেরকে পে করতে হবে। ঠিক আছে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, কতটুকু পে করতে হবে? অ্যাক্সিডেন্ট পলিসির সবচেয়ে বড় বড় ক্ষতিপূরণগুলো আসে রেলপথের অ্যাক্সিডেন্ট থেকে। যখন কোম্পানিগুলো অ্যাক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স দিতে শুরু করল, খুব শীঘ্রই বুঝতে পারলো যে, আপাতভাবে মানুষ যেগুলোকে সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা ভাবে, সেগুলো মোটেও তেমন বিপজ্জনক জায়গা নয়। মানে, লোকে ভাবে রেলপথ খুব বিপজ্জনক, কিংবা আগে ভাবতো। কিন্তু পরিসংখ্যান বলে, রেলপথে তেমন কেউ মারা যায়নি বা সামান্য আহতও হয়নি। তাই অ্যাক্সিডেন্ট পলিসিতে ইন্স্যুরেন্স দাতারা এমন একটা সুবিধা রাখে যেন গ্রাহকের কাছে সেটা আকর্ষণীয় মনে হয়। ট্রেন যাত্রা নিয়ে গ্রাহকের মনে একটু চিন্তা থাকে। কিন্তু তাতে কোম্পানির খুব একটা মাথা ব্যথা নেই। কারণ ওরা জানে, গ্রাহক লোকটা ট্রেন যাত্রা করলে খুব সতর্কভাবেই করবে। সেজন্য ওরা রেলপথের দুর্ঘটনায় দ্বিগুন ক্ষতিপূরণ দেয়। ওটাই ওদের টাকা কামানোর হাতিয়ার। তুমি চিন্তা করছিলে ছিঁচকে চোরের মতো। আর আমি এক্ষেত্রে ওরকম একটা মোটা সুযোগ নেয়ার কথা ভাববো। কাজটা হলে একটা বাজি জিততে পারব পঞ্চাশ হাজার ডলারের। যদি সবকিছু ঠিকভাবে হয়, টাকাটা আমাদের। এ ব্যাপারে কোনো ভুল করবে না।

"পঞ্চাশ হাজার ডলার?"

BanglaBook.org

"ভালো না?"

"দুর্দান্ত!"

"মোহনীয়, আমি নিজেও সেটা বলব। এ ব্যবসায় এতগুলো বছর এমনি এমনি কাটাইনি, বুঝলে...এখন শোনো, তিনি এ পলিসির সব জানবেন, আবার তিনি কিছুই জানবেন না। তিনি লিখিত আবেদন করবেন এর জন্য, আবার তিনি জানবেন না যে, তিনি এর জন্য আবেদন করেছেন। তিনি নিজেই আমাকে চেক দিয়ে এর জন্য পে করবেন, তবে তিনি আমাকে এর জন্য পে করবেন না। তার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে, তিনি এটাও জানবেন না যে, তার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে। তিনি ঠিকই ট্রেনে উঠবেন, তবে তিনি ট্রেনে উঠবেন না।"

"কী হাবিজাবি বলছো?"

"দেখবে এখন। প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে, তাকে দিয়ে ওই পলিসিটা গোছানো। আমি তার কাছে ওটা বিক্রি করবো, বুঝতে পারছো?–তবে অন্যভাবে। সরাসরি না। অন্যান্য গ্রাহককে আমি যেমন রাজি করাই, তাকেও সেরকম করাবো। আর সে সময় আমার একজন সাক্ষি লাগবে। কথাটা মাথায় রেখো। তার সাথে কথা বলার সময় কথাগুলো ওই সাক্ষির শুনতে হবে। আমি ওনাকে বোঝাবো, ওনার গাড়িটার নিরাপত্তার জন্য সবকিছুই আছে, কিন্তু ওনার নিজের নিরাপত্তার জন্য তেমন কিছু নেই। ব্যাপারটা তার ওপরেই ছেড়ে দেবো, একটা গাড়ির চেয়ে একজন মানুষের মূল্য বেশি কিনা। আমি–"

"ধরো ও মানলো।"

"আচ্ছা...ধরি উনি মানলেন? মানবেন না। ব্যাপারটা আমার ওপর। অন্যকিছু না হলেও আমি একজন সেলসম্যান। তবে আমার একজন সাক্ষি লাগবে। অবশ্যই একজন সাক্ষি লাগবে।"

"আমি কাউকে যোগাড় করব।"

"ঠিক আছে। তাহলে তাড়াতাড়ি একটা দিন ঠিক করো। তারপর আমাকে কল দাও।"

"কালকে?"

"ফোনে নিশ্চিত করো। আর মনে রেখো, একজন সাক্ষি লাগবে।"

"একজন আছে।"

"ঠিক আছে। তাহলে কাল। তোমার ফোনের অপেক্ষা করব।"

BanglaBook.org

"ওয়াল্টার, আমি খুবই উত্তেজিত।" ওর গলার স্বরেও উত্তেজনা চুঁয়ে পড়লো। "ব্যাপারটা আমাকে ভয়াবহ অনভূতি দিচ্ছে।"

"আমাকেও।"

"আমাকে কিস কর।" বলল ও।

*

আপনি ভাবছেন আমি পাগল হয়ে গেছি? ঠিক আছে। হয়তোবা আমি পাগল। কিন্তু আমি যে কাজটায় আছি, তাতে আপনি পনেরোটা বছর কাটান, তাহলে হয়তো আপনিও পাগল হয়ে যাবেন। আপনি ভাবছেন এটা একটা ব্যবসা, তাই না? ঠিক আপনার ব্যবসাটার মতোই, কিংবা বিপদের সময় বিধবা, এতিম ও দুস্থদের সাহায্য করা হয় বলে তার চেয়ে একটু ভালো। আসলে না। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জুয়া। এটাকে হয়তো অমন দেখায় না, তারপরও এটা জুয়াই। ইন্স্যুরেন্স দাতারা যখন আপনাকে ক্ষতিপূরণ দেয়, তখন আসলে ওরা আপনার জুয়ায় জেতা চিপসগুলো ক্যাশ করে দেয়। আর আপনি কিসের জুয়া জেতেন? আপনার বাজির। আপনি বাজি ধরলেন যে, আপনার বাড়ি পুড়ে যাবে, আর ওরা বাজি ধরবে, ওটা পুড়বে না। এই এটুকুই। যেটা আপনাকে বোকা বানায়, সেটা হলো বাজিটা ধরার সময় আপনি নিজেও চান না যে, আপনার বাড়িটা পুড়ে যাক। সেজন্যেই বাজিটা আপনার চোখে পড়ে না। কিন্তু এতে ওরা বোকা হয় না। ওদের কাছে বাজি মানে বাজিই। এই রক্ষা করার বাজিটাও অন্য বাজির চেয়ে আলাদা কিছু নয়। তবে হয়তো এমন একটা সময় আসতে পারে, যখন আপনি নিজেই আপনার বাড়িটা পোড়াতে চাইবেন। হয়তো যখন টাকার মূল্যটা বাড়ির চেয়েও বেশি। আর তখনই ঝামেলাটা বাঁধে। ওরা জানে, অনেক লোক নিজেই জুয়াটা খেলবে। সে সময়টা যখন আসে, তখন ওরা শক্ত হয়। তারা তাদের লোক লেলিয়ে রাখে। যতগুলো কুটবুদ্ধি হওয়া সম্ভব, তার সবটাই জানে ওরা। আর আপনি যদি ওদের হারাতে চান, তবে অবশ্যই আপনাকে ভালো হতে হবে। যতক্ষণ আপনি সৎ থাকবেন, তারা হাসিমুখে আপনাকে ক্ষতিপূরণ দেবে। আপনি তখন খুশি মনে বাড়ি ফিরে যেতে যেতে ভাববেন, সবকিছু কত পরিষ্কার। কিন্তু উল্টোপাল্টা কিছু একটা করুন, ওরা আপনাকে ধরে ফেলবে।

BanglaBook.org

জি, আমি একজন এজেন্ট। জুয়ার খেলাটা চালানোর সাথে জড়িত। আমি ওদের সব কৌশল জানি। সেগুলো মাথায় রেখেই মিথ্যাগুলো সাজাচ্ছি। যখন ওরা আমার সাথে লাগতে আসবে, আমি পুরোপুরি প্রস্তুত থাকবো।

এক রাতে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। মনে হয় আমি ওদেরকে হারিয়ে জুয়াটা জিততে পারব। আমার শুধু বাজি ধরার জন্য একটা মাধ্যম দরকার। এই আরকি। ফিলিসের সাথে যখন আমার দেখা হলো, আমি আমার মাধ্যমটা খুঁজে পেলাম। যদি ব্যাপারটা আপনার কাছে অদ্ভুত মনে হয় যে, আমি একটা জল-জ্যান্ত মানুষ খুন করব শুধু কয়েকটা চিপস তোলার জন্য–আপনি যদি সামনে থেকে খেলার পরিবর্তে জুয়াটার পেছনে থাকতেন, তাহলে হয়তো তেমন অদ্ভুত মনে হতো না।

আমি অনেকগুলো বাড়ি পুড়তে দেখেছি, অনেকগুলো গাড়িকে দুর্ঘটনায় পড়তে দেখেছি, নীল হয়ে যাওয়া এতগুলো লাশ, এতগুলো বিভৎস জিনিস দেখেছি, যেগুলো মানুষেরা সেই জুয়াটা খেলতে গিয়ে করে। এ জিনিসগুলো আমার খারাপ লাগে না। কেন লাগে না, আপনি যদি তা না বোঝেন, মন্টে কার্লো বা অন্য কোনো বড় ক্যাসিনোয় গিয়ে বসে বসে আইভরি বল ঘোরানোর মানুষটাকে লক্ষ্য করুন। তারপর নিজেকে প্রশ্ন করুন, তার কতটুকু যায় আসবে, যদি আপনি তার কাছে সবকিছু খুইয়ে নিজের মাথায় গুলি করে বসেন। গুলির শব্দটা শুনে হয়তো সে সহানুভূতিতে চোখ বুঁজতে পারে, কিন্তু এর বেশি একটুও না। আপনি বাঁচলেন কি মরলেন তাতে তার কী? টেবিলে যাতে আপনার কোনো বাজি বা পাওনা না থাকে সেটাই তার দেখার বিষয়। আর এটাই আসল কথা। সে আপনার খোঁটেও তোয়াক্কা করে না।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

"তাহলে, আরেকটা বিষয়ে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি, মি. নার্ডলিঙ্গার। গত বছর আমাদের যোগ করা একটা সুবিধা আছে। অতিরিক্ত কোনো খরচ লাগবে না। এতে আমরা আপনাকে একটা বেইল বন্ডের নিরাপত্তা দেবো। আমাদের দেয়া একটা কার্ড থাকবে আপনার কাছে। যদি কোথাও কোনো আইন ভেঙে বসেন, ধরুন নিজের দোষে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেললেন, কিংবা ট্রাফিক আইন ভাঙার কথাই ধরুন। পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করে ফেললো, তখন আপনি এ কার্ডটা দিয়ে নিজের জামিন করাতে পারবেন। অবশ্য, সেক্ষেত্রে জামিনের সুযোগটা থাকতে হবে। পুলিশ তখন কার্ডটা নিয়ে ট্রায়াল না আসা পর্যন্ত আপনাকে ছেড়ে দেবে, সাধারণত জামিনে যেটা হয় আরকি। তবে এখানে আপনার জন্য আমরা দায়ি থাকবো। অটোমোবাইল ক্লাব এ সুবিধাটাই দেয় জন্য হয়তো আপনি অটোমোবাইল ক্লাবের কথা ভাবছেন, কিন্তু আমাদেরও এ সুবিধা–"

"অটোমোবাইল ক্লাবের কথা আমি আর তেমন ভাবছি না।"

"আচ্ছা, তবে আমরা সবকিছু ঠিক করে ফেলি। আমি মোটামুটি ঠিক করেই এনেছি আপনার জন্য আমরা কী কী করব–"

"আমারও মনে হচ্ছে, সবকিছু ঠিকঠাক করে ফেলি।"

"তাহলে যদি আপনি এই দরখাস্তগুলোয় সই করে দেন, নতুন পলিসি ইস্যু না হওয়া পর্যন্ত আপনি সুরক্ষিত থাকবেন। তাতে হয়তো সপ্তাহখানেক লাগবে। কিন্তু এই একটা সপ্তাহের জন্য আলাদা করে কোনো পে করতে হবে না। সড়ক দুর্ঘটনা, আগুন, চুরি ও পাবলিক লায়াবিলিটির ফর্ম ওগুলো। আর এ দুটো হচ্ছে এজেন্ট কপি। এখানেও যদি আপনি স্বাক্ষর করে দিতেন, আমি এগুলোকে নিজের ফাইলে রাখতাম।

"এখানে স্বাক্ষর করব?"

"জি, ঠিক ডটেড লাইনটার ওপর।"

লোকটার দেহ আমার মতোই বড়-সড়ো। চোখে চশমা পড়ে। আমি তাকে যেভাবে চেয়েছি সেভাবেই চালাতে পেরেছি। দরখাস্তগুলোয় সই হয়ে

BanglaBook.org

যেতেই আমি তার কাছে অ্যাক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্সের কথা তুললাম। তাকে তেমন একটা আগ্রহি মনে হলো না। সেজন্য আমি আরও শক্ত হলাম। ফিলিস অবশ্য মাঝে একবার বলল, অ্যাক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্সের এর কথা শুনলে ওর গা গোলায়। তবে আমি চালিয়ে গেলাম। কোনো এজন্টেরই কখনও এতসব কারণ মাথায় আসেনি, যতগুলো আমি তাকে বললাম। যতভাবে যতগুলো কারণ থাকা সম্ভব, সব তার মস্তিষ্কে ঠুকে দিতে লাগলাম। লোকটা চেয়ারে বসে আঙুল দিয়ে চেয়ারটার হাতলে ঠকঠক করছে। সে হয়তো এটাই ভাবছে, আমি কখন যাবো।

তবে সেটা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। মাথা ব্যথাটা ফিলিসের আনা সাক্ষি নিয়ে। আমি ভেবেছিলাম, ও হয়তো কোনো আত্মীয় বা পরিচিতকে ডিনারে দাওয়াত দেবে; সাক্ষিটা হয়তো হবে কোনো মহিলা। তারপর আমি যখন সাড়ে সাতটায় কাগজ পত্র নিয়ে পৌছাবো, বসার ঘরে আমার সাথে ওই মহিলাকেও রাখার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তা না। ফিলিস ওর সৎ মেয়েকে নিয়ে এসেছে। লোলা নাম মেয়েটার, মায়াকাড়া চেহারা। লোলা চলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ফিলিস মেয়েটাকে আটকে রেখেছে, উল বোনাচ্ছে সোয়েটারের জন্য। আমাকে ক্ষণে ক্ষণে গলা খাঁকারি দিয়ে মেয়েটার মনোযোগ আকর্ষণ করতে হয়েছে। নিশ্চিত হতে হয়েছে যেন সে আমাদের কথাগুলো মনে রাখে। কিন্তু যতই তার দিকে তাকাচ্ছি, ততই আমার সব ভজকট পাকিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি তার বাবার সাথে কী করব। এটা মাথায় রেখে যখন তার দিকে তাকাচ্ছি, তখন আর তার উপস্থিতি মেনে নিতে পারছি না।

এরপর যেটা হলো, আমি যখন যাবার জন্য বের হয়ে এলাম, মেয়েটা আমার সাথে সাথে বের হয়ে এলো যেন সে বুলেভার্দে সিনেমা দেখতে যেতে পারে। আজ রাতে তার বাবাকে আবার বাইরে যেতে হবে। সে সাথে নেবে গাড়িটা। তার মানে মেয়েটাকে যদি পৌছে না দেই, তাহলে তাকে বাস ধরে যেতে হবে।

আমি তাকে পৌছে দিতে চাইনি। আগেপিছে কোনোটাতেই জড়াতে চাইনি তার। কিন্তু লোলা যখন একপ্রকার যেচেই বসলো আমার কাছে, আমার আর অন্য কিছু করার রইলো না। সে দৌড়ে গিয়ে নিজের হ্যাট ও কোট নিয়ে এলো। আর তার মিনিট দুয়েকের মাঝে আমরা পাহাড়টা থেকে গাড়ি ভাগাতে শুরু করলাম।

BanglaBook.org

"মি. হাফ," বলল লোলা।

"জি?"

"আমি সিনেমা দেখতে যাচ্ছি না।"

"তাহলে?"

"ওষুধের দোকানে একজনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।"

"ও আচ্ছা।"

"আপনি কি একটু আমাদের দুজনকেই ছাড়বেন?"

"হ্যাঁ–অবশ্যই।"

"কিছু মনে করবেন না তো আবার?"

"আরে না, একটুও না।"

"ব্যাপারটা আবার বাসায় বলবেন না তো? আসলে বাসায় না জানানোর কিছু কারণ আছে।"

"না, অবশ্যই বলব না।"

আমরা ওষুধের দোকানে থামলাম। লোলা গাড়ি থেকে নেমে আবার এক মিনিটের মধ্যে একটা কমবয়স্ক ছেলেকে নিয়ে ফিরে এলো। ছেলেটার চেহারায় ইতালিয় ছাপ, দেখতে সুদর্শন। সে দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

"মি. হাফ, ওর নাম সাচেটি।" বলল লোলা।

আমি ছেলেটার দিকে চেয়ে কুশল বিনিময় করলাম, "কেমন আছেন মি. সাচেটি? গাড়িতে উঠে পড়ুন।"

ওরা দুজন উঠে পড়লো। কেমন কাষ্ঠহাসি হাসলো নিজেদের দিকে চেয়ে। তারপর আমরা বিচউড থেকে বুলেভার্দের দিকে যেতে লাগলাম।

"আপনাদের কোথায় নামিয়ে দেব?" জিজ্ঞেস করলাম।

"নামালেই হবে একখানে।"

"হলিউড বা ভাইন হলে চলবে?"

"দৌড়োবে।"

ওদেরকে জায়গাটায় নামিয়ে দিলাম। গাড়ি থেকে নেমে লোলা আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। মেয়েটার চোখ তারার মতো জ্বল জ্বল করছে। আমার হাতটা ধরে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, "আপনি অনেক উদার, মি. হাফ। একটু শুনুন। আপনাকে একটা গোপন কথা বলি।"

"হ্যাঁ?"

BanglaBook.org

"আপনি যদি আমাদের পৌছে না দিতেন, তাহলে আমাদের হাঁটতে হতো।"

"তাহলে ফিরে যাবে কী করে?"

"হেঁটে।"

"কিছু টাকা দেবো?"

"না, বাবা জানলে মেরে ফেলবে। আমি আমার পুরো সপ্তাহের টাকা খরচ করে ফেলেছি। ধন্যবাদ, তবে লাগবে না। আর মনে রাখবেন–বসায় কিন্তু বলবেন না।"

"ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি যাও। নয়তো আবার তোমাদের সময়ের টান পড়বে।" ওকে একরকম বিদায় করে দিলাম।

*

যখন বাড়ি ফিরলাম, আধা ঘন্টার মাঝে ফিলিসও চলে এলো। গুন গুন করে গায়ক নেলসন এডির একটা গান ভাঁজছে ও। "আমার সোয়েটারটা তোমার পছন্দ হয়েছিল?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই।"

"রংটা খুব সুন্দর না? আমি আগে কখনও হালকা গোলাপি রং পরিনি। আমার মনে হচ্ছে রংটা আমাকে মানাবে।"

"অবশ্যই মানাবে।"

"লোলাকে কোথায় ছাড়লে?"

"বুলেভার্দে।"

"কোথায় গিয়েছিল ও?"

"লক্ষ্য করিনি সেটা।"

"ওর জন্য কি কেউ অপেক্ষা করছিল?"

"তেমনটা তো দেখলাম না। কেন?"

"আমার মনে হচ্ছিলো। সাচেটি নামের একটা ছেলের সাথে ও বেশ মেলামেশা করছে। ভয়ানক একটা ছেলে। ওকে নিষেধ করা হয়েছে, তার সাথে যেন দেখা না করে।"

"ছেলেটাকে অবশ্য আমি দেখিনি। যাইহোক, লোলার কথা আগে বলোনি কেন?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ? তুমি বলেছিলে তোমার একজন সাক্ষি লাগবে।"

"হ্যাঁ, তার মানে বলিনি যে, ওকে লাগবে।"

"সাক্ষি হিসেবে ও কি ভালো নয়?"

"না, ভালো। কিন্তু সবকিছুর তো একটা সীমা আছে। মানুষটার নিজেরই মেয়ে। আমরা তাকেও ব্যবহার করছি। আর যার জন্য ব্যবহার করছি, সেটাও তো..."

ওর চেহারায় অদ্ভুত একটা অভিব্যক্তি এলো। ও যখন কথা বলল, গলার স্বরটা খুব কঠিন শোনালো ওর। "কী ব্যাপার? তুমি কি পিছু হটার কথা ভাবছো?"

"না, কিন্তু তুমি অন্য কাউকে আনতে পারতে। আমি ওকে বুলেভার্দে পৌছে দেয়ার পুরো সময়টাই এগুলো আমার পকেটে ছিল।" আমি দরখাস্তগুলো বের করে ওকে দেখালাম। এজেন্ট কপি দুটোর একটা আসলে পার্সোনাল অ্যাক্সিডেন্ট পলিসির আপডেটেড অ্যাপ্লিকেশন। টাকার অংকটা পঁচিশ হাজার ডলার। রেলপথে যেকোনো দুর্ঘটনার জন্য দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ দেবার নিশ্চয়তা।

কথাটা একদম শেষে উল্লেখ করা।

*

এটাও নাটকটার অংশ যে আমাকে মিস নার্ডলিঙ্গারের অফিসে দু-তিনবার যেতে হবে। প্রথমবার, আমি বেইল-বন্ডের নিশ্চয়তার কাগজ দিলাম। ঝাড়া পাঁচ মিনিট কথা বলে চলে এলাম জিনিসটা তার গাড়িতে রাখতে বলে। পরেরবার, আমি তাকে চামড়ার একটা ছোট্ট মেমোবুক দিলাম। তাতে সোনালি রঙে তার নাম লেখা। জানালাম, জিনিসটা আমাদের পলিসি গ্রাহকদের জন্য শুধুমাত্র ছোট্ট একটা গিফট। তৃতীয়বারে, আমি তার কাছে অটোমোবাইল পলিসিটা বুঝিয়ে দিয়ে একটা চেক নিয়ে এলাম আশি ডলারের। সেদিন যখন আমি অফিসে ফিরলাম, নেটি বলল কেউ একজন আমার প্রাইভেট অফিসে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। "কে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"কোনো এক মিস লোলা নার্ডলিঙ্গার ও মি. সাচেটি।" নেটি উত্তর

BanglaBook.org

দিলো। "মনে হয়, তাই বলল মেয়েটা। আমি লোকটার প্রথম নাম ধরতে পারিনি।"

আমি ঘরে ঢুকতেই লোলা আমাকে দেখে একটা হাসি দিলো। মেয়েটা আমাকে পছন্দ করেছে, আমি তার চোখে মুখে সেটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। লোলা বলল "আবার আমাদের দেখে অবাক লাগছে?"

"না, তেমনটা না। আপনাদের জন্য কী করতে পারি?"

"আমরা একটা সাহায্য চাইতে এসেছি। কিন্তু দোষটা আমাদেরই।"

"আচ্ছা? সেটা কী রকম?"

"ওই রাতে আপনি আমার বাবাকে যেটা বলছিলেন? দরকার হলে গাড়ির ওপর টাকা নেয়া যায়? আমরা সেজন্যে এসেছি। বা অন্যভাবে বললে, নিনো এসেছে।"

এটা এমন একটা ব্যাপার ছিল যেটার ব্যাপারে আমাকে কিছু করতে হতো। অটোমোবাইল ক্লাবের অটোমোবাইল লোনের সাথে প্রতিযোগিতা। ওরা ওদের সদস্যের প্রয়োজনে গাড়ির ওপর টাকা ধার দিয়ে থাকে। আর কাজটা সফল করতে আমাকেও এটা নির্দিষ্ট করে বলতে হতো। আমি তখন নিজে নিজেই ছোট্ট একটা ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানি খুলে বসলাম, কথা চালালাম নিজেকে এর পরিচালক বানিয়ে। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। মূলত আমি প্রায়ই যে প্রশ্নটার সম্মুখীন হই, মানে, 'আপনারা কি গাড়ির ওপর টাকা ধার দেন?'–তার উত্তর হিসেবেই নার্ডলিঙ্গার সাহেবকে এটা বলেছি। ব্যাপারটা অন্য কিছু না, সেলস টকেরই অংশ। কিন্তু আমি জানতাম না যে, লোলা মনোযোগ দিয়ে এটাও শুনেছে। আমি সাচেটির দিকে তাকালাম। "আপনি আপনার গাড়ির ওপর টাকা ধার নিতে চান?"

"জি, স্যার।" সাচেটি উত্তর দিলো।

"কি ধরণের গাড়ি?"

সে আমাকে বলল, সস্তা একটা গাড়ি ।

"সেডান?"

"না, কুপ।"

"গাড়িটা কি আপনার নামে কেনা?"

"জি, স্যার।"

ওরা হয়তো আমার চেহারায় কোনো অভিব্যক্তি লক্ষ করল, কারণ লোলা

BanglaBook.org

কৈফিয়ত দেবার মতো করে বলল, "ওই রাতে গাড়িটা ও ব্যবহার করতে পারেনি। আসলে ওর গাড়িতে কোনো গ্যাস ছিল না।"

"ও।"

আমি তাকে তার গাড়ির ওপর টাকা ধার দিতে চাই না। আমি লোলা বা ওদের কারও সাথেই কোনো কিছুতে জড়াতে চাই না, কোনোভাবেই না। একটা সিগারেট জ্বালিয়ে একটা মিনিট বসে রইলাম। "আপনি নিশ্চিত গাড়িটার ওপর টাকা ধার নেবেন? কারণ, আপনি যদি এখন কোনো কাজ না করেন, মানে যদি আপনার হাতে টাকা শোধ করার কোনো উপায় না থাকে, তাহলে এটা নিশ্চিত গাড়িটাকে খোয়ানো। সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ির পুরো ব্যবসাটাই এভাবে চলে। একটা ছোট্ট লোন নিয়ে মানুষ ভাবে যে সেটা শোধ করে দেবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না।"

লোলা আমার দিকে গম্ভীর হয়ে তাকালো। "নিনোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অমন নয়। ও কাজ করছে না ব্যাপারটা ঠিক, তবে ও লোনটা নিয়ে শুধু শুধু টাকা খরচ করবে না। আপনি দেখুন, ওর পি-এইচ-ডি প্রায় কমপ্লিট হয়ে এসেছে আর–"

"কোথায়?"

"ইউ. এস. সি."

"কীসে?"

"কেমিস্ট্রি। একবার যদি ওর ডিগ্রিটা কমপ্লিট হয়ে যায়, ও নিশ্চিত কোনো একটা কাজ পেয়ে যাবে। ওকে প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে। আর শুধুমাত্র ডিগ্রির অভাবে ওরকম একটা কাজ হাতছাড়া করা খুব খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু ডিগ্রিটা কমপ্লিট করতে আবার পেপার পাবলিকেশন করতে হবে ওকে। মূলত পাবলিকেশনেরই বিভিন্ন হাবিজাবি খরচ মিটিয়ে তাড়াতাড়ি ওর ডিপ্লোমা কমপ্লিট করতেই টাকাগুলোর দরকার। ও কিন্তু এ টাকাটা ওর জীবিকায় ব্যবহার করবে না। ওর বন্ধুরাই সেটা চালিয়ে নেবে। আসলে পাবলিকেশনটার জন্যই টাকাগুলো দরকার।"

ব্যাপারটা আমাকে মেটাতে হবে। আমি জানি সেটা। আমি হয়তো ওদের কথা শুনতাম না, যদি না মেয়েটার উপস্থিতি আমাকে অস্বস্তিতে ফেলতো। আমি শুধু তাকে কোনোমতে হ্যাঁ বলে বিদায় করে দেবার কথাই ভাবতে পারছি। "কত চান আপনারা?"

BanglaBook.org

"ও ভাবছে যদি ও আড়াইশো ডলার পায় তাতেই হয়ে যাবে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা।"

আমি হিসেব করলাম। চার্জসহ টাকার অংকটা প্রায় দুইশো পঁচাশি ডলার, তার গাড়িটার ওপর এটা অত্যন্ত বিশাল একটা লোন। "ঠিক আছে–আমাকে এক-দুদিন সময় দিন। দেখি ওটা ম্যানেজ করতে পারি কিনা?"

এর কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা বাইরে বেরুলো। তারপর লোলা উঁকি দিলো মাথা ফিরিয়ে। "আপনি আমার সাথে অত্যন্ত ভালো আচরণ করছেন। জানি না, কেন আপনাকে এসব হাবিজাবি ব্যাপারে বিরক্ত করছি।"

"ঠিক আছে, মিস নার্ডলিঙ্গার, আপনাকে সাহায্য করতে–"

"যদি চান আপনি আমাকে তুমি বলে ডাকতে পারেন।"

"ধন্যবাদ। যেকোনো প্রয়োজনে চলে আসবে।"

"এটাও কিন্তু সিক্রেট।"

"হ্যাঁ, আমি জানি।"

"আমি আপনার কাছে ভয়ানক কৃতজ্ঞ, মি. হাফ।"

"থ্যাংক্স...লোলা।"

*

BanglaBook.org

অ্যাক্সিডেন্ট পলিসিটা কয়েকদিন পরে এলো। তার মানে আমাকে মি. নার্ডলিঙ্গারের কাছে চেক নিতে হবে। আর সেদিনই নিতে হবে যেন তারিখটা একই হয়। ব্যাপারটা বুঝতেই পারছেন, আমি তাকে অ্যাক্সিডেন্ট পলিসিটা দিচ্ছি না। ওটা ফিলিসের কাছে যাবে, ও পরে এটা তার সেফ ডিপোজিট বক্সে রেখে দেবে। আর আমি নার্ডলিঙ্গার সাহেবকে এ নিয়ে কিছু বলব না। কিন্তু ঠিক এই পলিসিটার মূল্যের একটা চেক লাগবে তার নিজের স্বাক্ষর করা, যেন কোম্পানি থেকে পরে খোঁজ চালালে দেখা যায়, সে নিজেই টাকাটা দিয়েছে। ওরা যদি আমার ওপর সন্দেহ করে, তাহলে আমার ফাইলে যে দরখাস্তগুলো আছে সেগুলোও খতিয়ে দেখবে। আবার, আমি তার অফিসে কী কারণে কয়বার গিয়েছি ঘেটে দেখবে সেগুলোও।

আমি নার্ডলিঙ্গার সাহেবের কাছে বেশ চিন্তিত হয়ে গেলাম। তার ঘরের দরজাটা লাগিয়ে তার সামনে গিয়ে বসলাম একদম। "মি. নার্ডলিঙ্গার, আমি একটা ফাঁকে পড়েছি, আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?"

"আগে ভাগেই তা কী করে বলি? আমি তো ঠিক জানি না। কী হয়েছে?" সে ব্যাপারটার একটা আভাস চায়, আমিও তাকে ব্যাপারটার একটা আভাস দিলাম। "হয়েছে বেশ খারাপ।"

"মনে হয় আপনি আমাকে বলতে পারবেন।"

"ইন্স্যুরেন্সটার জন্য আমি আপনার কাছে খুব বেশি টাকা নিয়ে ফেলেছি। ওই অটোমোবাইল সংক্রান্ত ব্যাপারটায়।"

সে হাসতে হাসতে ফেটে পড়লো। "এই এটুকুই? আমি মনে করেছি আপনি টাকা ধার চাইতে এসেছেন।"

"আরে না। ওরকম কিছু না। তবে ব্যাপারটা খুব খারাপ–আমার দৃষ্টিকোণ থেকে।"

"আমি কি টাকা ফেরত পাচ্ছি?"

"কেন নয়? অবশ্যই।"

"তাহলে এটা ভালোই–আমার দৃষ্টিকোণ থেকে।"

"ব্যাপারটা অত সহজ নয়। আর এটাই হচ্ছে সমস্যা, নার্ডলিঙ্গার সাহেব। একটা বোর্ড আছে আমাদের ব্যবসায়, গলা-কাটা রেট থামানো এবং প্রত্যেক কোম্পানি তাদের গ্রাহকদের সঠিক রেট চার্জ করছে কিনা–সেটা দেখার জন্য এই বোর্ডটা তৈরি করা। আর আমি সেই বোর্ডকে নিয়ে একটা ফ্যাসাদে পড়ে গেছি। কারণ সম্প্রতি তারা একটা নিয়ম করেছে। কোনো এজেন্ট ভুল-ভাল চার্জ করেছে এমন প্রত্যেকটা অভিযোগ নাকি তারা তদন্ত করবে, বুঝতেই পারছেন, তাতে কী হবে আমার অবস্থা? আর একভাবে আপনার অবস্থাও খানিকটা খারাপ হবে। কারণ তারা প্রায় পনেরোটা শুনানি করবে আমার। সাথে সাথে আপনাকেও জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে আপনার নাম ভুলিয়ে ছাড়বে। আর এতসব কিছুর কারণ–ভুল করে সেদিন রাতে ভুল রেট দেখে আপনাকে চার্জ করে ফেলা। তাও আজকে সকালের আগ পর্যন্ত সেটা আমার চোখেই পড়েনি। এ মাসের হিসেবগুলো মেলাতে গিয়ে ব্যাপারটা চোখে পড়ে আমার।"

"তো আপনি আমাকে কী করতে বলছেন?"

"অবশ্য এটা ঠিক করার একটা উপায় আছে। আপনার আগের চেকটা ইস্যু করা হয়ে গেছে, তার কিছু করা যাবে না। কিন্তু আপনি যদি চান আমি টাকাটা ক্যাশে ফেরত দেই, তাহলে এই যে এখানে–আশি ডলার–পুরোটাই

BanglaBook.org

আমার কাছে আছে। এখন আপনি আমাকে ঠিক অংকের আরেকটা নতুন চেক দিন–ঊনষাট ডলার–তাহলে ব্যাপারটা চুকে যাবে। তাদেরও আর কিছু তদন্ত করার থাকবে না।"

"মানে কী বলছেন? কীভাবে ব্যাপারটা চুকে যাবে?"

"আচ্ছা, তাহলে দেখুন, মাল্টিপল-কার্ড বুককিপিং ব্যবস্থায়–আহ, এই ব্যাপারটা এতই জটিল যে, আমি নিজেও এটা পুরোপুরি বুঝি না। যাইহোক, আমাদের ক্যাশিয়ার আমাকে এটা বলেছে। এভাবে হলে নাকি কাজ হবে।"

"ও আচ্ছা।"

সে জানালার দিকে তাকালো। আমি দেখলাম তার চোখে কেমন কৌতুকের ছটা। "ঠিক আছে। অবশ্যই। আমার না করার কোনো কারণ দেখি না।" বলল সে।

আমি তাকে নগদ টাকা দিয়ে চেকটা নিলাম। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা মিথ্যে ছিল। আমাদের একটা বোর্ড আছে বটে, কিন্তু এজেন্টদের ভুল-টুল নিয়ে সেটা তেমন একটা মাথা ঘামায় না। শুধু রেট ঠিক করে দেয়। মাল্টিপল-কার্ড বুককিপিং ব্যবস্থা বলে কিছু আছে কিনা তাও জানি না, আবার আমি আমাদের ক্যাশিয়ারের সাথেও কথা বলিনি। আমি শুধু ভেবে বের করেছি, আপনি যখন কাউকে তার ভাবনার চেয়ে বিশ বাক বেশি দিতে চাইবেন, আপনি কেন তা তাকে দিতে চাচ্ছেন তা নিয়ে তেমন একটা প্রশ্ন করবে না।

আমি স্রেফ ব্যাঙ্কে গিয়ে তার আগের চেকটা ভাঙ্গিয়েছি। আমি এটাও জানতাম কী লেখা ছিল চেকটায়, শুধু 'ইন্সুরেন্স' কথাটা। তারপর টাকা এনে তাকে ফেরত দিয়েছি আর আমি যা চাই, তা বাগিয়ে নিয়েছি। এতে তেমন ঝামেলা করতে হয়নি।

*

এর দুদিন পর ওই লোলা আর সাচেটি ওদের লোন নিতে এলো। যখন আমি ওদের হাতে চেকটা দিলাম, ঘরের মাঝে একরকম নেচেই ফেললো মেয়েটা। "নিনোর পেপারের একটা কপি দেখবেন?"

"কেন..." একটু দ্বিধা হলো, কিন্তু বললাম, "দেখলে অবশ্য ভালোই লাগবে।"

BanglaBook.org

"এটার নাম 'নিম্ন-মানের স্বর্ণ আকরিকে কলয়েড বিজারনের সমস্যা'।"

"আমি পড়ে দেখবো।"

"মিথ্যুক...আমি জানি, আপনি ওটা খুলেও দেখবেন না।"

"যতটুকু বুঝতে পারব, অবশ্যই পড়বো।"

"যাইহোক, আপনি ওর স্বাক্ষর করা একটা কপি পাবেন।"

"থ্যাঙ্কস।"

"গুড বাই। মনে হয় আপনি ক্ষণিকের জন্য আমাদের কাছ থেকে রেহাই পেলেন।"

"হয়তোবা।" বলে ছোট্ট করে হাসলাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৪

আপনাদের এতক্ষণ যা কিছু বলেছি, তার সবটাই শীতকালের শেষের দিকে হয়েছিল, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। অবশ্য ক্যালিফোর্নিয়ার ফেব্রুয়ারি অন্য সব মাসের মতোই। তবে যাইহোক, অন্য জায়গায় এ সময় শীতকালই চলতো। তবে তখন থেকেই, বিশ্বাস করুন, বসন্তের পুরোটা সময় আমার তেমন একটা ঘুম হয়নি। আপনিও এমন একটা কাজ শুরু করে দেখুন। তখন যদি মাঝরাতে বারবার ভয়ানক সব স্বপ্ন দেখে আপনার ঘুম ভেঙে না যায়, স্বপ্নে যদি না দেখেন আপনার ভুলে যাওয়া ছোট্ট কোনো কাজের জন্য আপনি ধরা খেয়েছেন, তাহলে মানতে হবো, আপনি আমার চেয়ে ভালো চাপ সহ্য করতে পারেন। তার ওপর আবার একটা জিনিস এখনও মাথায় আসেনি, লোকটাকে ট্রেনে ওঠাবো কীভাবে? কাজটা কঠিন। ভাগ্য যদি আমাদের সমান্যতম সহায় না হয়, আমরা কখনওই পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন করতে পারব না। ভ্রমণের বা যাত্রার কথা দূরে থাক, এমন অনেক লোক আছে যারা কখনও ট্রেনেই ওঠেনি। সব জায়গায় তারা গাড়িতে করেই যায়। নার্ডলিঙ্গার সাহেবও এমনই একজন লোক। চলাফেরা করলে গাড়িতেই করে। তার মতো একজন লোককে একবার হলেও কীভাবে ট্রেনে ওঠানো যায়, তা বেশ কয়েকবার আমাদের মাথা ব্যথার কারণ হয়েছে।

তবে চিন্তার সূতোয় একটা ব্যাপার আমাকে অসংখ্যবার ঘামিয়েছে। আর তা হলো, আমি যখন তার কাছে পরের চেকটা নিতে যাই, সেই সময়কার কৌতুকপূর্ণ অভিব্যাক্তিটা। এর পেছনে একটা কারণ আছে। আমার বেগতিক অবস্থা দেখে সে যেরকম আমোদ পেয়েছে, তাতে ভয় পাচ্ছিলাম, অন্য কারও সাথে আবার গল্প না করে বসুক। আমি যখন তার কাছ থেকে চলে এলাম, সে যদি তখন তার সেক্রেটারিকে এর সামান্যতমও বলতো, তাহলে খুব সমস্যা হয়ে যেতো। আমি পরে যে গল্প বা অজুহাতই শোনাতাম না কেন খারাপ হতো ব্যাপারটা।

পরে অবশ্য ফিলিস আমাকে এ সম্পর্কে যে কথা শুনিয়েছে, তাতে খানিক স্বস্তি পেয়েছি। সে তার গাড়ি ইন্স্যুরেন্সের টাকা তার কোম্পানি থেকে

BanglaBook.org

নিয়েছিল, ব্যয়ের আওতায়। আর আমি যখন আমার প্রস্তাব নিয়ে যাই, ততদিনে তার সেক্রেটারি ওটাকে ইস্যু করে ফেলেছে। তারপরও সে যদি আমার মতো ব্যাপারটাকে ঠিক করতে চাইতো, বাতিল দেখানোর জন্য তার প্রথম চেকটা লাগতো। কিন্তু সেটা নেই। এজন্য সে নিজের সেক্রেটারির কাছে মুখ বন্ধ রেখেছে, নিজের পকেটে কুড়ি ডলারের বাড়তি অংকটা নিয়েছে চুপচাপ। যেকোনো বুদ্ধিমান লোকই এটা করতো। সেও তাই করে মুখে কুলুপ এটে থেকেছে। এমনকি লোলাকেও বলেনি কথাটা। তবে, কারও কাছে তো দেখাতে হতো সে কত চালাক, এজন্য ফিলিসকে বলেছে।

আরেকটা বিষয় আমাকে ভাবনায় ফেলেছে। সেটা আমি নিজেই। আমি ভয় পেয়ে গেলাম আমার কাজে আবার ঢিল না পড়ে যায়, তাহলে হয়তো কোম্পানিতে আমাকে নিয়ে কথা হবে। ওরা অবাক হয়ে হয়তো ভাববে, কেন আমি ঢিলেমি করছি? সেটা আমার জন্য ভালো হবে না–পরের কথাই বলছি–ওরা যখন সবকিছু নিয়ে চিন্তা করবে। এর মানে, কাজটা হতে হতে আমাকে ইন্স্যুরেন্সও বেচতে হবে।

আমি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এমন মনে হলো যেন আগে কখনও ইন্স্যুরেন্স বেচিনি। সামান্যতম সুযোগ থাকলেও ইন্স্যুরেন্স কিনতে আমি যেভাবে মানুষকে পীড়াপীড়ি করলাম, সেটা বেশ লজ্জাজনক। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, মার্চের মধ্যে আমার ব্যবসায় দ্বারো শতাংশ উন্নতি হলো, লাফিয়ে সেটা আরও দুই শতাংশ বাড়লো এপ্রিলে, আর মে মাসে যখন গাড়ি-টাড়ি নিয়ে টানাটানি বেড়ে গেল, উন্নতিটা গিয়ে দাঁড়ালো আরও সাত শতাংশে। এমনকি আমি আমার কোম্পানির জন্য সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি ব্যবসায়ীদের বড় একটা সিন্ডিকেটেও জড়িয়ে গেলাম। ওটা কাজে লাগলো। কোম্পানির খাতায় আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতো কিছু থাকলো না। বরং এ বসন্তে আমি ওদের প্রিয় পাত্র হয়ে গেলাম। ওরা আমাকে বেশ কদর করতে লাগলো।

*

"ও ওর ক্লাসের রিইউনিয়নে যাবে," ফিলিস শান্ত স্বরে বলল। "পালো অ্যালটোতে।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কবে?"

"জুন। এই ছ'সপ্তাহের মধ্যে।"

"এইতো। এটার জন্যই তো অপেক্ষা করছি।"

"তবে ও গাড়িতে যেতে চায়। আমাকেও ওর সাথে যেতে বলল। না গেলে আবার খুঁতখুঁত শুরু করবে।"

"আচ্ছা, শোনো? বেশি উড়বে না। উনি ক্লাস রিইউনিয়নে গেলেন না গলির ওষুধের দোকানে গেলেন তাতে আমার যায় আসে না। বউয়ের আঁচল ধরার পরিবর্তে একজন পুরুষ একাই যেতে চাইবে। তিনি শুধু বলার জন্যই বলেছেন। তুমি এমনভাবে কথা বলো যেন তার ক্লাস রিইউনিয়নে তোমার কোনো আগ্রহ নেই। তাহলেই দেখবে উনি মেনে নেবেন। এত সহজে মেনে নেবেন যে, তুমি অবাক না হয়ে পারবে না।"

"তাহলে তো ভালোই হবে।"

"এখন ভালো হবে বলছো। কিন্তু তখন আর ভালো লাগবে না।"

শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাই হলো ঘটনাটা।

তবে পুরো একটা সপ্তাহ জুড়ে ফিলিস চেষ্টা চালালো, ওর স্বামী যাতে গাড়িটা না নেয় এবং শেষমেষ ব্যর্থ হলো। "ও বলছে, ওর নাকি গাড়িটা লাগবেই।" আমাকে বলল ও। "ওর অনেক জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে। পিকনিক আর হাবিজাবি কীসব। এখন যদি এ গাড়িটা না হয়, তো অন্য একটা গাড়ি ভাড়া নিতে হবে। তাছাড়া, ও ট্রেন পছন্দ করে না। ওর নাকি মাথা ঘোরে।"

"তুমি কী কিছু একটা করতে পারবে?"

"করেছি। যা যা করতে পারি করেছি। তারপরও ওর মন পাল্টায়নি। এমনকি আমি এমন কাজও করেছি যে, লোলা আর আমার সাথে কথা বলছে না। মেয়েটা মনে করছে, এটা আমার স্বার্থপরতা। যাইহোক, আমি নাহয় আবার চেষ্টা করবো, কিন্তু–"

"হায় ঈশ্বর, না।"

"আমি কাজটা করতে পারব।" বেশ জোর দিয়ে বলল ও। "ও যাওয়ার আগের দিন গাড়িটা নষ্ট করে ফেললাম? ইঞ্জিনে কিছু একটা ঝামেলা করে দিলাম বা ওরকম কিছু যাতে গাড়িটাকে মেকানিকের কাছে নিতে হয়? তখন তো ওকে ট্রেনে যেতে হবে।"

BanglaBook.org

"অমন কিছু কখনওই না। ওটার কাছাকাছিও না। প্রথমত, তুমি যদি ওরকম মরিয়া আচরণ করে ফেলো, ওরা কিছু একটা আঁচ করবে। আর বিশ্বাস কর, লোলার মুখ থেকে পরে আর কথা বের করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, গাড়িটা আমাদের লাগবে।"

"ওটা আমাদের লাগবে?"

"হ্যাঁ, দরকার আছে ওটার।"

"আমি এখনও বুঝিনি–আমরা কী করতে যাচ্ছি?"

"বুঝবে। বোঝার জন্য অনেক সময় আছে। কিন্তু গাড়িটা থাকতে হবে। তোমার আর আমার দুটো গাড়িই লাগবে। যাই করো না কেন, গাড়িটা নিয়ে উল্টা-পাল্টা কিছু করো না। গাড়িটা যেন একদম অক্ষত থাকে।"

"ট্রেনের বুদ্ধিটা বাদ দিলে হয় না?"

"শোনো, করলে ট্রেনেই করবো, নয়তো না।"

"আচ্ছা-বাবা-আচ্ছা। অত কঠিন করে বলতে হবে না।"

"ছিঁচকে চোরের মতো কিছু করায় আমার আগ্রহ নেই। কিন্তু এটা...এটার জন্যে আমি যা যা করা লাগে করবো। পুরোটা দিয়ে দেবো আমার।"

"আমি শুধু ভাবছিলাম।"

"ভাবা-টাবা বন্ধ করো।"

BanglaBook.org

*

দু-তিনদিন পর ভাগ্য আমাদের সহায় হলো। বিকেল চারটার দিকে ও আমাকে অফিসে ফোন করল। "ওয়াল্টার?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কি একা আছো?"

"একা থাকা কি জরুরি?"

"হ্যাঁ, খুব জরুরি। একটা ঘটনা ঘটেছে।"

"আমি বাড়ি যাচ্ছি। আধা ঘন্টা পর কল করো।"

আমি একাই ছিলাম। তারপরও ঝুঁকি নিলাম না, কারণ ফোনটা সুইচবোর্ড হয়ে আসে। তাই বাড়ি গেলাম। পৌছাবার কয়েক মিনিট পর ফোনটা বেজে উঠলো। "পালো অ্যালটোর ট্রিপ ক্যান্সেল। ওর পা ভেঙেছে।"

"কী!"

"আমিও এখন পর্যন্ত জানতাম না, ওর পা ভেঙেছে। ও একটা কুকুর চড়াচ্ছিলো বোধহয়, এক প্রতিবেশীর কুকুর। কুকুরটা একটা খরগোশের পেছনে দৌড়াচ্ছিলো। তখনই কুকুরটার সাথে দৌড়াতে পিছলে পড়ে ওর পা ভেঙে যায়। ও এখন হাসপাতালে। লোলা আছে ওর সাথে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে ওকে বাড়িতে আনা হবে।"

"মনে হচ্ছে সব ভেস্তে গেল।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

*

পরে যখন রাতের খাবার খাচ্ছি, ব্যাপারটা তখন আমার মাথায় এলো। ঘটনাটা সব ভেস্তে না দিয়ে বরং হয়তো সবকিছু ঠিক করে দিয়েছে। ফিলিস আজ রাতে আসবে কিনা ভাবতে ভাবতেই বসার ঘরে বোধহয় তিন মাইল হাঁটাহাঁটি করলাম। তারপর দরজার বেল বাজলো।

"আমার হাতে সময় খুব অল্প। ওর পড়ার জন্য কিছু কিনতে আমার এখন বুলেভার্দে থাকার কথা। আমার খুব কান্না পাচ্ছে। কেমন করে কী হয়ে গেল?"

"শোনো ফিলিস, মন খারাপ করো না। ভাঙাটা কেমন? মানে বলছি, খুব খারাপ?"

"ওর গোড়ালির কাছে ভেঙে গেছে। তেমন একটা খারাপ না।"

"তার পা টাকে কি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে?"

"না। তবে পায়ের ওপর একটু ওজন রাখা হয়েছে। এক সপ্তাহের ভেতর সেটা সরিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু ও হাঁটতে পারবে না। একটা কাস্ট পরতে হবে অনেক দিনের জন্যে।"

"উনি হাঁটতে পারবেন।"

"তোমার তাই মনে হয়?"

"যদি তুমি তাকে ওঠাও।"

"কী বলছো, ওয়াল্টার?"

"যদি তুমি তাকে ওঠাও, তাহলে তিনি ক্রাচের সাহায্যে উঠতে পারবেন।

BanglaBook.org

কারণ একটা পা কাস্টে নিয়ে উনি গাড়ি চালাতে পারবেন না। তাকে ট্রেনেই যেতে হবে। ফিলিস, আমরা এটাই আশা করছিলাম।"

"তাই মনে হচ্ছে তোমার?"

"আর আরও একটা ব্যাপার আছে। বলেছিলাম তোমাকে। উনি ট্রেনে উঠলেও ট্রেনে উঠবেন না। আবার আইডেন্টিফিকেশনের একটা ব্যাপার আছে, আছে না? ক্রাচদুটো আর কাস্ট করা পা–যেকোনো মানুষের পাওয়া সবচেয়ে ভালো আইডেন্টিফিকেশন। ও হ্যাঁ, তোমাকে বলে রাখছি। যদি তুমি তাকে বিছানা থেকে তুলতে পারো, ভাবাতে পারো তার ওপর দিয়ে যা গেল, তার একটা ছুটি হিসেবেই ট্রিপটা তার নেওয়া উচিত–আমরা পারব। আমি অনুভব করতে পারছি। আমরা পারব!"

"কাজটা কিন্তু বিপজ্জনক।"

"এতে বিপদের কী দেখলে?"

"মানে বলছি, পা ভাঙার মতো একটা কেসকে অত তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নামানো। আমি একসময় নার্সের কাজ করতাম, তাই জানি। এতে ওর ভাঙা পা-টা খাটো হয়ে যেতে পারে। একটা পা তখন আরেকটা পা থেকে ছোট হয়ে যাবে।"

"ওটা কি তোমাকে ভাবাচ্ছে?"

বুঝতে এক মিনিট লাগলো ওর। একটা পা আরেকটা থেকে খাটো হয়ে যাবে, এটা ওর ভাবনার কোনো কারণই না।

কারণ, লোকটা আর জীবিত থাকবে না।

BanglaBook.org

*

এরপর, 'ডেকোরেশন ডে'-তে আমার কাছে একটা বড়সড়ো খাম এলো। তার ওপর 'ব্যক্তিগত' কথাটা উল্লেখ করা। সেটা খুলে একটা বুকলেট পেলাম। তার শিরোনাম, "খনিজ স্বর্ণে কলয়েড-সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি সংক্রান্ত পরীক্ষা।" ভেতরে একটা কথা বলা, "মি. ওয়াল্টার হাফের কাছে, পুরোনো উপকারের স্বীকৃতি স্বরূপ–বেনিয়ামো সাচেটি।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে সেটাকে তুলে রাখলাম।

অধ্যায় ৫

নার্ডলিঙ্গার সাহেবের ট্রেন রাত ৯:৪৫ এ ছাড়ার কথা। বিকেল চারটার দিকে আমি গাড়ি চালিয়ে সান পেড্রো স্ট্রিটে গেলাম। কর্মীদের দায়-দায়িত্ব নিয়ে কথা বললাম সেখানকার এক ওয়াইন কোম্পানির ম্যানেজারের সাথে। আগস্টের আগে লোকটার সাথে কথা বলার কোনো সুযোগ ছিল না। আঙুরের চালান এসে যখন ফ্যাক্টরিটা চালু হলো, আমি তার সাথে কথা বলার একটা সুযোগ পেলাম। তখনও কেন সে আমাদের সাথে জড়াতে প্রস্তুত নয়, সেটা সে আমার কাছে ব্যাখ্যা করল, তবুও আমি একবার চেষ্টা করে অফিসে ফিরে গেলাম।

আমার একটা কার্ড দিয়ে এসেছি লোকটাকে। কার্ডটার বদৌলতে তারিখটা চিহ্নিত থাকবে; আর সেটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। এরপর কয়েকটা কাগজে সই করে সাড়ে পাঁচটা বাজতে বাজতে অফিস থেকে বের হয়ে গেলাম। বাড়িতে পৌছোলাম ছয়টার দিকে। ততক্ষণে ফিলিপিনো ছোকরাটা রাতের খাবার বেড়ে দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কথাটা আমার মাথাতেই ছিল। আজ তেসরা জুন, পহেলা জুনেই তাকে আমার বেতন দেবার কথা, কিন্তু এ দুদিন ধরে এমন একটা ভান করছিলাম, যেন ব্যাংকে গিয়ে তার মাইনেটা আনতে একেবারেই ভুলে যাচ্ছি। যদিও আজ দুপুরে বাসায় এসে লাঞ্চ করার সময় বেতনটা দিয়ে দিয়েছি ছেলেটাকে। তাই তার কাছে খুব বেশি রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনো কারণ নেই। তড়িঘড়ি করে বাইরে গিয়ে টাকাটা খরচ করতে পারলেই যেন বাঁচে সে! আমি তাকে বলেছি, ঠিক আছে, রাতের খাবারটা আগেভাগেই দিয়ে যেখানে ইচ্ছা সে যেতে পারে, আমার কোনো আপত্তি থাকবে না।

আমি হাত মুখ ধুতে না ধুতেই ছেলেটা এক বাটি সুপ এনে টেবিলের ওপর রাখলো। তার যতটুকু পারলাম, খেলাম। সে আমাকে স্টেক, আলু ভর্তা, মটরশুটি ও গাজর খেতে দিলো। ফলের একটা ডেজার্টও এনে দিলো খাওয়া শেষে। আমি বেশ নার্ভাস হয়ে আছি। খাবারগুলো ঠিকমতো চিবুতেও পারছি না। তারপরও কী করে কী করে জানি সবটুকু গলা দিয়ে নেমে গেল।

BanglaBook.org

এরপর সে যখন এঁটো বাসনপত্রগুলো ধুয়ে ক্রিম রঙা একটা প্যান্ট, সাদা জুতা-মোজা, সাদা শার্ট ও একটা খয়েরি কোট গায়ে চাপিয়ে তার প্রেয়সীর সাথে বাইরে যেতে প্রস্তুত, আমি তখন আমার কফিটুকুও শেষ করতে পারিনি।

ছেলেটা হলিউড অভিনেতাদের মতো করে সেজে পৌনে সাতটার সময় বের হয়ে গেল। যাবার সময় আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমার জন্য আরও কিছু করতে হবে কিনা। আমি তখন কাপড় ছাড়তে ছাড়তে ভান করলাম যে, বিছানায় যাচ্ছি। তাকে বললাম একটা কলম আর কিছু কাগজ দিয়ে যেতে। ঘুমোবার আগে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি কিছু নোট টুকবো। বিকেলে কথা বলে আসা একটা লোকের জন্য গুছিয়ে নেবো ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা। আপনিও স্বাভাবিকভাবে করতেন এটা, তথ্যগুলোকে সংরক্ষণ করে আপনার ফাইলে রেখে দিতেন। আমিও তাই আজকের তারিখে কিছু নোট নিয়ে নিলাম।

তারপর আমি নিচে নেমে অফিসে ফোন করলাম। নাইট ডিউটিওয়ালা পিয়ন জো পিট ফোনটা ধরলো।

"জো পিট? আমি ওয়াল্টার হাফ বলছি।"

"জি, বলুন মি. হাফ।"

"আমার একটা কাজ করে দিতে পারবেন? একটু আমার অফিসে যান তো। টেবিলের ওপর একটা রেট বুক আছে। চামড়ার মোলাট, খোলা পাতা, উপরের মোলাটে সোনালি হরফে আমার নাম আর তার নিচে 'দরবহি' কথাটা লেখা। ওটাকে আমি বাড়িতে আনতে ভুলে গেছি। এখন ওটা আমার দরকার। আপনি কি ওটা নিয়ে কারও দ্বারা পাঠিয়ে দিতে পারবেন, এখনই?"

"ঠিক আছে, মি. হাফ। আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

*

পনেরো মিনিট পর সে আবার ফোন করে বলল ওটা পায়নি। "আমি সারা টেবিলে খুঁজে দেখেছি, মি. হাফ। আপনার রুমের এখানে ওখানেও দেখেছি। ওরকম কোনো বই-ই নেই।"

"নেটি নিশ্চয়ই লক করে রেখেছে।"

"আপনি চাইলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারি, সে ওটা কোথায় রেখেছে।"

BanglaBook.org

"লাগবে না, ওটা অত জরুরি দরকারও নয়।"

"আমি দুঃখিত, মি. হাফ।"

"সমস্যা নেই, এটা ছাড়াই কাজ চালাতে হবে।"

রেট বুকটাকে আমি এমন এক জায়গায় রেখেছি যেখানে সে কখনওই খুঁজে পেতো না। কিন্তু আজ রাতে আমাকে বাসায় কল করা একজন ব্যক্তি সে। তার কাছে–আমি বাসায় বসে কঠোর পরিশ্রম করছি। তারিখটা মনে রাখাতে তাকে অন্য কিছু বলারও প্রয়োজন নেই। একটা খাতায় তার সব লিখে রাখতে হয়। শুধু তারিখই না, সময়ও নির্দিষ্ট করে সবকিছুর হিসেব রাখতে হয়। সে কী করল না করল, তার সবকিছুই লিখে রাখতে হয় সেখানে।

আমি আমার ঘড়িটা দেখলাম। সাতটা বেজে আটত্রিশ মিনিট।

*

পৌনে আটটার সময় আবার ফোনটা বেজে উঠলো। ফিলিস ফোন করেছে। "নীল।" বলল ও।

"নীল? আচ্ছা।"

নিশ্চিত করার জন্য একটা কল। নীল রঙের স্যুট পড়েছে মি. নার্ডলিঙ্গার। আমরা আগে থেকেই প্রায় নিশ্চিত ছিলাম, নীল স্যুট পরবে লোকটা। কিন্তু আমাকে নিশ্চিত হতে হতো। এজন্যেই ফিলিস দোকান থেকে একটা অতিরিক্ত টুথ ব্রাশ কেনার বাহানায় বের হয়ে ফোন দিয়েছে। ট্রেস হবার কোনো ভয় নেই। ওর বাড়ির ডায়াল কলে রেকর্ড নেই কোনো।

ও ফোন রাখার সাথে সাথেই পোশাক পরে নিলাম। আমিও একটা নীল স্যুট চাপালাম গায়ে। তবে তার আগে আমি আমার পা-টাও মুড়িয়ে নিলাম। গজ কাপড়ের মোটা ব্যান্ডেজ পরে আঠালো টেপ প্যাঁচালাম তার ওপর। দেখতে এটাকে ভাঙা পায়ে প্লাস্টারের মতোই মনে হচ্ছে, কিন্তু আসলে নয়। চাইলে দশ সেকেন্ডের মধ্যে কেটে সবকিছু আবার আগের মতো করে ফেলতে পারব।

এরপর জুতা পরলাম। ইচ্ছে করেই ফিতেগুলো বাঁধলাম না বললেই চলে। তার মতো একটা হর্ন-রিম চশমা দেখে সাথে নিলাম। আমার পকেটে

BanglaBook.org

রইলো সেটা। আটান্ন ইঞ্চির হালকা কটন রশি রোল করে নিলাম। সাথে আমার বানানো একটা দন্ড, মাথায় হুক। তবে লোহার রডের চেয়েও শক্ত।

এসবের কারণে আমার কোটটা ফুলে উঠলো।

আমি গা করলাম না।

*

ন'টা বাজার বিশ মিনিট আগে আমি নেটিকে কল দিলাম। "আমি চলে আসার আগে কি তুমি আমার রেটবুকটা দেখেছো?"

"দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না, মি. হাফ।"

"আমার ওটা দরকার। অথচ মনে পড়ছে না ওটা দিয়ে কী করে বসলাম।"

"মানে বলছেন, আপনি ওটা হারিয়ে ফেলেছেন।"

"জানি না। জো পিটকে ফোন করেছিলাম। সে বলল, সে ওটা খুঁজে পায়নি। আর আমার কল্পনাতেও আসছে না জিনিসটা দিয়ে আমি কী করেছি?"

সম্ভবত একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো নেটি। "আপনি চাইলে আমি একবার দেখে আসতে পারি। যদি পাই?"

"দরকার নেই। অত জরুরিও নয়।"

"আমি দেখিনি অবশ্য, মি. হাফ।"

"ঠিক আছে। সমস্যা নেই।"

নেটি বারব্যাঙ্কে থাকে। কলটা টোল করে করা। আমি যে ৮:৪০ এ কল করেছি, এটা রেকর্ডে সংরক্ষিত থাকবে। সে ফোনটা ছাড়লো। আমি সাথে সাথে একটা ভিজিটিং কার্ড নিয়ে ফোনের বেল বক্সটায় রেখে দিলাম, যাতে করে কেউ ফোন করলে ফোনটা বাজার ভাইব্রেশনে কার্ডটা নিচে পড়ে থাকে। তারপর কিচেনে থাকা ডোরবেল এর বক্সটাতেও একই কাজ করলাম। প্রায় দেড় ঘন্টা হয়তো বাইরে থাকবো। এর মধ্যে ফোনটা বা বাসার ডোরবেল বাজলো কিনা, সেটা আমার জানা থাকতে হবে। যদি বাজে, তাহলে সে সময়টা আমি বাথরুমে গোসল করছিলাম বলে বলব। দরজা বন্ধ করে পানি ছাড়া ছিল জন্য আওয়াজগুলো কানে যায়নি।

তবে ব্যাপারটা আমার জানা থাকতে হবে।

BanglaBook.org

*

কার্ডগুলো জায়গা মতো রাখার পর আমি দ্রুত আমার গাড়িতে উঠে বসলাম। এরপর রওনা দিলাম হলিউডল্যান্ডের দিকে। আমার বাড়ি থেকে জায়গাটা মিনিট কয়েকের দূরত্বেই।

পৌছে মূল রাস্তায় গাড়িটা পার্ক করলাম। যেখানে পার্ক করলাম, সেখানটা আমার বাড়ি থেকে মিনিট দুয়েকের পথ। তারপর আমি কিছু দূর হাঁটলাম। আমাকে এমন একটা জায়গায় আসতে হতো–যেখানে একটা গাড়ি কারও মনোযোগ আকর্ষণ করবে না এবং আমাকে যেন খুব বেশি দূর যেতে না হয় যাতে একটু বেশি করে হাঁটার প্রয়োজন পড়ে। এ পা-টা নিয়ে যত কম হাঁটা যায়, ততই ভালো।

বাড়ি থেকে মোটামুটি দূরত্বে রাস্তার মোড়টায় একটা বড়সড়ো গাছ। আশেপাশে দৃষ্টিসীমায় কোনো বাড়ি চোখে পড়ে না। আমি সেটার পেছনে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঘড়ি ধরে ঠিক দুটো মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। কিন্তু মনে হলো যেন পুরো একটা ঘন্টা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর আমি জ্বলজ্বলে হেডলাইটগুলো দেখলাম। গাড়িটা এই মোড়ে চলে এলো। গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে ফিলিসকে দেখতে পেলাম। তার পাশে মি. নার্ডলিঙ্গার একহাতে ক্রাচদুটো ধরে আরেক হাতের কনুই জানালার ধারে তুলে দিয়েছে।

গাড়িটা গাছটার কাছে এসে থেমে গেল। এটা ওকে আগে থেকেই বলে রাখা। পরের অংশটা একটু কৌশলের। সেটা হচ্ছে একমুহূর্তের জন্য নার্ডলিঙ্গার সাহেবকে বাইরে আনা, যেন আমি তার চোখের আড়ালে লাগেজ-ব্যাগের ভেতর গাড়ির পেছনের সিটে উঠে পড়তে পারি। সে যদি সুস্থ অবস্থায় থাকতো তাহলে খুব একটা সমস্যা হতো না। কিন্তু এখনকার অবস্থায়–সে যখন সব গুছিয়ে নিয়ে একবার বসেছে এবং একজন সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ আছে তার পাশে–তাকে বাইরে আনাটা একটা জলহস্তিকে নড়ানোর চেয়ে কম নয়।

আমার কথামতো ফিলিস প্রথম কথাটা বলে উঠলো। "আমি আমার পার্সটা পাচ্ছি না।"

"তুমি ওটা সাথে নাওনি?"

"মনে হয় তো নিয়েছিলাম। একটু পেছনের সিটে দেখো তো।"

BanglaBook.org

"না, ওখানে নেই। ওখানে সব আমার জিনিস।"

"আমি ভেবে পাচ্ছি না ওটাকে কী করলাম।"

"হয়েছে, বাদ দাও, আমাদের দেরি হয়ে যাবে। এই নাও একটা ডলার। ওটার জন্য যথেষ্ট।"

"আমি নিশ্চয়ই ওটা বসার ঘরের সোফায় ফেলে এসেছি।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি ওটা বসার ঘরের সোফায় ফেলে এসেছো। এখন টান দাও।"

ও অংশটায় আসছে, প্রায় চল্লিশবার আমি ওকে অংশটা প্রাকটিস করিয়েছি। ওর শুধু মি. নার্ডলিঙ্গারকে বলতে হবে, সে যেন গাড়ি থেকে নেমে ওটা নিয়ে আসে। আমি শেষমেষ ওর মাথায় ব্যাপারটা ঢুকিয়েছি যে, ও যদি ওটা করে, তবে মি নার্ডলিঙ্গার ওকে জিজ্ঞেস করবে, ও নিজে কেন নেমে গিয়ে ওটা নিয়ে আসছে না? তাতে তার ক্রাচ টানাটানির ঝামেলায় যেতে হবে না। আমি ফিলিসকে বুঝিয়েছি, ওর একটাই কাজ তখন। গাড়ি স্টার্ট না করে আবোল তাবোল কথা বলা। যাতে মি. নার্ডলিঙ্গার বিরক্ত হয়, সময়ের চিন্তায় অস্থির হয়ে একটা ছোট-খাটো বিপ্লব ঘটিয়ে গাড়ি থেকে বের হয়ে আসে। ফিলিস আমার কথা মতোই কাজ করে গেল, একদম শেখানো তোতার মতো।

"কিন্তু আমি আমার পার্সটা চাই।"

"কীজন্যে? এক বাক দিয়েও হবে না?"

"কিন্তু ওতে আমার লিপস্টিক আছে।"

"শোনো, ব্যাপারটা কি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছো না? আমাদের একটা ট্রেন ধরতে হবে। এটা কোনো অটোমোবাইল ট্রিপ না, বুঝেছো? যে আমরা আমাদের ইচ্ছে মতো শুরু করবো? এটা একটা ট্রেন...একটা ট্রেন। এটা নয়টা পয়তাল্লিশে যাবে মানে নয়টা পয়তাল্লিশেই যাবে। এখন কথা না বাড়িয়ে গাড়ি স্টার্ট দাও।"

"আচ্ছা, তুমি যদি ওভাবে কথা বলো..."

"কীভাবে?"

"আমি শুধু বলেছি যে আমার পার্সটা–"

মি. নার্ডলিঙ্গার বিড়বিড় করে গালির তুবড়ি ছোটালো। তার ক্রাচগুলো নাড়াচাড়ার শব্দ ভেসে এলো গাড়ির ভেতর থেকে। যখনই সে গাড়ি থেকে নেমে হুড়মুড় করে বাড়ির দিকে যেতে থাকলো, আমি সুড়ুৎ করে গাড়ির

BanglaBook.org

সামনের খোলা দরজাটা দিয়ে ঢুকে হাচড়ে পাচড়ে সিটের ওপর দিয়ে পেছনের মালপত্রের মাঝে ডুব দিলাম, যেন তাকে আবার পেছনের দরজা বন্ধের শব্দটা না শুনতে হয়। গাড়ির দরজা বন্ধের শব্দটা এমন একটা শব্দ যেটা সবসময় আপনার কানে লাগবে। আর এই শব্দ তার কানে লাগুক, আমি তা চাই না।

আমি ওখানে অন্ধকারে নিচে শুয়ে রইলাম। সিটের ওপর নার্ডলিঙ্গারের ব্যাগ আর ব্রিফকেসটা রাখা।

"ওয়াল্টার, সবকিছু কি ঠিক হয়েছে?"

"এ পর্যন্ত ঠিক আছে। লোলাকে ছাড়ালে কীভাবে?"

"ওকে ছাড়াতে হয়নি। ভার্সিটিতে ওর একটা ইনভাইটেশন ছিল। আমি ওকে সাতটার বাসে তুলে দিয়েছি।"

"ঠিক আছে। এখন গাড়ি পেছাও যাতে ওনার বেশি হাঁটতে না হয়। আর তাকে ঠান্ডা করার চেষ্টা কর।"

"ঠিক আছে।"

ও বাড়ির দরজায় গাড়িটা নিয়ে গেল। লোকটা উঠলো আবার। এরপর ও গাড়ি ছেড়ে দিলো। তবে বিশ্বাস করুন, কোনো স্বামী-স্ত্রীর ওপর আড়ি পেতে তাদের কথা শোনা খুব অদ্ভুত ব্যাপার। ও যখন লোকটাকে একটু শান্ত করল, লোকটা তখন বক বক করতে শুরু করল বেলেকে নিয়ে। আয়াটা কীভাবে ডিনার পরিবেশন করল, তাই আরকি। ফিলিস আবার তখন বেলেকে নিয়ে অভিযোগ করল অনেকগুলো বাসন ভাঙার জন্য। তারপর তারা প্রসঙ্গ বদলিয়ে কোনো এক হোব নামক লোকের গল্প শুরু করল, আর ইথেল নামের কোনো এক মহিলার। মহিলা সম্ভবত হোব লোকটার স্ত্রী। মি. নার্ডলিঙ্গার বলল, হোবের সাথে তার সব সম্পর্ক শেষ, হোবও নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পেরেছে। ফিলিসও বলল যে, ওর নাকি ইথেলকে ভালো লাগতো, কিন্তু সম্প্রতি মহিলার যেরকম চাল চলন, সেটা একেবারেই সীমা ছাড়ানো। কথা বলতে বলতে তারা বের করার চেষ্টা করল হোব আর ইথেলের কাছে তাদের ডিনারের কোনো ঋণ আছে কিনা? হিসেব করে বের করল যে, একটা আছে। তারা সেটা শোধ করে দিয়ে সবকিছু চুকিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলো। তারপর সব শেষ। যখন ওদের মনে হলো সব ঠিকঠাক ভাবা হয়ে গেছে, তারা সিদ্ধান্ত নিলো পালো অ্যাল্টোতে এখানে সেখানে যাবার জন্য লোকটা একটা ট্যাক্সি ভাড়া নেবে, তাতে যদি একটু বেশি টাকা লাগে, লাগুক। কারণ সে যদি ক্রাচ ঠেলে ঠেলে

BanglaBook.org

শামুকের মতো সবখানে যায়, তাহলে সে খুব একটা সময় পাবে না। তাছাড়া পায়ের ওপরও বেশি চাপ দেওয়া হয়ে যাবে।

উত্তরে ফিলিসও এমনভাবে কথা বলল যেন ওর মনে শুধু তার পালো অ্যাল্টো যাওয়ার কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে।

অন্য কিছু না।

সত্যিই, একজন মহিলা আসলেই অদ্ভুত একটা প্রাণি।

*

আমরা কোথায় আছি?

নিচে থেকে আমি তার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এমনকি আমার নিশ্বাস নিতেও ভয় হচ্ছে। ভয় হচ্ছে যে, লোকটা হয়তো শুনে ফেলবে। ফিলিস সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে যেন ওকে হুট করে থামতে না হয়। ট্রাফিক সিগনাল পারতপক্ষে এড়িয়ে চলছে। এমন কিছুই করছে না যাতে মি. নার্ডলিঙ্গার মাথা ঘুরিয়ে দেখে, পেছনে কী।

লোকটাও অবশ্য তাকাচ্ছে না। একটা সিগার মুখে পুড়ে সিটে হেলান দিয়ে আয়েশ করে টান দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর ফিলিস হর্ণে ছোট্ট দুটো থাবা দিলো। আমাদের আগে থেকে ঠিক করে রাখা অন্ধকার রাস্তায় যে এসে পড়েছি, ওটাই তার সিগনাল।

স্টেশনে পৌছুতে আর আধমাইল বাকি।

আমি উঠে লোকটার মুখে হাত দিলাম। তার মাথাটাকে পেছনে টান দিলাম শক্ত করে। সে দুই হাতে আমার হাতটা আকড়ে ধরলো। সিগারটা এখনও তার আঙুলে। সেটা আমার অন্য হাতটা দিয়ে নিয়ে ফিলিসের হাতে দিলাম। ভদ্র মেয়ের মতো ও সেটা নিলো। আমি এরপর একটা ক্রাচ নিয়ে নার্ডলিঙ্গারের থুতনির নিচে সজোরে বসিয়ে দিলাম। আর কী করলাম, তা আপনাকে বলব না। কিন্তু দুই সেকেন্ডের মধ্যে লোকটা তার ভাঙা ঘাড় নিয়ে সিটে নেতিয়ে পড়লো। তার দেহে কোনো চিহ্ন রইলো না। শুধু নাকের ওপর একটু ভাঁজ, ক্রাচের ক্রসপিস থেকে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

এখন আমরা পরিস্থিতিটার ঠিক সামনে, দৃঢ়তার মুহূর্ত। যেকোনো সফল খুনের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ। পরবর্তী কুড়ি মিনিট আমরা একেবারে মৃত্যুর মুখে থাকবো। এখন কী হবে তার জন্য না, কিন্তু পরে সবকিছু কীভাবে মিলে যাবে–তার জন্য।

ও সিগারটা বাইরে ফেলতো, কিন্তু আমি ওকে থামালাম। সিগারটা লোকটা বাড়িতে ধরিয়েছে। আমার এটা দরকার হবে। ও এটা আমার জন্য ধরে রাখলো। এর প্রান্তটা যতটা পারলো, মুছলো। আমি ততক্ষণে লাশটাকে দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। দড়িটাকে তার বুকের ওপর দিয়ে নিয়ে এসে বগলের নিচ দিয়ে টেনে গিঁট দিলাম পিঠের ওপর। খুব শক্ত করে বেঁধে আমার সাথে আনা হ্যান্ডেলের হুকটা ওখানে লাগিয়ে দিলাম, যাতে এর দুটো অংশই শক্ত হয়ে ওতে আটকায়। একটা লাশ নড়ানো সবচেয়ে কঠিন কাজ। তবে আমি ভেবে দেখেছি এই হুকটার কারণে কাজটা করা একটু সহজ ও দ্রুত হবে।

"আমরা এসে গেছি, ওয়াল্টার। আমি কি এখন গাড়ি থামাবো না ব্লকটা পার হয়ে যাবো?"

"এখনই থামাও। আমরা প্রস্তুত।"

ও থামলো।

জায়গাটা স্টেশন থেকে এক ব্লক দূরের একটা সাইড রাস্তা। এতে আমরা এক মুহূর্ত দেখার সুযোগ পেলাম, আমরা কোথায় পার্ক করবো। আমরা যদি স্টেশনের রেগুলার পার্কিং লটটায় পার্ক করতাম, তবে দশ ভাগের এক ভাগ সম্ভাবনা ছিল–কোনো এক ফোরম্যান এসে গাড়ির দরজা খুলে মালপত্র টানতে শুরু করবে। আর দুম! ওখানেই আমাদের ভরাডুবি হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে পার্ক করায় আমাদের সে ভয় নেই। তবে পরে কারও সামনে পড়ে গেলে ওর সাথে গজ গজ করতে শুরু করবো, ও এতদূরে গাড়ি পার্ক করে আমাকে কতটা পথ হাঁটিয়েছে! তাও আবার আমার এ অবস্থায়!

ও বাইরে বেরিয়ে ব্যাগ আর ব্রিফকেসটা নিলো। নার্ডলিঙ্গার সাহেব এমন

BanglaBook.org

একজন লোক, যে নিজের টয়লেট সামগ্রী আলাদা একটা ব্রিফকেসে নেয়, এটা ভেবে যে, যদি আবার ট্রেনে ব্যবহারের দরকার হয়। ব্যাপারটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হলো।

গাড়িটার সবগুলো জানালার কাঁচ তুলে দিলাম। হাতে ক্রাচদুটো নিয়ে বাইরে বের হলাম। ও গাড়িটা লক করল। লাশটা ওই সিটটাতেই আছে, পিঠে হুক। আমরা ওটাকে ওখানেই ছাড়লাম।

ব্যাগ আর ব্রিফকেসটা নিয়ে ও সামনে এগোলো। আমি ওকে পিছে পিছে অনুসরণ করলাম। ব্যান্ডেজওয়ালা ডান পা-টা মাটি থেকে একটু উপরে, ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। ব্যাপারটাকে এমন দেখালো যেন এক মহিলা তার পঙ্গু স্বামীকে সাহায্য করছে। আসলেই, এটা বেশ ভালো হবে। কুলি যখন ওর হাত থেকে ব্যাগটা নেবে, আমাকে তখন খুব একটা ভালো করে দেখতে পারবে না। স্টেশনের কাছাকাছি যেতেই দ্রুত এক ফোরম্যান ছুটে এলো। যা ভেবেছিলাম তাই হলো। ওর কাছ থেকে ব্যাগটা নিলো সে। আমার দিকে তেমন একটা তাকালোই না।

"সানফ্রান্সিস্কোর ন'টা পয়তাল্লিশ। সেকশন এইট। কামরা সি।" ফিলিস বুঝিয়ে দিলো।

"কামরা সিয়ের আট নম্বর। নিয়ে যাচ্ছি ম্যাডাম। ট্রেনে দেখা হবে।" বলেই ছুট দিলো ফোরম্যান।

আমরা স্টেশনের ভেতরে ঢুকলাম। আমি ওকে বললাম, আমাকে ট্রেনে উঠিয়ে দিতে। তাহলে যদি কিছু ছাড়া পড়ে, আমি ওকে বলতে পারব। চশমাটা এর মাঝেই পরে নিয়েছি। মাথার হ্যাটটাও একটু নামানো; তবে বেশি না। নিচে চোখ রাখলাম, যেন মনে হয় ভালো করে দেখে-শুনে ক্রাচ ফেলছি। সিগারটা মুখে আছে যাতে সেটা একটু হলেও আমার মুখটা ঢেকে রাখে, একটু হলেও যেন আমার মুখটা ফুলে থেকে সামান্য আলাদা দেখায়। আর সে সিগারটা এমনভাবে রাখা যেন মনে হয়, সিগারের ধোয়া আমার মুখ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছি।

স্টেশনের পেছনে ট্রেনটা একপাশে দাঁড়ানো। আমি দ্রুত বগীগুলো গুনে নিলাম। "ও মাই গড! তিন নম্বর বগী!" বগীটার সামনেই দুজন কন্ডাক্টর দাঁড়িয়ে। তবে শুধু ওরাই না, কুলি আছে একজন, ফোরম্যানটাও আছে–নিজের বকশিসের জন্য অপেক্ষা করছে। এখন যদি তাড়াতাড়ি কিছু

BanglaBook.org

একটা না করি, বগীতে ওঠার আগে ওরা চারজনই আমাকে ভালো করে দেখে ফেলবে। পরে দেখা যাবে, এর জন্যই ফেঁসে গেছি।

ও প্রায় দৌড়েই গেল সামনে। ফোরম্যানটাকে বকশিস দিয়ে পাঠিয়ে দিলো। সেই ফোরম্যান আর আমার দিকে এলো না। বরং স্টেশনের দূর প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেল, পর্কিং লটটা সেদিকেই। তারপর কুলিটা আমাকে দেখে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। ও তাকে হাত নেড়ে ডেকে বলল, "ওর সাহায্য পছন্দ নয়।"

কুলিটা বুঝতে পারলো না। তবে এক কন্ডাক্টর পারলো। ডাক দিলো, "ওই!"

এবারে কুলিটা থামলো। তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। ওরা সবাই আমার দিকে পিছন ফিরে কথা বলতে শুরু করল। আমি ঝট করে বগীটার সিঁড়িতে উঠলাম। ওর উপস্থিত বুদ্ধিই বাঁচিয়ে দিয়েছে।

নিচে এখনও ও লোকগুলোর সাথে কথা বলছে। আমি ডাক দিলাম, "ফিলিস।" এরপর থেমে অর্ধেকটা ঘুরলাম। "ট্রেনের অবজার্ভেশন প্লাটফর্মে এসো। আমি তোমাকে ওখানে বিদায় জানাবো। তারপর আর যাত্রা করতে আমার চিন্তা থাকবে না। আমাদের হাতে আরও কয়েকমিনিট আছে। মনে হয় আমরা দু-একটা কথা বলতে পারব।"

"আচ্ছা।"

আমি বগীর ভেতর দিয়ে জায়গাটায় যেতে থাকলাম। ও বাইরে মাটিতে হেঁটে জায়গাটায় এলো।

BanglaBook.org

*

তিনটা বগীর লোকজনই শোবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সার্ভিস বয়গুলো এখানে নেই। ওরা ওদের বগীতে। আমি আমার চোখ নামিয়ে রাখলাম। সিগারটা আমার দাঁত দিয়ে চেপে ধরে মুখটা খনিক বিকৃত রাখলাম। কেউ আমাকে দেখলো না, আবার সবাই আমাকে দেখলো। তারা যখনই আমার ক্রাচদুটো দেখলো, নিজেদের ব্যাগ টেনে সরিয়ে আমাকে যাবার জায়গা করে দিলো। আমি শুধু মাথা নাড়িয়ে বিড়বিড় করে 'ধন্যবাদ' জানালাম।

*

আমি যখন ফিলিসের মুখটা দেখলাম, বুঝতে পারলাম, কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে। অবজার্ভেশন প্লাটফর্মের এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখতে পেলাম সেটা কী। একটা লোক এক কোনায় অন্ধকারের আড়ালে ধুমপান করছে। আমি তার ডান দিকে বসেছি।

ফিলিস হাত বাড়িয়ে দিলো। আমি সেটা ধরলাম। কোনো ইঙ্গিতের জন্য ও আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো। আমি বিড়বিড় করে বলতে থাকলাম, "পার্কিং...পার্কিং...পার্কিং..."

এক-দুই সেকেন্ড লাগলো ওর কথাটা বুঝতে। বলল, "এই।"

"কী?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমার ওপর রাগ করোনি তো? ওখানে যে পার্ক করলাম?"

"বাদ দাও।"

"আমি ভাবছিলাম স্টেশনের পার্কিং লটেই যাচ্ছি, সত্যি। কিন্তু শহরের এই জায়গাটায় আসলেই আমার উল্টা পাল্টা লেগে যায়। আমি ভাবতেই পারিনি, তোমাকে অতদূর হাঁটিয়ে ফেলবো।"

"আহ! বলেছি তো। বাদ দাও।"

"আমি সত্যিই খুব সরি।"

"তার চেয়ে আমাকে একটা কিস দাও।"

আমাদের চুম্বন হলো।

এরপর আমার হাতঘড়িটা দেখে ওকেও দেখালাম। ট্রেন ছাড়তে এখনও সাত মিনিট আছে। ওর যা করার কথা, তা করতে মোটামুটি ছয় মিনিট লাগবে। "শোনো ফিলিস, এখানে দাঁড়ানোর কোনো মানে নেই। তুমি বরং যাচ্ছো না কেন?"

"ঠিক আছে...আবার মাইন্ড করবে না তো?"

"একটুও না। তা করার কোনো মানে দেখছি না।"

"তাহলে গুড বাই।"

"গুড বাই।"

"সুন্দর সময় কাটুক। থৃ চিয়ারস ফর লেল্যান্ড স্টানফোর্ড।"

"তার আপ্রাণ চেষ্টা করবো।"

"আরেকবার কিস করো।"

ওকে আবার ছোট্ট করে চুমু দিলাম। বললাম, "গুড বাই।"

BanglaBook.org

*

এখন যেটা করতে হবে, তা হলো এই লোকটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া। আর দ্রুত সেটা করতে হবে। এখানে আমি কাউকে আশা করিনি। ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে এখানে খুব কম লোকই থাকে। বসে বসে কিছু একটা বের করার চেষ্টা করলাম। আমি ভাবলাম, সিগারেট শেষ করে সে হয়তো চলে যাবে, কিন্তু গেল না। মুড়োটাকে ছুড়ে ফেলে বরং কথা বলতে শুরু করল।

"নারীরা আসলেই অদ্ভুত।"

"অদ্ভুত তো বটেই। কিছু কিছু আবার পাগল।"

"আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে যে আলাপটুকু করলেন, সেটা আমি না শুনে পারলাম না। মানে তার গাড়ি পার্ক করা নিয়ে। ব্যাপারটা আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে দিলো। সান ডিয়েগো থেকে সেদিন বাড়ি ফিরছিলাম।"

সে তার স্ত্রীকে নিয়ে মুখোমুখি হওয়া অভিজ্ঞতার কথা বলল। আমি তার দিকে তাকালাম। তার মুখটা দেখতে পেলাম না। বুঝতে পারলাম, সেও আমার মুখ দেখতে পারছে না। সে কথা বলা বন্ধ করল। এখানে আমার কিছু একটা বলা উচিত।

"হ্যাঁ। নারীরা যে অদ্ভুত, তা ঠিক।" বললাম আমি, "বিশেষ করে যখন তাদের হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ছেড়ে দেবেন।"

"জি, একদম ঠিক।"

ট্রেন ছেড়ে দিলো। লস এঞ্জেলস-এর মাঝ দিয়ে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল এটা, বিশাল এক সাপের মতো। ওদিকে কিন্তু লোকটা বকবক চালিয়েই গেল। কেটে গেল কিছুক্ষণ। তাকে পিছ ছাড়াতে হবে। আমার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এলো। আমি যে পঙ্গু, আমার মাথায় এলো এ কথা। আমি আমার পকেট হাতড়াতে শুরু করলাম।

"কিছু খুঁজছেন?"

"আমার টিকিট। ওটাকে খুঁজে পাচ্ছি না।"

"আমিও দেখে নেই, আমারটা আছে কিনা?" সে পকেট হাতড়ালো। খুঁজে পেয়ে বলল, "হ্যাঁ আছে। এই যে।"

"আপনি জানেন ও কী করেছে? টিকিটটা নিশ্চয়ই আমার ব্রিফকেসে

BanglaBook.org

রেখেছে। যেখানে রাখতে মানা করেছি সেখানেই। টিকিটটা ওর এই স্যুটের পকেটে রাখবার কথা ছিল। আর এখন–"

"ও...তাই হবে হয়তো।"

"এখন বলুন তো ঝামেলা হয়ে গেল না? এখন আবার আমাকে এই এতগুলো বগীর মাঝ দিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে যেতে হবে। তার কারণ–"

"বোকার মতো কাজ করবেন না। যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন।"

"আরে না। আমি আপনাকে–"

"*বি আ প্লেজার ওল্ড ম্যান।*" লোকটা নাটুকে স্বরে বলল। "যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। আমি আপনার জন্য টিকিটটা নিয়ে আসবো। টিকিট নম্বর কত আপনার?"

"আপনি যাবেন? সেকশন এইট, কামরা সি।"

"আমি এখনই ওটা নিয়ে আসছি।"

ট্রেনটা এখন একটু গতি অর্জন করেছে।

আমাদের ঠিক করে রাখা চিহ্নটা একটা ডেইরি ফার্মের সাইনবোর্ড। লাইন থেকে পোয়া মাইল দূরে। সেটা চোখে পড়তেই আমি একটা সিগার ধরালাম। এক হাতের বগলে একটা ক্রাচ ধরে একটা পা রেলিংয়ের উপর তুলে দিলাম। নিজেকে ছেড়ে দিলাম তারপর। ক্রাচটা জায়গামতো আটকে আমাকে ঝুলিয়ে দিলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সাইনবোর্ডটা যখন আরও কাছে এলো, আমি ক্রাচটা ছেড়ে দিলাম।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

রাতের বেলা রেলপথের চেয়ে অন্ধকার কিছু হয় না। মিশমিশে কালো অন্ধকার চারপাশে। সে অন্ধকারেই ট্রেনটা এগিয়ে গেল। আমি তার পিছে পড়ে রইলাম, দুই লাইনের একদম মাঝে। হাইওয়েটা ঠিক একশো ফুট দূরে। শুয়ে রইলাম যেন ওটা থেকে আমাকে দেখার কোনো সুযোগ না থাকে।

আমি লাইনটার অন্যপাশে তাকালাম, মেটে রাস্তাটার দিকে। ওদিকটার খানিক দূরে বেশ কিছু ছোট ছোট ফ্যাক্টরি। ঘরগুলো হয়তো ফাঁকা, আলো জ্বলছে না কোনোটাতেই। ফিলিসের এতক্ষণে ওদিকেই থাকার কথা। আমার থেকে সাত মিনিট এগিয়ে ছিল ও। আর স্টেশন থেকে এ জায়গাটায় আসতে এগারো মিনিটের বেশি লাগবে না। প্রায় কুঁড়িবার আমি সেটা পরীক্ষা করে দেখেছি।

মাথা তুলে গাড়িটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। জানি না, কতক্ষণ এভাবে শুয়ে ছিলাম। বার বার মনে হচ্ছে ও হয়তো কোনো ঝামেলা পাকিয়ে পুলিশের হাতে আটকা পড়েছে। আমি ঘামতে শুরু করলাম। তারপর একটা শব্দ শুনলাম। কেউ হাঁপাচ্ছে। পরক্ষণেই পদশব্দ। এক দুই সেকেন্ড চললো, তারপর বন্ধ। মনে হচ্ছে দুঃস্বপ্ন দেখছি, ভয়ংকর কিছু একটা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। জানি না কী, কিন্তু নিঃসন্দেহে বিভৎস! তারপর আমার চোখে পড়লো, এটা ও।

লোকটার ওজন ২০০ পাউন্ডের কম হবে না। তারপরও ও লাশটাকে পিঠে বয়ে এনেছে। মাথা পিছনে ঝুলে পড়েছে ওটার, পা মাটিতে ছেঁচড়ে আসছে। দেখতে কোনো হরর মুভির চেয়ে কম মনে হচ্ছে না।

ওর ওপর একটু ওজন কমাতে আমি দৌড়ে গিয়ে লাশটার পা দুটো ধরলাম। আরও কিছুদূর এগোলাম আমরা। এরপর ও লোকটাকে ঘাড় থেকে নামাতে চাইলো। আমি বাধা দিলাম। "এই লাইনে নয়। ওটায়।"

এখানে লাইন দুটো। ও ভুল লাইনে রাখতে চাচ্ছিলো। আমি সেটা ঠিক করে দিলাম। যে লাইন দিয়ে আমাদের ট্রেনটা গেছে, সেটায় এনে লাশটা ফেললাম। ওটার শরীর থেকে হাতল আর দড়িগুলো খুলে নিয়ে পকেটে

BanglaBook.org

রাখলাম সেগুলো। জ্বালানো সিগারেটটা ফুট দুয়েকের মধ্যেই ফেলে দিলাম। ক্রাচদুটোর একটা তার শরীরের ওপর, আরেকটা ওই লাইনের ওপর ছড়িয়ে দিলাম।

"গাড়িটা কোথায়?" জিজ্ঞেস করলাম।

"ওই যে ওখানে। দেখতে পাচ্ছো না?"

আমি তাকালাম, যেখানে থাকবার কথা, সেখানেই আছে। মেটে রাস্তাটার ওপর।

"কাজ শেষ। চলো, যাই এখন।"

আমরা দৌড়ে গাড়িটার কাছে গেলাম। গাড়িতে উঠে ও ইঞ্জিন চালু করল। হুট করে বলে উঠলো, "ও খোদা! ওর হ্যাট।"

আমি হ্যাটটা নিয়ে জানালা দিয়ে লাইনের দিকে উড়িয়ে দিলাম। "সমস্যা নেই। একটা হ্যাট বাতাসে ভাসতে পারে। গাড়ি টানো।"

ও চালাতে শুরু করল। ফ্যাক্টরিগুলো পাশ কাটিয়ে আমরা মহাসড়কে এসে উঠলাম।

সানসেট ভ্যালিতে ও একটা খাম্বাকে প্রায় লাগিয়েই দিতো। আমি বললাম, "দেখেশুনে, ফিলিস! এ অবস্থায় যদি এখন অ্যাক্সিডেন্ট করে বসো, তো তীরে এসে তরী ডুববে।"

"শব্দটা কানে বাজছে খুব।" বলল ও। ওর কণ্ঠে একটু রুক্ষতার ছোঁয়া। "ওটার জন্য চালাতে পারছি না। মাথা টনটন করছে।"

ও গাড়ির রেডিওটার কথা বলছে। ওটারই শব্দে সমস্যা হচ্ছে ওর। তবে ওটা আমাকে চালু রাখতে হবে। জিনিসটা আমার অ্যালিবাইয়ের অংশ। বাড়ি থেকে যতক্ষণ বাইরে ছিলাম, ততক্ষণ আমি আসলে কাজের ফাঁকে রেডিও শুনছিলাম। তাই আমাকে জানতে হবে রেডিওতে আজ কী কী শোনানো হচ্ছে। আসলে একটু ভালো করেই জানতে হবে। "ওটা আমার দরকার, তুমিও জানো–"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" রুক্ষতার ছোঁয়াটুকু পুরোদস্তুর রাগে পরিণত হলো। "এখন চুপ করে আমাকে চালাতে দাও।"

ও গিয়ার ঠেকালো, গতি সত্তুরের আশেপাশে। আমি দাঁতে দাঁত চেপে মুখ বন্ধ করে রাখলাম। একটা খালি জমির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ছুঁড়ে ফেলে দিলাম দড়িটা। হ্যান্ডেলটা ছুঁড়ে ফেললাম আরও এক মাইল পরে।

BanglaBook.org

যেতে যেতে রাস্তার পাশের একটা নর্দমায় চশমাটাও ফেলে দিলাম। তারপর হঠাৎ ওর পায়ের দিকে চোখ পড়লো। দেখলাম ওর জুতোগুলো রেল লাইনের নুড়িতে একটু দাগ পেয়েছে।

"তুমি কেন লাশটাকে বয়ে নিতে গেলে?" ওকে জিজ্ঞেস করলাম। "আমাকে কেন ডাকলে–"

"কোথায় ছিলে তুমি, হ্যাঁ? কোথায় ছিলে?" ও হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলো।

"আমি ওখানেই ছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম–"

"তোমার কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে? ওই জিনিসটাকে নিয়ে আমি একা একা গাড়িতে বসে থাকতাম?"

"আমি তোমাকে দেখার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু দেখতে পাইনি–"

"খবরদার! চুপ করে থাকো! আমাকে চালাতে দাও।"

"তোমার জুতো–"

গলার কথা গলাতেই থাকলো। ও ঝামটে উঠলো মুহূর্তের মধ্যে। পাগলের মতো গর্জে উঠলো। গর্জে প্রলাপ বকতে লাগলো। আমাকে নিয়ে, লোকটাকে নিয়ে, ওর মাথায় যা-ই আসছে, তা-ই নিয়ে। থেকে থেকে আমিও গলা চড়ালাম। সম্ভবত এমন একটা কাজের ধাক্কা কেউ সামলাতে পারছি না। জন্তুর মতো আচরণ করছি, একে অন্যের সাথে ঝগড়া করছি, থামতে পারছি না। মনে হচ্ছে যেন কেউ আমাদের কোনো মাদক খাইয়ে দিয়েছে। "ফিলিস, বাদ দাও এসব। আমাদের কথা বলতে হবে। এটাই হয়তো শেষ সুযোগ।"

"বলো তাহলে। কে আটকালো?"

"তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে: তুমি এই ইন্স্যুরেন্স পলিসি নিয়ে কিচ্ছু জানো না। তুমি–"

"আর কতবার এক কথা বলবে?"

"আমি শুধু তোমাকে বলছি যে–"

"তুমি এর মধ্যে কথাটা আমাকে অনেকবার বলেছো। শুনতে শুনতে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।"

"এরপর, তদন্ত। তুমি–"

"একজন লোক পাঠাবো, আমি জানি সেটা, লাশটা নেবার জন্য একজন লোক পাঠাবো। আর কতবার আমাকে শুনতে হবে? আমাকে কি চালাতে দেবে?"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে। চালাও।"

একটু পর আবার বললাম। "বেলে কি বাড়িতে?"

"আমি কী করে জানবো? না!"

"আর লোলা বাইরে?"

"আমি তোমাকে বলিনি?"

"তাহলে তোমাকে মোড়ের দোকানটায় থামতে হবে। কিছু একটা নেবে ওখান থেকে। তুমি যে রেলস্টেশন থেকে সোজা বাড়িতে গিয়েছ, তার সাক্ষি রাখতে হবে। সময়টুকু অ্যাডজাস্ট করার জন্য তোমার কারণও হবে এটাই। তুমি–"

"নেমে যাও! এখনই নেমে যাও! তোমার কথা শুনতে শুনতে আমি পাগল হয়ে যাবো!"

"আমি এখন নামতে পারব না। আমাকে আমার গাড়ি পর্যন্ত পৌছিয়ে দাও! হাঁটতে গিয়ে সময় নষ্ট করলে কী হবে জানো? আমার অ্যালিবাই ভেস্তে যাবে। আমার–"

"নেমে যাও বলছি!"

"চুপ করে গাড়ি চালাও! নয়তো মার খাবে।" ধমক দিয়ে বললাম।

*

ও আমাকে আমার গাড়ির কাছে নামিয়ে দিলো। এবারে আর আমাদের কোনো কিস হলো না। এমনকি, বিদায়টুকুও জানানো হলো না আর। আমি ওর গাড়ি থেকে নেমে আমার গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি চালিয়ে আমার বাড়িতে চলে এলাম।

বাড়ি পৌছে আমি ঘড়ি দেখলাম। দশটা পঁচিশ বাজে। টেলিফোনের বেল বক্সটা খুললাম। কার্ড ঠিকঠাক আছে, কেউ কল করেনি। আমি কার্ডটা পকেটে রেখে বেল বক্সটা ঠিক করে রাখলাম। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে ডোরবেলটা দেখলাম। ওখানেও কার্ড ঠিক আছে। একটু ভালো লাগলো, কেউ আসেনি। ওই কার্ডটাও পকেটে রেখে সিড়ি ধরে আমি আমার ঘরে উঠে এলাম। পাজামা আর ঢিলে গেঞ্জি পড়লাম কাপড়গুলো ছেড়ে। পায়ের ব্যান্ডেজটা কেটে ফেললাম। এরপর ওই ব্যান্ডেজ আর কার্ডগুলো নিয়ে নিচে গিয়ে ফায়ারপ্লেসে রেখে একটা খবরের কাগজসহ জ্বালিয়ে দিলাম। উজ্জ্বল শিখা তুলে ওগুলো

BanglaBook.org

পুড়তে লাগলো, আমি বসে বসে তাকিয়ে রইলাম। তারপর এগিয়ে গেলাম টেলিফোনের দিকে। একটা নম্বরে ডায়াল করলাম।

এখনও আমার একটা কাজ বাকি। আমার অ্যালিবাইয়ের শেষ অংশ।

মনে হচ্ছে আমার গলায় কিছু একটা আটকে গেছে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি ফোনটা নামিয়ে রাখলাম। নার্ভাস লাগছে। আমার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ দরকার। কয়েকবার ঢোক গিললাম। নিশ্চিত হতে চাইছি, গলার স্বর যেন স্বাভাবিক শোনায়। তখন আমার মাথায় বোকার মতো একটা বুদ্ধি এলো, আমার হয়তো কোনো গান গাওয়া উচিত। তাহলে হয়তো ব্যাপারটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। আমি ক্যাপরির একটা গান ধরলাম। দুটো লাইন গাইতেই তা মরাকান্নার মতো শোনালো।

আমি ডাইনিং রুমে গেলাম। ড্রিংক নিলাম একটা। আরেকটা নিলাম। নিজের সাথে বিড়বিড় করতে শুরু করলাম যাতে অনুভূতিটুকু স্তিমিত হয়ে আসে। কী নিয়ে বিড়বিড় করা যায়, ভাবলাম। প্রার্থনা বাক্যের কথা মাথায় এলো। আমি কয়েকবার বিড়বিড় করে তাই আওড়ালাম। আমি আরেকবার ওটা আওড়াবার চেষ্টা করলাম, তবে জানি না, ওটা কেমন হলো।

* * *

যখন আমার মনে হলো, আমি কথা বলতে পারব, আমি আবার ডায়াল করলাম। দশটা আটচল্লিশ বাজে। ইকে গজকে কল দিলাম, কোম্পানির আরেকজন সেলস ম্যান।

"ইকে, আমাকে একটু সাহায্য করুন তো, পারবেন? কালকের মধ্যে আমি এক ওয়াইন ফ্যাক্টরির জন্য একটা বন্ড প্রস্তুত করতে চাচ্ছি। পাবলিক লায়াবিলিটির ওপর। কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার। আমি আমার নোটবুকটা ফেলে এসেছি। জো পিটও ওটাকে খুঁজে পাচ্ছে না। আমি ভাবছিলাম, আপনি যদি আপনার নোটবুকটায় আমার দরকারী অংশটা একটু দেখতেন...পারবেন?"

"অবশ্যই। আপনার কাজে আসতে পারলে খুশি হব।"

আমার কী লাগবে, তাকে বললাম। সে বলল তাকে পনেরো মিনিট দিতে, তারপর সে কল করবে।

BanglaBook.org

আমি খানিক হাঁটাহাঁটি করলাম। হাতের তেলোয় নখ বসিয়ে হাত মুঠো করে চেষ্টা করলাম নিজেকে ঠিক রাখতে। আমার গলাটা কাঁপছে। ইকেকে এইমাত্র যা বললাম, বিড়বিড় করে তা আওড়ালাম কয়েকবার। ফোনটা বেজে উঠলো। আমি ওটা ধরলাম। জিনিসটা সে গুছিয়ে এনেছে। এরপর আমাকে বলতে শুরু করল। তিনভাবে বলল সে, যাতে আমি পুরোটা বুঝতে পারি। বিশ মিনিট লাগলো। আমি পুরোটা লিখে নিলাম–সে যা যা বলল। অনুভব করতে পারলাম, আমার কপাল থেকে ঘাম ছুটে নাক বেয়ে নেমে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সব শেষ হলো।

"ঠিক আছে, ইকে। আমার এটুকুই জানার ছিল। আপনি সব ঠিকঠাক বলেছেন। হাজারটা ধন্যবাদ আপনাকে।"

সে ফোনটা রাখতেই আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। দৌড়ে বাথরুমে চলে গেলাম। নিজেকে মারাত্মক অসুস্থ লাগলো, সারাজীবনে এতটা অসুস্থ হইনি। যখন একটু সুস্থ লাগতে শুরু করল, বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। লাইটটা বন্ধ করার আগে অনেক্ষণ কেটে গেল। তারপর একদৃষ্টে অন্ধকারে তাকিয়ে ওখানেই শুয়ে রইলাম। খানিক বাদে বাদে এক চিলতে ভয় ভয় লাগলো, আর আমি কেঁপে কেঁপে উঠলাম। ভয়টা কেটে যেতেই পড়ে রইলাম একটা মরা মানুষের মতো।

তারপর অন্যকিছু ভাবতে শুরু করলাম। চেষ্টা করলাম, ব্যাপারটা যাতে মাথায় না আসে। তারপরও এলো। আমি জানি, আমি কী করেছি। খুন করেছি একটা মানুষকে। আর মানুষটাকে খুন করেছি এক মহিলাকে পেতে। অপরাধবোধটা আজীবন আমার মধ্যে রয়ে যাবে, মনে পড়বে ফিলিসকে দেখার প্রতিটা মুহূর্তে। সবই আমি ওর জন্য করেছি, তারপরও আমি বেঁচে থাকা অবধি ওকে আর দেখতে চাই না।

আর এটুকুই যথেষ্ট। এক ফোঁটা ভয়...সমস্ত ভালবাসা ঘৃণায় রূপ নেবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

ঢকঢক করে অল্প অরেঞ্জ জুস আর কফি গিলে শোবার ঘরে চলে এলাম। পত্রিকাটা আছে সাথে। ফিলিপিনোর সামনে ওটা খুলতে আমার ভয় লাগছিল। অনেকটা নিশ্চিত, খবরটা প্রথম পৃষ্ঠাতেই আছে।

তেলের লোক, মারা গেল জুন র‍্যালির পথে ট্রেন দুর্ঘটনায়

এইচ. এস. নার্ডলিঙ্গার, পেট্রোলিয়াম পায়োনিয়ার, লেল্যান্ড স্টানফোর্ডের রিইউনিয়নে যাবার পথে ট্রেন থেকে পড়ে মারা যান।

কয়েক বছর যাবৎ বহাল 'ওয়েস্টার্ন পাইপ এন্ড সাপলাই কোম্পানি'র লস এঞ্জেলস প্রতিনিধিকে মৃত শনাক্ত করা হয়েছে। ঘাড়ে ও মাথায় ক্ষত ছিল তার। গতরাতে বারোটার একটু আগে লাশটাকে এই শহর থেকে দু'মাইল উত্তরে রেল লাইনে পাওয়া গেছে। মি. নার্ডলিঙ্গার তার কয়েক ঘন্টা আগে লেল্যান্ড স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিতব্য তার ক্লাসের রিইউনিয়নে যোগ দেবার জন্য একটা উত্তরমুখী ট্রেনে চেপেছিলেন। মনে করা হচ্ছে, সে ট্রেন থেকে পড়ে গেছে। পুলিশ বলছে, কয়েক সপ্তাহ আগে তার পা ভেঙে যায়, হয়তো ক্রাচে তেমন অভ্যস্ত না হওয়াতেই অবজার্ভেশন প্লাটফর্মে–যেখানে তাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল–ভারসাম্য হারিয়ে নিচে পড়ে যান।

মি. নার্ডলিঙ্গারের বয়স ছিল চুয়াল্লিশ। ফ্রেনসোয় জন্ম, লেল্যান্ড স্টানফোর্ডে স্নাতক শেষ করে তেলের

BanglaBook.org

ব্যবসায় ঢোকা। লং বিচে তেল খনি স্থাপনের একজন মুখপাত্র। পরে তিনি সিগনাল হিলে সক্রিয় হন। বিগত তিন বছর ধরে ওয়েস্টার্ন পাইপ এন্ড সাপলাইয়ের স্থানীয় অফিসের দায়িত্বে ছিলেন।

তার স্ত্রীর নাম মিস ফিলিস বেল্ডেন আর মেয়ে মিস লোলা নার্ডলিঙ্গার। বিয়ের পূর্বে মিসেস নার্ডলিঙ্গার ভার্ডুগো স্বাস্থ্য সংস্থার একজন নার্স ছিলেন।

নয়টা বাজতে বিশ মিনিট বাকি, নেটি কল দিলো। মেয়েটা বলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, মি. নর্টন আমার সাথে দেখা করতে চান। তার মানে ওরা জানতে পেরেছে। আমাকে আর আলাদা করে কিছু করতে হবে না। নিজের পত্রিকাটা সাথে নিয়ে গিয়ে ওদেরকে আর বলার প্রয়োজন নেই, এই লোকটার কাছে গত শীতে আমি একটা অ্যাক্সিডেন্ট পলিসি বিক্রি করেছি। নেটিকে বললাম, বুঝতে পেরেছি, আমি এ মুহূর্তে চলে আসছি।

কীভাবে কীভাবে যেন দিনটা পার করলাম। আমার মনে হয় আমি আপনাদের ইতোমধ্যেই নর্টন ও কিয়েস সম্পর্কে বলেছি। নর্টন এই কোম্পানির প্রেসিডেন্ট। খাটো, পঁয়ত্রিশ বছরের গাট্টাগোট্টা লোক। বাবা মারা গেলে তিনি এর দায়িত্ব পান এবং এটা নিয়ে তিনি এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েন, অন্য কিছুর জন্য সময় পান কিনা কে জানে।

অন্যদিকে, কিয়েস ক্লেইম ডিপার্টমেন্টের হেড। কোম্পানির আগের আমলের টিকে যাওয়াদের একজন। মাঝে মাঝে তাকে বলতে শুনি, নর্টন সব কেঁচে গন্ডুষ করে ফেলছে।

কিয়েসও গায়ে গতরে মোটাসোটা, প্রচণ্ড বদরাগী। সবচেয়ে বড় কথা–লোকটা শুধু থিওরি কপচায়। শুনলে আপনার মাথা খারাপ হতে বাধ্য। তবে সে ক্লেইম ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে ভালো লোক।

আর তাকে নিয়েই আমার ভয়টা।

প্রথমে আমাকে নর্টনের সাথে দেখা করতে হলো। তাকে বলতে হলো, আমার কী কী জানা। কিংবা বলা ভালো, কী জানার কথা ছিল আমার। তাকে

BanglaBook.org

বললাম–কীভাবে নার্ডলিঙ্গার সাহেবকে পলিসিটা নেওয়ার প্রস্তাব করি। তার স্ত্রী-কন্যা তাতে কেমন বাধা দিয়েছিল। এজন্য সেরাতে আমাকে থামাতে হয়েছিল ব্যাপারটা। পরে আমি লোকটার অফিসে যাই তাকে আরেকবার বোঝাতে। তার সেক্রেটারিও দেখেছিল আমাকে। নর্টনকে আরও বললাম, কীভাবে লোকটার কাছে পলিসিটা বেচতে পেরেছিলাম। আমি তার স্ত্রী-কন্যাকে এ ব্যাপারে কিছু না জানানোর কথা দিলে, তবেই সে পলিসিটা কিনতে রাজি হয়েছিল। কীভাবে তার ফর্মটা পূরণ করে নিয়েছিলাম, পলিসি এলে সেটা তাকে দিয়ে চেকটা আনলাম কীভাবে, একেবারে সবকিছুই বললাম নর্টনকে।

তারপর, কিয়েসের অফিসে গিয়ে আবার পুরো ব্যাপারটার পুনরোক্তি করলাম। বুঝতেই পারছেন, পুরো সকালটা এসবে কেটে গেল। এর মধ্যে আবার সান ফ্রান্সিস্কো থেকে টেলিফোন ও টেলিগ্রামও আসতে লাগলো। কিয়েস ওখানে তার ইনভেস্টিগেটর পাঠিয়ে রেখেছে। ওরা ট্রেনে থাকা লোকগুলো, পুলিশ, নার্ডলিঙ্গারের সেক্রেটারি ও লোলাসহ বাকি সবার জবানবন্দি নিচ্ছে। ফোনে ওরা ফিলিসের সাথেও কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু ওকে আমি কঠোরভাবে বলে রেখেছিলাম ফোন থেকে দূরে থাকতে। তাই ওকে ওরা পায়নি। আরও শুনলাম, লোকগুলো শবপরীক্ষকের সাথে আলাপ করে অটোপসির বন্দোবস্ত করে রেখেছে।

শবপরীক্ষক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মধ্যে সাধারণত একটা সমঝোতা থাকে। তাই দরকার পড়লে কোম্পানি থেকে একটা অটোপসি যোগাড় করা যায়। পলিসির একটা অংশের ওপর ভিত্তি করে কোম্পানি ওটার আবেদন করতে পারে, কিন্তু তাতে জুরি বোর্ডের অনুমতি লাগে এবং জুরিরাও জেনে যায় যে, লোকটার একটা ইন্স্যুরেন্স পলিসি ছিল। তবে সেটা খুব একটা ভালো নয়। ব্যাপারটা জুরিদের কানে গেলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির খবর হয়ে যায়।

অবশ্য অটোপসি পেতে কোম্পানির কোনো ঝামেলা হয় না, আর এক্ষেত্রে ওটা লাগবেই। কারণ, নার্ডলিঙ্গার যদি অ্যাপোপ্লেক্সি বা হার্ট ফেইলিউরে মারা গিয়ে ট্রেন থেকে পড়ে যায়, তাহলে এটা আর দুর্ঘটনা হবে না। বরং স্বাভাবিক মৃত্যু হবে। সেক্ষেত্রে কোম্পানির কোনো দায় থাকবে না।

BanglaBook.org

বিকেলের মাঝামাঝি মেডিকেল রিপোর্টটা পাঠানো হলো। ওখানে বলা, ঘাড় ভেঙে মৃত্যু হয়েছে। ব্যাপারটা জানার পর তদন্তটাকে দু'দিনের জন্য স্থগিত করা হলো।

চারটা বাজতে বাজতে মেমো ও টেলিগ্রামগুলো স্তপ করা হলো কিয়েসের টেবিলে। কিয়েস সেগুলোর ওপর একটা পেপার ওয়েট রাখলো যেন টেবিল থেকে নিচে না পড়ে যায়। বার বার নিজের ভ্রু মুছলো সে, তর্জন-গর্জন করল। কেউ তার সাথে তেমন কথা বলল না। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে নর্টনের মেজাজটা ভালো হয়ে গেল। সান ফ্রান্সিস্কো থেকে জ্যাকসন নামের এক লোকের কল পেলেন তিনি। আর লোকটা তাকে যা বলল, তাতে আমি বলতে পারি, লাফ দেবার আগে অবজার্ভেশন প্লাটফর্মে যাকে পিছ ছাড়াতে চাইছিলাম, এ লোকটা সেই। নর্টন যখন ফোনটা রাখলেন, অন্যান্য কাগজগুলোর ওপর একটা মেমো রাখলেন তিনি। এরপর কিয়েসের দিকে ফিরে বললেন, "আত্মহত্যার কেস, পরিষ্কার।"

যদি এটা আত্মহত্যা হয়, তাহলে বুঝতেই পারছেন, কোম্পানির আর দায় থাকবে না। পলিসিতে শুধু দুর্ঘটনার নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে।

"জি?" অবাক হলো কিয়েস।

"হ্যাঁ, আমি যা বলছি, শুনুন। প্রথমত, তিনি এই পলিসিটা কিনেছেন গোপনে। নিজের স্ত্রী, কন্যা বা সেক্রেটারি-কাউকেই বলেননি। যদি হাফ কাজটা করে থাকেন, তবে ওনার জানার কথা–"

"কী জানার কথা?" জিজ্ঞেস করলাম।

"ভয় পাবার দরকার নেই, হাফ। কিন্তু আপনাকে এটা স্বীকার করতে হবে, কাজটা অদ্ভুত।"

"মোটেও অদ্ভুত না। প্রায়ই হয় এমন। এখন যদি এমন হতো যে, তার স্ত্রী-কন্যা তাকে না জানিয়ে পলিসি করেছে, তাহলে সেটা হতো অদ্ভুত।"

"সেটা ঠিক।" সায় দিলো কিয়েস। "হাফকে এর বাইরে রাখুন।"

"আমি যেটা বলছি, কিয়েস, আসলে–"

"হাফের রেকর্ড কিন্তু বলছে, যদি কিছু অদ্ভুত হতো ও সেটা বুঝতে পারতো। নোট নিয়ে রাখতো এবং আমরাও সেটা জানতে পারতাম। আপনি বরং আপনার নিজের এজেন্টদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিন, মি. নর্টন।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে। বাদ দিন এটা। নার্ডলিঙ্গার সাহেব পলিসিটা পুরোপুরি গোপনে করেছিলেন। কেন? কারণ তিনি জানতেন, তার ফ্যামিলি জানে যে, তিনি কী কী করেছেন এবং কী করতে যাচ্ছেন। তার মনে কী চলছিল, ওরা তা জানতো। আমরা সেটার ওপর নির্ভর করতে পারি। পরে যখন আমরা তার নোটবুক বা ডায়রি দেখবো, সমস্যাটা কী ছিল সেটাও বের হয়ে আসবে। আচ্ছা, পরের পয়েন্ট, লোকটা তার পা ভেঙে ফেলেছিলেন, কিন্তু কোনো ক্লেইম করেননি। কেন? এটা তো অদ্ভুত, তাই না, লোকটার একটা অ্যাক্সিডেন্ট পলিসি থাকা সত্ত্বেও ভাঙা পায়ের জন্য আবেদন করেননি? কারণ তিনি জানতেন, তিনি এটা করতে যাচ্ছেন আর তিনি ভয়ে ছিলেন যে, তিনি ক্লেইম করলে তার ফ্যামিলি এই পলিসিটার কথা জেনে যাবে এবং তাকে আটকাবে।"

"কীভাবে?"

"ওটা যদি ক্লেইম করা হতো, আমরা তার পলিসিটা মিটিয়ে দিতাম, নাকি না? বাজি ধরতে পারেন। এত দ্রুত আমরা তার টাকা মিটিয়ে হাওয়া হয়ে যেতাম যে, আমাদের টিকিটাও আর খুঁজে পাওয়া যেতো না। লোকটা নিজেও সেটা জানতেন। নিশ্চয়ই তিনি চাননি আমাদের ডাক্তার গিয়ে তার পা-টা দেখুক। এখন, সেটা একটা বড় পয়েন্ট।"

"বলে যান।"

"ঠিক আছে, এরপর তিনি ট্রেনে যাবার একটা কারণ খুঁজলেন। নিজের স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন স্টেশনে, ট্রেনে উঠলেন এবং পিছু ছাড়ালেন স্ত্রী থেকে। মহিলা তাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন। তিনি তখন কাজটা করার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু একটা বিপত্তি বাধলো। একটা লোক ছিল অবজার্ভেশন প্লাটফর্মে। তবে জায়গাটা নার্ডলিঙ্গার সাহেবের ফাঁকা দরকার ছিল। এ ব্যাপারে বাজি ধরতে পারেন। তো তিনি কী করলেন? নিজের টিকিট সাথে না থাকার একটা গল্প বলে পিছ ছাড়ালেন লোকটাকে। টিকিটটা নাকি তার ব্রিফকেসে ছিল। আর ওই লোকটা যেতে না যেতেই তিনি পড়ে গেলের ট্রেন থেকে। আশ্চর্য! আমি ওই লোকটার সাথেই এখন কথা বললাম। জ্যাকসন নাম, ব্যবসার কাজে ফ্রিসকোয় যাচ্ছিলেন। কাল ফিরে আসছেন লোকটা।

BanglaBook.org

তিনি বললেন, এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, তার কেমন জানি লেগেছে, তিনি যখন নার্ডলিঙ্গার সাহেবের ব্রিফকেস আনতে গেলেন, স্পষ্টতই মনে হচ্ছিলো, মি. নার্ডলিঙ্গার তাকে পিছ ছাড়াচ্ছিলেন। কিন্তু এই জ্যাকসন সাহেব তাকে না বলতে পারেননি। আমার মনেও সেটাই খচখচ করছে। এটা পরিষ্কার, কেসটা আত্মহত্যার। অন্য কোনো কিছু বলতেই পারবেন না।"

"তাতে কী?"

"আমাদের পরের কাজটা হচ্ছে তদন্ত করা। অবশ্য আমরা সেখানে থাকতে পারব না। কারণ, জুরি যদি জানে–একটা মৃত লোকের ইন্স্যুরেন্স ছিল, আমাদের একেবারে মেরে ফেলবে। আমরা একজন বা দুজন ইনভেস্টিগেটর পাঠাতে পারি হয়তো। সেখানে বসে থাকবে, কিন্তু এর বেশি কিছু না। তবে জ্যাকসন সাহেব বললেন, তিনি আমাদের সানন্দে সব বলবেন। এখন এতে একটা সুযোগ থাকে, শুধু একটা সুযোগ, কিন্তু তারপরও তো, আমরা হয়তো আত্মহত্যার একটা রায় পেতে পারি। যদি সেটা হয়, আমরা আছি। আর না হলে আমাদের ভাবতে হবে আমরা কী করবো। যাইহোক, এখন কাজ একটাই। তদন্ত। আপনিও জানেন না পুলিশ কী পাবে। হয়তো আমরা প্রথম রাউন্ডে জিতেও জেতে পারি।"

কিয়েস আরও একটু মাথা মুছলো। লোকটা এত মোটা যে, গরমে তাকে একটু ভুগতেই হয়। একটা সিগারেট জ্বালালো সে। ধপ করে করে বসে নর্টনের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন তিনি একটা স্কুলের বাচ্চা এবং কিয়েস তাকে সেটা বোঝাতে চায় না। তারপর সে কথা বলল, "এটা আত্মহত্যা নয়।"

"কী বলছেন আপনি? কেসটা পরিষ্কার।" অবাক হলেন নর্টন।

"এটা আত্মহত্যা নয়।" এবারে গলায় একটু জোর দিয়ে। নিজের বুককেসটা খুললো সে আর সেখান থেকে একটা বই বের করে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিলো। "মি. নর্টন, এখানে দেখুন, বিশেষজ্ঞরা আত্মহত্যা নিয়ে কী বলে। ওগুলো পড়লে ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা নিয়েও কিছু খুঁজে পেতে পারেন।"

"আমি ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় বড় হয়েছি, কিয়েস।"

"আপনি গ্রোটন আর হার্ভাডের প্রাইভেট স্কুলে বড় হয়েছেন, মি. নর্টন।

BanglaBook.org

ওখানে যখন বৈঠা টানা শিখছিলেন, আমি তখন এই টেবিলগুলো নিয়ে পড়াশুনা করেছি। পড়ে দেখুন একবার। গোত্র, বর্ণ, পেশা, লিঙ্গ, অঞ্চল, বছরের কোন সময়, দিনের কোন সময়ে–সবকিছুর ভিত্তিতে আত্মহত্যার ঘটনা সাজানো আছে। আর এখানে কীভাবে কীভাবে আত্মহত্যা করা হয়েছে, সব আছে। বিষ, আগ্নেয়াস্ত্র, গ্যাসে বা ডুবে কিংবা লাফিয়ে সব উপায়ই লেখা। এই যে, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করা লোকদের তালিকা। লিঙ্গ, গোত্র, বয়স ও দিনের কোন সময়ে, তার ভিত্তিতে। আর এই যে, সায়ানাইড, মার্কারি, স্ট্রিকনিন ও আটত্রিশ রকমের অন্যান্য বিষের কী কী দিয়ে আত্মহত্যা করেছে, তার ভিত্তিতে। তার মধ্যে ষোলোটা বিষ এখন আর প্রেস্ক্রিপশন দেখিয়েও ফার্মেসি থেকে সংগ্রহ করা যায় না। আর এখানে–এখানে, মি. নর্টন–লাফিয়ে পড়ে কারা কীভাবে আত্মহত্যা করেছে, তার বিবরণ। উঁচু জায়গা থেকে, ট্রেনের চাকার নিচে, ট্রাকের চাকার নিচে, নৌযান থেকে পানিতে, আর যে যে ভাবে আত্মহত্যা করা যায়, সব আছে। আর এই মিলিয়ন মিলিয়ন কেসের মধ্যে এমন একটা কেস বা ঘটনা নেই, যেখানে কেউ একটা চলন্ত ট্রেনের শেষপ্রান্ত থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এভাবে কেউই আত্মহত্যা করতে পারে না।"

"পারে।" মি. নর্টন নিজের থিওরিতে অটল।

"পারে?! লাশটা যেখানে পাওয়া গেছে, ট্রেনটা সেখানে ঘন্টায় মাত্র পনেরো মাইল বেগে চলছিল। সেখানে কেউ মরবার আশায় ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়তে পারে?"

"উনি হয়তো হিসেব করে লাফিয়েছেন। তার ঘাড়টা তো ভাঙা ছিল।"

"আমার সাথে মসকরা করবেন না, মি. নর্টন। তিনি কোনো অ্যাথলেট ছিলেন না।"

"তাহলে আপনি আমাকে কী বলতে চাইছেন? এটা সত্যি সত্যিই দুর্ঘটনা?"

"শুনুন, মি. নর্টন। যখন এক লোক এমন একটা ইন্স্যুরেন্স পলিসি নেয়, যাতে সে রেল দুর্ঘটনায় মারা গেলে পঞ্চাশ হাজার ডলার পাবে, আর তিন মাস পর সে ঠিক রেল দুর্ঘটনাতেই মারা যায়, সেটা দুর্ঘটনা নয়। হতে পারে

BanglaBook.org

না। যদি ট্রেন সংঘর্ষ হতো, তাহলে হতে পারতো। তারপরও ব্যাপারটা সন্দেহজনক রকমের কাকতালীয়...চরম কাকতালীয়! না, এটা দুর্ঘটনা নয়। তবে এটা আত্মহত্যাও নয়।"

"তাহলে কী বলতে চাচ্ছেন?"

"আপনি জানেন আমি কী বলতে চাচ্ছি।"

ঘাড়ের পেছনটা শির শির করে উঠলো। এত দ্রুত ধরে ফেললো লোকটা!

নর্টন প্রশ্ন ছুঁড়লেন, "...খুন?"

"জি, খুন।"

"আচ্ছা, এক মিনিট দাঁড়ান, কিয়েস, একটা মিনিট দাঁড়ান। আপনার কথাটা আমাকে বুঝতে দিন। ঘটনাটাকে খুন ভাবার মতো কী আছে?"

"কিছুই না।"

"কিছু তো আপনার মনে অবশ্যই আছে।"

"আমি বলছি, কিছু না। কাজটা যেই করুক না কেন, একেবারে নিখুঁত কাজ করেছে। ধরার মতো কিছুই নেই। তবে একই কথা, খুন।"

"আপনি কাউকে সন্দেহ করছেন?"

"এরকম পলিসিতে যে বা যারা লাভবান হবে। যতটুকু জানি, ইতোমধ্যেই সন্দেহ জন্মেছে।"

"আপনার মতে, তার স্ত্রী?"

"আমার মতে, তার স্ত্রী।"

"মহিলা তো ট্রেনে পর্যন্ত ছিলেন না।"

"তাহলে হয়তো অন্য কেউ ছিল।"

"আপনার কোনো ধারণা আছে, কে?"

"কোনো ধারণা নেই।"

"তাহলে এগুলোর ভিত্তিতেই এগুতে চান?"

"আমি বলেছি আপনাকে, এগোবার মতো কিছু নেই। এই টেবিলগুলো আর আমার সজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা ছাড়া কিছুই না। কাজটা বেশ নিখুঁত। তবে ওটা কোনো দুর্ঘটনা নয় বা আত্মহত্যাও নয়।"

"তাহলে আমরা কী করতে যাচ্ছি?"

BanglaBook.org

"আমি জানি না। আমাকে এক মিনিট ভাবতে দিন।"

সে আধ-ঘন্টা ধরে ভাবলো। নর্টন ও আমি বসে বসে সিগারেট টানলাম। কিছুক্ষণ পর, কিয়েস তার হাতের থাবা দিয়ে টেবিলে থাপ্পর মেরে বসলো। লোকটা জানে সে কী বোঝাচ্ছে, আপনিও বুঝেছেন।

"মি. নর্টন।"

"জি, কিয়েস?"

"আপনার শুধু একটা কাজ করার আছে। কাজটা প্রাকটিসের বাইরে, অন্য যেকোনো কেস হলে আমিও আপনাকে বাধা দিতাম। তবে এটায় দিচ্ছি না। এখানে কিছু ব্যাপার আছে, যেগুলো আমাকে ভাবাচ্ছে। প্রাকটিসের মধ্যে কাজ করলে অপরাধীদের পক্ষেই যাবে সেটা, আর তারা লাভবান হবে। এ ধরণের একটা কেসে প্রাকটিসের মধ্যে কাজ করলে হবে না। ওরা আপনার কাছে আসার জন্য বসে থাকবেন, তা করা যাবে না, যাবে? আমি পরামর্শ দিচ্ছি ওটা না করতে। বরং বলছি, শীঘ্রই কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে হবে, সম্ভব হলে আজ রাতেই, না হলে ওই তদন্তের দিন। মহিলার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ দায়ের করতে হবে। আমার পরামর্শ, মহিলাকে খুনের সন্দেহভাজন করে অভিযোগ করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওনাকে কঠোরভাবে চাপ দিন। আমার পরামর্শ, আমরা মহিলাকে গ্রেফতার করার আবেদন করবো। অন্তত আটচল্লিশ ঘন্টা কারও সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ না দিয়ে মহিলার রিম্যান্ডের কথা জানাবো। আইন অনুসারে এ ধরণের কেসে তো সেটা জায়েজ। পুলিশের দ্বারা যতটুকু সম্ভব, মহিলার ঘাম ঝরিয়ে ছাড়তে হবে। আমি শক্ত করে বলছি, তার সহযোগীর সাথে তার যোগাযোগ বন্ধ করুন। কোনো মহিলা বা পুরুষ, সে যেই হোক না কেন। তারা যেন আর সামনের পরিকল্পনা করতে না পারে। এটা করুন এবং আমার কথা লিখে নিন, এমন কিছু বের হয়ে আসবে যে, একেবারে আশ্চর্য হয়ে যাবেন।"

"কিন্তু–কীসের ভিত্তিতে?"

"কিছুরই না।"

"কিন্তু কিয়েস, আমরা এমন একটা কাজ করতে পারি না। ধরুন, আমরা কিছু পেলাম না। ধরুন, মহিলাকে চাপ দিয়েও কিছু পাওয়া গেল না। ধরুন,

BanglaBook.org

এটা একটা দুর্ঘটনাই। তাহলে আমাদের অবস্থাটা কী হবে? ও খোদা, উনি আমাদের বেসামরিক আইনে একেবারে পিষে ফেলবেন। আর আদলতও তাকে সবরকমের সহযোগিতা করবে। অবশ্য আমি নিশ্চিত নই, এমন মানহানির মামলায় কতদূর কী হবে? তবে অন্য দিকটা দেখুন। বছরে আমরা এক লাখ ডলারের একটা বিজ্ঞাপন বাজেট পাই। নিজেদের আমরা বিধবা ও অনাথদের সহায় বলি। ওই বাজেটের সব টাকাই আমরা গুড-উইলে কাজে লাগাই। আর তখন কী? আমরা নিজেদের এমন একটা অভিযোগের জন্য উন্মুক্ত করে দেবো যে, ক্লেইমের টাকা না দিয়ে আমরা এক মহিলাকে–এমনকি খুনের দায়েও অভিযুক্ত করতে পারি।"

"ব্যাপারটা শুধু ক্লেইম না।"

"তাই হবে, যদি না আমরা অন্যকিছু প্রমাণ করি।"

"আচ্ছা। আপনি যা বলছেন, ঠিক আছে। আমিও আপনাকে বলেছি, ব্যাপারটা প্রাকটিসের বাইরে। কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলছি, মি. নর্টন, এই এখনই বলছি, কাজটা যেই করে থাকুক না কেন, সে রাস্তার কোনো রংবাজ না। সেই লোক বা মহিলা অথবা তারা উভয়েই, কিংবা তারা তিনজনেই বা যতজনই লাগুক–জানতো তারা কী করছে। আপনি বসে বসে শুধু ক্লুর আশা করলে ওরা কখনোই ধরা পড়বে না। ক্লু-গুলোর কথা তারা ভেবেছে। একটা ক্লুও পাওয়া যাবে না। ওদেরকে ধরার উপায় একটাই, ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। আমার যায় আসে না, এটা যুদ্ধ না খুনের মামলা, বা আর যাই হোক। অপ্রত্যাশিত কোনো পদক্ষেপই কাজে দেবে। আমি এখনও বলছি না, এটা কাজ করবেই। তবে, বলছি যে, এটা কাজ করতে পারে। আর আমি বলছি, অন্য কিছু মোটেও কাজ করবে না।"

"কিন্তু কিয়েস, আমরা ওরকম কিছু করতে পারি না।"

"কেন না?"

"কিয়েস, এ রকম অবস্থায় আমরা বহুবার পড়েছি। প্রত্যেক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিই এরকম অবস্থায় বহুবার পড়ে। আমাদের একরকম প্রাকটিস আছে। আমরা সেটা ভাঙতে পারি না। এগুলো পুলিশের ব্যাপার। আমাদের কাছে সাহায্য করার মতো কিছু থাকলে আমরা পুলিশকে সাহায্য করতে পারি।

BanglaBook.org

যদি আমাদের হাতে কোনো তথ্য থাকে, আমরা তাদের দিয়ে দিতে পারি। যদি আমাদের কোনো সন্দেহ থাকে সেটাও আমরা পুলিশকে বলতে পারি। আমরা যেকোনো আইনসঙ্গত পদক্ষেপ নিতে পারি–কিন্তু এক্ষেত্রে–"

তিনি থামলেন। কিয়েস অপেক্ষা করল। কিন্তু তিনি শেষ করলেন না।

কিয়েস বলল, "এখানে বেআইনি কী, মি. নর্টন?"

"কিছুই না। এটা যথেষ্ট আইনসঙ্গত–তবে এটা ঠিক হবে না। কাজটা আমাদের উন্মুক্ত করে দেবে। যদি ভুল হয়ে যায়, আমাদের ডিফেন্স করার মতো কিছুই থাকবে না। আমি কখনও এরকম শুনিনি। কাজটা...ট্যাকটিক্যালি ভুল, আর আমি এটাই বলতে চাচ্ছি।"

"কিন্তু স্ট্রাটেজিক্যালি ঠিক।"

"আমাদের নিজস্ব স্ট্রাটেজি আছে...আমাদের নিজস্ব কিছু প্রাচীন স্ট্রাটেজি আছে, আর আমরা তার বাইরে যেতে পারি না। শুনুন, এটা আত্মহত্যা হতে পারে। ঠিক সময়ে আমরা আমাদের এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে বলতেও পারব, আমাদের কোনো সমস্যা হবে না। সত্যি মিথ্যা প্রমাণের বোঝা মহিলার ঘাড়ে। এতক্ষণ ধরে এটাই বলতে চাইছি। বিশ্বাস করুন, এরকম একটা টান টান মামলায় আমি আমাদের এমন কোনো অবস্থানে রাখতে চাই না, যেখানে প্রমাণের বোঝাটা আমাদের ওপর।"

"আপনি মহিলার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবেন না?"

"এখনই না, কিয়েস, এখনই না। হয়তো পরে, আমি জানি না। কিন্তু যতক্ষণ সম্ভব, আমরা হাত পরিষ্কার রেখেই কাজ করি। হাত নোংরা করা কেন?"

"আপনার বাবা–"

"একই কাজ করতেন। আমিও ওনার কথাই ভাবছি।"

"না, করতেন না। প্রাক্তন নর্টন অবশ্যই একটা চান্স নিতেন।"

"তাহলে, আমি আমার বাবা নই!"

"এটা আপনার দায়িত্ব!"

"আমি জানি, কী আমার দায়িত্ব।"

*

BanglaBook.org

আমি তদন্তটায় যাইনি। নর্টন বা কিয়েসও যায়নি। কোনো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিই ব্যাপারটা জুরিদের জানাতে চাইবে না। একজন মৃতব্যক্তির ইন্স্যুরেন্স করা ছিল, ব্যাপারটা জুরির কাছে গেলে কোম্পানির খবর হয়ে যাবে। দুজন ইনভেস্টিগেটর ওখানে পাঠানো হয়েছে; আর দশটা সাধারণ লোকের মতোই দেখতে। লোক দুজন সংবাদপত্রের লোকদের সাথে বসে ছিল। ওদের কাছে–কী হয়েছে–শুনলাম আমরা। দেহটাকে শনাক্ত করা হয়েছে। ফিলিস, কন্ডাক্টর দুটো, ফোরম্যান, কুলি, কিছু যাত্রী, পুলিশ, আর বিশেষ করে জ্যাকসন নামের লোকটার গল্প শোনালো লোক দুটো। এই জ্যাকসন নামের লোকটাই বলেছিল, আমি নাকি তাকে পিছ ছাড়ানোর চেষ্টা করছিলাম। জুরিদের রায় অনুসারে, "হারবার্ট এস. নার্ডলিঙ্গার নামের এই লোকটা তেসরা জুন রাত দশটার দিকে অজানা কারণে ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙে মারা যায়।"

নর্টন এতে বিস্মিত হয়। তিনি সত্যি সত্যিই একটা আত্মহত্যার রায় আশা করছিলেন। তবে আমি তাতে বিস্মিত হইনি। তদন্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকটা একটা শব্দও বলেনি ওখানে। আর আমি ফিলিসের মাথায় অনেক আগেই ঢুকিয়ে দিয়েছি, মুখ্য লোকটাকে আমাদের পক্ষে রাখতে হবে। কারণ, আমি এই আত্মহত্যার ব্যাপারটা জানতাম এবং আমাদেরকে এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হতো। মুখ্য লোকটাকে ফিলিসই বলেছিল ওখানে আসার জন্য। আরও বলেছিল, ওখানকার ব্যাপারটা সামলিয়ে যেন তিনি প্রাতকৃত্যেও যোগ দেন। এতে ভেতরে একটা প্রভাব জন্মে। সবাই চাইলেন, রায়টা বিধবার পক্ষেই যাক। এখন লোকটা বিষ খাক, নিজের গলা কাটুক, কিংবা শেষপ্রান্ত থেকে লাফিয়ে পড়ুক–যেটাই হোক, সেটা জুরিদের অজানাই। তাই রায়ে সেটাই বলা হয়েছে।

*

ইনভেস্টিগেটররা তাদের বক্তব্য বলার পর আমরা আবার বসলাম। নর্টন, কিয়েস ও আমি। এবারে নর্টনের অফিসে। বিকেল পাঁচটা বাজে প্রায়।

কিয়েসের চেহারায় বিরক্তি। নর্টন হতাশ, কিন্তু এখনও তিনি বলতে চাচ্ছেন, ঠিক কাজটাই করা হয়েছে। "হোক, কিয়েস, আমরা খুব একটা খারাপ করিনি।"

"আপনি খুব একটা ভালোও করেননি।"

"যাইহোক, আমরা বোকার মতো কিছু করিনি।"

"এখন কী?"

"এখন? আমরা প্রাকটিসই অনুসরণ করবো। অপেক্ষা করবো এবং অস্বীকার করবো দায়টা। দুর্ঘটনার প্রমাণ হয়নি, সে ভিত্তিতে। তখন মহিলা প্রমাণ করুক সত্য-মিথ্যা। যদি সে প্রমাণ করতে পারে, তখন দেখা যাবে কী করা যায়।"

"আপনি ডুবেছেন।"

"আমি জানি, আমি ডুবেছি। কিন্তু আমি ওটাই করবো।"

"আপনি জানেন আপনি ডুবেছেন বলে কী বোঝাতে চাচ্ছেন?"

"আসলে আমি পুলিশের সাথে এ নিয়ে কথা বলেছিলাম। ওদের বলেছিলাম আমাদের খুনের সন্দেহ হচ্ছে। ওরা বলল, ওদেরও হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু ওদের আর এই সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে খতিয়ে দেখা হয়েছে। ওদের কাছেও আপনার মতো বই আছে, কিয়েস। ওরা জানে মানুষ কীভাবে খুন করে, আর কীভাবে করে না। এমনটা কখনও জানা যায়নি, কেউ কখনও ধীর-গতিতে চলন্ত কোনো ট্রেন থেকে কাউকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিয়ে খুন করেছে বা করতে চেয়েছে। আপনার মতো একই কথা বলছে ওরা। খুনি–যদি ধরা হয় একজন ছিল–কীভাবে নিশ্চিত হলো যে লোকটা মরবেই? ধরুন, লোকটা শুধু আহত হতো? তাহলে কী হতো? না, ওরা নিশ্চিত হয়ে বলেছে, অমন কিছু নয়। এটা শুধু অদ্ভুত একটা কেস। এই যা।"

"ওরা কি ওই ট্রেনের সবার জবানবন্দি নিয়েছে? এমন কেউ ছিল না যার সাথে লোকটার স্ত্রীর কোনো পরিচয় আছে? ও খোদা, মি. নর্টন, এ কথা বলবেন না যে, ওরা ওগুলো না খতিয়েই সন্দেহটা বাতিল করেছে। আমি আপনাকে বলছি, ওই ট্রেনে অন্য কেউ ছিল!"

"ওরা এর চেয়েও ভালো কাজ করেছে। অবজার্ভেশন ডেকে দেখাশোনার

BanglaBook.org

যে লোক থাকে, তার সাথে কথা বলা হয়েছে। সে বলেছে, অন্য কেউ ছিল না। যদি থাকতো, তবে তার চোখে পড়তো। যাত্রার শুরু থেকে মি. নার্ডলিঙারের পর আর কেউ ঢোকেনি। তার অবশ্য মনে আছে, ট্রেন ছাড়ার দশ মিনিট আগে জ্যাকসন নামের লোকটা ওখানে যান। তারপরেই পঙ্গু লোকটা। এরপর জ্যাকসনের চলে আসাটা তার মনে আছে। কিছুক্ষণ পর, জ্যাকসন আবার একটা ব্রিফকেস হাতে ওখানে যান ও ফিরে আসেন।

"জ্যাকসন লোকটা সাথে সাথে নার্ডলিঙ্গার সাহেবের উধাও হয়ে যাওয়া রিপোর্ট করেননি। তিনি ভেবেছিলেন, উনি হয়তো ওয়াশরুমে গেছেন বা ওরকম কিছু। মধ্যরাতের সময় যখন তার ঘুম আসে, তিনি তখনও বিফকেসটা নিয়ে বসে আছেন, অথচ নার্ডলিঙ্গার সাহেবের কোনো পাত্তা নেই। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, ব্যাপারটা জানানো দরকার। সাথে সাথে কন্ডাক্টরকে সব বললেন। পাঁচ মিনিট পর সান্তা বার্বারায় ট্রেন থামলে সেই কন্ডাক্টর লস এঞ্জেলসের ইয়ার্ড মাস্টারের কাছ থেকে তার পেলেন যে, নার্ডলিঙ্গার সাহেবের মালপত্র সব জব্দ করতে হবে। লোকটা ট্রেন থেকে পড়ে গেছে। আমরা ডুবেছি, কিয়েস। ব্যাপারটা আসলে দুর্ঘটনাই।"

"এটা যদি দুর্ঘটনাই হয়, তাহলে আপনি মহিলাকে অর্থ পরিশোধ করছেন না কেন?"

"একটা মিনিট দাঁড়ান, কিয়েস। একটা মিনিট দাঁড়ান...এটা আমি ভাবছি। এটা পুলিশও ভাবছে। কিন্তু ব্যাপারটা আত্মহত্যা বলে চালাবার মতো আরও প্রমাণ আছে–"

"কিছু নেই।"

"যথেষ্ট হয়েছে, কিয়েস। আমি এ কোম্পানির অংশীদারদের কাছে ঋণী। মামলাটা ওরা কোর্টে পেশ করুক। তারপর জুরিরা রায় দেবে। আমি হয়তো ভুল হতে পারি। পুলিশও হয়তো ভুল হতে পারে। মামলাটা ট্রায়ালে আসতে আসতে আমাদের হয়তো আরও সুযোগ আসবে। আর আমি এটুকুই করতে যাচ্ছি। জুরিরাই সিদ্ধান্ত নিক। যদি তারা সিদ্ধান্ত দেয় আমাদের দায় আছে, তাহলে আমি মহিলাকে অর্থ পরিশোধ করবো, খুশি মনেই করবো। তবে আমি তো তাকে উপহার দেবার মতো টাকাটা দিতে পারি না।"

BanglaBook.org

"যদি আপনি আত্মহত্যার অভিযোগ আনেন, তাহলে তাই করতে হবে।"

"দেখা যাবে তা।"

"হ্যা, দেখা যাবে।"

*

কিয়েসের সাথে আমি তার অফিসে ফিরলাম। সে থাবা মেরে লাইট জ্বালিয়ে দিলো।

"দেখবে সে। আমি অনেকগুলো কেস সামলেছি, হাফ। আর আপনিও যখন অতগুলো কেস সামলাবেন, আপনিও বুঝবেন। কীভাবে বুঝবেন জানি না, কিন্তু বুঝবেন...এটা একটা খুন। কুলিটার সাথে কথা বলা হয়েছে, আসলেই হয়েছে? মনে হয় না ভালোভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে। ওরা কীভাবে জানলো বাইরের কেউ ট্রেনে ওঠেনি? ওরা কীভাবে জানলো–"

সে থামলো, আমার দিকে তাকালো একবার, তারপর পাগলের মতো গালি-গালাজ করতে লাগলো। "আমি ওই শালাকে বলিনি? শুরু থেকেই আমি অপদার্থটাকে বলিনি ওই মহিলাকে চাপ দিতে? গর্দভটাকে বলিনি যে, কোনো তদন্ত না করে মহিলাটাকে অ্যারেস্ট করাতে? বলিনি ওই শালাকে–"

"মানে কী, কিয়েস?" আমার বুকটা ধুপধুপ করছে। প্রচণ্ড জোরে।

"সে ট্রেনে ওঠেইনি!"

গজরাচ্ছে সে, টেবিলে থাপর মারছে। "লোকটা মোটেও ট্রেনে ওঠেনি! অন্য কেউ তার ক্রাচদুটো নিয়ে তার বদলে ট্রেনে উঠেছে। অবশ্যই। আর সেই লোকটারই জ্যাকসনকে পিছ ছাড়াতে হতো। যে জায়গায় লাশটা ফেলার কথা, সে জায়গায় কেউ তাকে জীবিত দেখলে কি হতো? না। আর এখন ওই পাক্কা শনাক্তকরণগুলো–সব আমাদের বিরুদ্ধে..."

"তাতে কী?" জানি সে কী বুঝিয়েছে। তদন্তে ওই শনাক্তিকরণগুলোর ব্যাপারে আমি শুরু থেকেই ভেবেছি। সে কারণেই সাবধান ছিলাম, কেউ যেন আমার মুখ ভালো করে দেখতে না পায়। আমি জানতাম, ক্রাচ, ভাঙা পা, চশমা ও সিগার হলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

"প্রতক্ষদর্শীগুলো আর কত ভালো করে মানুষটাকে দেখেছে? কয়েক সেকেন্ড হয়তো, অন্ধকারে, তাও তিন চারদিন আগে। তারপর কিনা মর্গের ডাক্তার চাদর তুলে লাশটাকে দেখালো, আর বিধবা মহিলা বলল, হ্যাঁ, ওই তো; বাকি লোকগুলোও অবশ্যই একই কথা বলবে। এখন আমাদের অবস্থা দেখো! নর্টন যদি মহিলার বিরুদ্ধে শুরুতেই অভিযোগ আনতো, তাহলে ওই শনাক্তকরণগুলি নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতো। পুলিশের চোখ খুলে যেতো, আর আমরাও কিছু না কিছু পেতাম। কিন্তু এখন...! শালা ওই মহিলাকে মামলা করতে দিচ্ছে। এখন শুধু ওই শনাক্তকরণগুলি নিয়ে প্রশ্ন তুলুক। অসম্ভব। সাক্ষিগুলির কেউ এখন জবান পাল্টালে যেকোনো উকিল তাকে শুলে চড়াবে। হাতের বাইরে চলে গেছে ব্যাপারটা। পুরোনো নর্টন বেঁচে থাকলে আমি যা বলেছিলাম, তাই করতেন! কেন, হাফ, এমন কেন? পুরোনো নর্টন এতক্ষণে মহিলার স্বীকারোক্তি নিয়ে ছাড়তেন। মহিলা অপরাধ স্বীকার না করে পার পেতো না। এতক্ষণে ফোলসমের কারাগারে যাবজ্জীবন সাজা ভুগতো। আর এখন আমাদের অবস্থা দেখো। একটাবার দেখো! ব্যাপারটার সমাধান হয়ে গেছে এবং আমরা হেরেছি। আমরা হেরে গেছি...তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি, হাফ। ওই শালা যদি এই কোম্পানি চালাতে থাকে, তাহলে কোম্পানির মার নিশ্চিত। ওরকম আরও কয়েকটা ধাক্কা সামলাতে হলে এই কোম্পানি কখনওই টিকে থাকতে পারবে না। পঞ্চাশ হাজার বাক, আর পুরোটাই বোকামি করে খোয়ানো। বাল! গর্দভের মতো কাজ।"

আলোগুলো আমার চোখে অদ্ভুতভাবে খেলছে। কিয়েস আবার বকতে শুরু করল, নার্ডলিঙ্গারকে কীভাবে মারা হয়েছে, তা নিয়ে। সে বলল, এই লোকটা, সে যেই হোক না কেন, তার বগিটা বারব্যাঙ্কে ছেড়ে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েছিল। মহিলাকে সে বলেছিল সেখানে দেখা করতে। লোকটার গাড়ি আগে থেকেই সেখানে রাখা ছিল। পরে মহিলাও গাড়িতে করে নার্ডলিঙ্গার সাহেবের লাশ নিয়ে গিয়েছিল সেখানে। লোকটা জানতো, বারব্যাঙ্কে আসতে ও ফিরে যেতে মহিলার সময় লাগবে। এজন্য সে মহিলাকে ১০:২০ এ ড্রাগস্টোরে একটা আইসক্রিম কিনিয়ে নিয়েছিল। মানে দেরি হবার ব্যাপারটাও সে হাতে রেখেছে। কীভাবে কাজটা করা হলো, কিয়েস সেটা

BanglaBook.org

পুরোপুরি ঠিক ধরেনি, কিন্তু সে সত্যের এতটা কাছে চলে গেছে যে, আমার ঠোঁট অসাড় হয়ে শুধু তার কথাগুলো শুনতে হলো।

"আচ্ছা, কিয়েস, আপনি কী করতে যাচ্ছেন?"

"...ঠিক আছে, ওই নচ্ছারটা যদি মহিলাকে অপেক্ষা করাতে চায়, চায় যে, মহিলা মামলা করুক–তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। গাধাটা যদি বসে বসে লোকটার কার্যক্রম বের করতে চায়, সে কেন আত্মহত্যা করল, তাতেও আমার সমস্যা নেই। আমি মহিলার ওপর নজর রাখবো। তার প্রতিটা পদক্ষেপ, প্রতিটা কাজ–আমি সবকিছুরই হিসেব রাখবো। আগে বা পরেই হোক ওই লোকটাকে বের হয়ে আসতে হবে। ওদের নিজেদের মধ্যে দেখা করতে হবে। আর যত তাড়াতাড়ি আমি জানবো, লোকটা কে, তারপর দেখবে। অবশ্যই! মামলা করুক মহিলা! এরপর সে যখন কাঠগড়ায় দাঁড়াবে, বিশ্বাস করো, হাফ, নর্টন শালা জবানবন্দিটা আসলেই খাবে। মহিলাকে দিয়ে বলানো ওই লোকটার প্রত্যেকটা কথাই খাবে। পুলিশও কিছু খেতে পারে। আহ না। আমার বলা শেষ হয়নি।"

*

কিয়েস আমাকে ধরে ফেলেছে, আর আমি এটা জানি। ফিলিস যদি মামলা করে এবং কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়, তবে খোদাই জানেন, কী হবে। যদি ও মামলা না করে, তাও ব্যাপারটা হবে আরও খারাপ। পলিসির টাকাটা ওর আদায়ের চেষ্টা না করা এতটাই খারাপ দেখাবে যে, হয়তো পুলিশও নাক গলাতে পারে। ফিলিসকে আমার কল দেবার সাহস হচ্ছে না। কারণ, আমার জানামতে ওর ফোনটাতেও এখন আঁড়িপাতা থাকতে পারে।

সে রাতেও আমি তাই করছিলাম, অন্য রাত দুটোয় যা করেছি। তদন্ত নিয়ে ভাবছি। ইতোমধ্যেই কনইয়াকের(মদ বিশেষ) সোয়া লিটার গিলে ফেলেছি, কিন্তু কিছু মনে হচ্ছে না। পা গুলো অদ্ভুত লাগছে, কান ভনভন করছে, কিন্তু আমার চোখগুলো অন্ধকারে তাকিয়ে, আর আমার মস্তিষ্ক উল্টে

BanglaBook.org

পাল্টে দেখছে, সামনে কী করতে যাচ্ছি। তবে তা আমার জানা নেই। ঘুমোতে পারছি না, খেতে পারছি না। এমনকি মদও খেতে পারছি না একটু।

*

তার পরের রাতে ডিনারের একটু পর ফিলিসের কল এলো। ফিলিপিনো মাত্রই চলে গেছে। ফোনটা ধরতে ভয় লাগছে খুব, যদিও জানি ফোনটা আমাকে ধরতেই হবে।

"ওয়াল্টার?" বলল ও।

"হ্যাঁ, আগে বলো, তুমি কোথায় আছো? বাড়িতে?"

"একটা ড্রাগস্টোরে আছি।"

"ও, আচ্ছা, তাহলে বলে যাও।"

"লোলা একটু অদ্ভুত আচরণ করছে। আমিও আমার নিজের ফোনটা আর ব্যবহার করতে চাই না। তাই গাড়ি চালিয়ে বড় রাস্তায় এলাম।"

"লোলার কী হলো?"

"ওই হিস্টেরিয়ার মতন কিছু একটা। ধাক্কাটা ওর জন্য মারাত্মক ছিল।"

"আর কিছু না?"

"আমার মনে হয় না।"

"ঠিক আছে, বলো। আর তাড়াতাড়ি বলো। কী কী হয়েছে?"

"বিশ্রী অবস্থা। তোমাকে কল করতে ভয় হচ্ছিলো। প্রাতকৃত্য পর্যন্ত আমার বাড়িতে থাকতেই হতো।"

"আজকে ছিল প্রাতকৃত্য?"

"হ্যাঁ, তদন্তের পর।"

"বলে যাও।"

"এরপর যা, আগামীকাল আমার স্বামীর সেফ ডিপোজিট বক্সটা খোলা হবে। ওটা নিয়ে নাকি স্টেটের কী করার আছে? ওই উত্তরাধিকার ট্যাক্সের ব্যাপারে।"

"তা ঠিক। পলিসির কাগজপত্র কি ওখানে?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, প্রায় এক সপ্তাহ আগে আমি ওগুলো ওখানে রেখেছি।"

"ঠিক আছে, তাহলে তুমি যা করবে–কাজটা তোমার লয়ারের অফিসে হবে, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তুমি সেখানে যাও। স্টেট ট্যাক্সের লোকটাও সেখানে থাকবে। ৬৮ নম্বর ধারা অনুসারে সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে লোকটাকে। ওরা পলিসিটা খুঁজে পেলে তুমি তোমার লয়ারকে সেটা দাও। তাকে নির্দেশ দাও তোমার ক্লেইমের দাবি জানাতে। সেটা না করা পর্যন্ত আর কিছু করা যাবে না।"

"ক্লেইমের দাবি জানাবো।"

"হ্যাঁ, জানাবে। তবে একটা কথা শোনো, ফিলিস। কথাটা আবার লয়ারকে এখনই বলো না। আসলে টাকাটা ওরা দেবে না।"

"কী!"

"ওরা টাকাটা দেবে না।"

"ওদের কি টাকা দিতে হবে না?"

"ওরা ভাবছে এটা আত্মহত্যা। ওরা চায় তুমি মামলা করো, জুরির হাতে এটা ছেড়ে দাও। তারপর, যদি জুরি রায় দেয় ব্যাপারটা আত্মহত্যা নয়, তাহলে ওরা টাকা দেবে। কথাগুলো এখনই তোমার লয়ারকে বলো না। পরে সে এটা নিজে নিজেই বের করবে। মামলা করতে চাইবে, তখন তুমি তাকে করতে দেবে। তাকে অবশ্য টাকা দিতে হবে, তবে এটাই আমাদের একমাত্র সুযোগ। এখন ফিলিস, আরেকটা জিনিস।"

"হ্যাঁ, বলো?"

"আমি তোমার সাথে দেখা করতে পারব না।"

"কিন্তু আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই।"

"এখন আমাদের দেখা করার কথা চিন্তাও করা যাবে না। ওরা আশা করছে আত্মহত্যার, তবে খুনের ব্যাপারে সন্দেহ করে আছে। তুমি আর আমি যদি দেখা করি, তখন হয়তো ওরা এত তাড়াতাড়ি সত্যিটার নাগাল পাবে যে, তোমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসবে। তোমার ওপর নজর রাখবে ওরা, কিছু

BanglaBook.org

পায় কিনা দেখার জন্য। খুব বেশি দরকার না হলে আমার সাথে তোমার মোটেও যোগাযোগ করার দরকার নেই। দরকার হলে বাড়িতে কল দেবে। কোনো দোকান-টোকান থেকে। তবে, পর পর একই জায়গা থেকে না। বুঝতে পেরেছো?"

"ও খোদা, তোমার কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে।"

"আমি নিজেও ভয়ে আছি। অনেক। তুমি যতটা ভাবছো, তার চেয়েও বেশি জানে ওরা।"

"তাহলে ব্যাপারটা আসলেই গুরুতর?"

"হয়তো না, তবে আমাদের সতর্ক হতে হবে।"

"তাহলে হয়তো আমার মামলা না করাই ভালো।"

"তোমাকে মামলা করতে হবে। মামলা না করলে আমরা ডুবেছি।"

"ও।" একটু সময় নিলো ও। মনে হয় ভাবলো। তারপর বলল, "ও হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।"

"মামলা করো। তবে সাবধান, লয়ারের সাথে ভেবে চিন্তে কথা বলবে।"

"ঠিক আছে। তুমি কি আমাকে এখনও ভালোবাসো?"

"তুমি জানো, আমি বাসি।"

"আমার কথা তুমি ভাবো? সব সময়?"

"সব সময়।"

"অন্য কিছু নেই তো?"

"আমার জানামতে নেই। এবার খুশি তো?"

"মনে হয়।"

"তোমার মনে হয় ফোনটা রাখা উচিত। কেউ হয়তো এসে পড়বে।"

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমাকে পিছ ছাড়াতে চাইছো।"

"কমন সেন্স শুধু।"

"ঠিক আছে। সবকিছু মিটে যেতে কত সময় লাগবে?"

"জানি না। মনে হয় ভালোই লাগবে।"

"তোমাকে দেখা জন্য পাগল হয়ে আছি।"

"আমিও। কিন্তু আমাদের সাবধান হতে হবে।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে–ভালো থেকো তাহলে। বাই।"

"আচ্ছা, ভালো থেকো। বাই।"

*

ফোনটা রাখলাম। একটা খরগোশ যেমন একটা ঠকঠকি সাপকে ভালোবাসে, আমিও তেমনি ওকে ভালোবাসি। সে রাতে আমি এমন একটা কাজ করলাম যেটা গত কয়েক বছরে করিনি, সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থণা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৩

প্রায় এক সপ্তাহ পর নেটি আমার অফিসে ঢুকে দরজাটা ঝট করে বন্ধ করল। "ওই মিস. নার্ডলিঙ্গার আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন, মি. হাফ।"

"ওকে একটু অপেক্ষা করাও। আমার একটা কল করতে হবে।"

মেয়েটা বাইরে গেল। আমি কল করলাম। আমার কিছু একটা করতে হতো। বাড়িতে কল করে ফিলিপিনোকে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ কি কল করেছিল। ছেলেটা বলল, না। তারপর নেটিকে বললাম মেয়েটাকে ভেতরে পাঠাতে।

গতবার যখন মেয়েটাকে দেখেছিলাম, তার থেকে ভিন্ন লাগছে। তখন ওকে একটা বাচ্চার মতো লাগছিল। আর এখন লাগছে এক মহিলার মতো। তার আংশিক হয়তো কালো জামাটার কারণে, কিন্তু যে কেউই বুঝতে পারবে, গত কয়েকদিনের ধাক্কায় ওর বয়সটা হঠাৎ বেড়ে গেছে। আমার অস্বস্তি লাগলো, তারপরও একটু ভালো লাগলো যে, মেয়েটা আমাকে পছন্দ করে। আমি ওর সাথে হ্যান্ডশেক করে ওকে বসালাম। জিজ্ঞেস করলাম ওর সৎ মা কেমন আছে। সবকিছু বিবেচনা করে ঠিকই আছে, বলল ও। তারপর আমি বললাম, ঘটনাটা খুব বাজে হয়েছে, একটা শক পেয়েছি শুনে। "তারপর মি. সাচেটি?"

"আমি সাচেটিকে নিয়ে কথা বলতে চাই না।"

"আমি ভেবেছিলাম তোমরা বন্ধু।"

"আগে ছিলাম।"

মেয়েটা উঠে জানালার বাইরে তাকালো, তারপর আবার এসে বসলো। "মি. হাফ, আপনি আমার জন্য একবার করেছেন, অন্তত আমার মনে হয়েছে কাজটা আমার জন্য–"

"তাই বটে।"

BanglaBook.org

"এরপর থেকে সবসময় আমি আপনাকে একজন বন্ধু ভেবেছি। সেজন্যই আপনার কাছে আসা। আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই–একজন বন্ধু হিসেবে।"

"নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু শুধু বন্ধু হিসেবেই, মি. হাফ, এই-সেই-কেউ হিসেবে নয়–ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা নিয়ে। আর আমি চাই কথাগুলো গোপন থাকুক, কেউ যেন না জানে। বোঝা গেছে, মি. হাফ?"

"বুঝেছি।"

"একটা জিনিস আমি ভুলে যাচ্ছি। আপনাকে আমার ওয়াল্টার ডাকার কথা।"

"আর তোমাকে আমার লোলা ডাকার কথা।" বলে হাসলাম।

"ব্যাপারটা অদ্ভুত, আপনার সাথে আমি কত সহজ হতে পারি।"

"বলে যাও।"

"আমার বাবা সম্পর্কে বলতাম।"

"হ্যাঁ, বলো?"

"আমার বাবার মৃত্যুটা। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এর পেছনে অবশ্যই কিছু আছে।"

"তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না, লোলা। মানে কী বোঝাতে চাইছো? এর পেছনে কিছু আছে?"

"আপনি জানেন না আমি কী বোঝাচ্ছি?"

"তুমি কি তদন্তে ছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"এক-দুজন সাক্ষি ছিল, পরেও অনেক লোক আমাদের বলেছে, তোমার বাবা হয়তো...আত্মহত্যা করেছে। তুমি কি তাই বোঝাচ্ছো?

"না, ওয়াল্টার, এটা না।"

"তাহলে কী?"

"বলতে পারব না। আমি আমাকে দিয়ে কথাটা বলাতে পারব না। আর ব্যাপারটা খুব জঘন্য। কারণ, এবারই প্রথম না যে, আমার এমন চিন্তা

BanglaBook.org

এসছে। এবারই প্রথম নয়, আমি এমন সন্দেহের যন্ত্রণায় ভুগছি। অন্যরা যা ভাবছে, তা বাদেও হয়তো অন্য কিছু আছে।"

"আমি এখনও তোমার কথা বুঝলাম না।"

"আমার মা।"

"হ্যাঁ?"

"সে মারা যাবার সময়ও আমার একই অনুভূতি হয়েছিল।"

আমি অপেক্ষা করলাম। মেয়েটা বার কয়েক ঢোক গিললো। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে ভেবে এসেছে কিছু বলবে না। তারপরও যেন নিজের মন বদলিয়ে আবার বলতে শুরু করল।

"ওয়াল্টার, আমার মায়ের ফুসফুসের সমস্যা ছিল। একটা কারণে লেক অ্যারোহেডে একটা ছোট চালাঘর ছিল আমাদের। এক উইকএন্ডে, শীতের মাঝামাঝি, আমার মা তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবীকে নিয়ে চালাঘরটায় বেড়াতে যায়। ব্যাপারটা শীতকালীন খেলাধূলা চলাকালীন সময়ের ঘটনা। ওখানে তখন সবকিছু জীবন্ত ছিল। এরপর আমার মা আমার বাবাকে টেলিগ্রাম করে যে, সে ও তার বান্ধবী ওখানে এক সপ্তাহ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাবা আর এটা নিয়ে তেমন চিন্তা করেনি। মাকে ডাকের মাধ্যমে কিছু টাকা পাঠায়। আর বলে, মায়ের যতদিন ইচ্ছা সেখানে থাকতে পারে; বাবা ভাবছিল এতে হয়তো মায়ের ভালোই হবে। ওই সপ্তাহের বুধবার মায়ের নিউমোনিয়া হয়। শুক্রবার হতে হতে অবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। মার বান্ধবী তুষার ঝড়ে বারো মাইল হেঁটে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ডাক্তার আনতে যায়–চালাঘরটা হোটেলগুলোর কাছাকাছি ছিল না। ওটা লেকের অন্যপাশে, ঘুরো পথে বেশ দূর। মহিলা ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে হোটেলে পৌছায়। এতটাই ক্লান্ত যে, তাকে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে পাঠাতে হয়। তারপর এক ডাক্তার আমার মায়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। লোকটা যখন চালাঘরটায় পৌছায়, আমার মার তখন যায়-যায় অবস্থা। সে আর মাত্র আধা ঘন্টা বেঁচে ছিল।"

"আচ্ছা?"

"আপনি কি জানেন সেই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী কে ছিল?"

BanglaBook.org

আমি জানি। আমার পিঠে সেই একই রকমের পরিচিত খচখচে অনুভূতিটা হচ্ছে। কিন্তু বললাম, "না।"

"ফিলিস।"

"...আচ্ছা?"

"মহিলা দুটো ওই চালাঘরে কী করছিল, পুরোটা সময়, ওই কনকনে শীতে? ওরা কেন অন্যদের মতো হোটেলে উঠলো না। কেন আমার মা ফোন না করে টেলিগ্রাম করল?"

"মানে বলছো, তোমার মা টেলিগ্রাম করেননি?"

"আপনি অবশ্য জানেন না আমি কী বোঝাচ্ছি, বরং ব্যাপারটা হয়তো আপনার কাছে অদ্ভুত লাগছে। কিন্তু ভেবে দেখুন, ফিলিস কেন অতটা দূরত্ব পায়ে হেঁটে ডাক্তার ডাকতে গেল? সে কেন কোথাও দাঁড়িয়ে ফোন করল না? কিংবা সে কেন তার স্কেট-শু পরে লেক দিয়ে আসলো না? তাতে তার বড়জোর আধ ঘন্টা লাগতো, সে খুব ভালো স্কেট করে। সে কেন তিন ঘন্টার ওই লম্বা পথটা বেছে নিলো? সে কেন আগেভাগে ডাক্তার ডাকতে গেল না?"

"কিন্তু এক মিনিট দাঁড়াও। ডাক্তারকে তোমার মা কী বলেছিল, লোকটা যখন–"

"কিছুই না। মা তখন প্রলাপ বকছিল। তাছাড়া, পাঁচ মিনিট বাদেই ডাক্তার তাকে অক্সিজেন মাস্ক পরিয়ে দেয়।"

"কিন্তু এক মিনিট, লোলা। যতই হোক, ডাক্তার তো ডাক্তারই। আর যদি তোমার মায়ের নিউমোনিয়া হয়ে থাকে–"

"ডাক্তার অবশ্যই ডাক্তার, কিন্তু আপনি ফিলিস সম্পর্কে জানেন না। আমি বলতে পারি, কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে। আর প্রথমত, সে একজন নার্স। লস এঞ্জেলস্ শহরের সবচেয়ে ভালো নার্সদের একজন। ওভাবেই আমার মায়ের সঙ্গে তার দেখা। আমার মা তখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিল। সে একজন নার্স, আর ফুসফুসীয় অসুখগুলোতে দক্ষ। বিপদের সময় হলে সে জানতো, ডাক্তারদের মতো বুঝতে পারতো সমস্যা গুরুতর কিনা। কীভাবে নিউমোনিয়া বাঁধাতে হয় সেটাও সে জানতো।"

"এটা বলে তুমি কী বোঝাতে চাইছো?"

BanglaBook.org

"আপনি ভাবছেন, ফিলিস আমার মাকে রাতে বাইরে রাখতে পারবে না? ওই ঠান্ডায়? মাকে ওই ঠান্ডায় বাইরে রাখলে জমে আধমরা হয়ে যেতো। আপনি ভাবছেন ফিলিস তা করবে না? তাকে যতই আন্তরিক, মিষ্টি ও কোমল দেখাক, আপনি কি মনে করেন সে শুধু তাই? আমার বাবা ওটা ভাবে। সে মনে করে ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক, ফিলিস যেভাবে মায়ের জীবন বাঁচাতে অতটা দূরত্ব পারি দিয়েছে। সেজন্যই এক বছরের মাথায় বাবা তাকে বিয়ে করে। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। দেখুন–আমি তাকে চিনি। ঘটনাটা শোনার সাথে সাথেই আমার মাথায় প্রশ্নগুলো আসে। আর এখন–এই ঘটনা।"

"এখানে আমি কী করব?"

"আমার কথা শোনা ছাড়া এখনও তেমন কিছু না।"

"তুমি যা বলছো, তা কিন্তু বেশ সাংঘাতিক। বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আমার মনে হয়, আমি জানি তুমি কী বোঝাচ্ছো।"

"আমি তাই বোঝাচ্ছি, ওয়াল্টার। আমি আসলে তাই বোঝাচ্ছি।"

"যাইহোক, আমি যতটুকু বুঝলাম, তোমার মা কিন্তু ঘটনার সময় তোমার বাবার সাথে ছিল না।"

"সে তো আমার মায়ের সাথেও ছিল না। ঘটনার সময়। কিন্তু তার আগে ছিল।"

"আমাকে কি এটা নিয়ে একটু ভাবতে দেবে?"

"প্লিজ, তাই করুন।"

"তোমাকে আজ একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

"তা একটু। তবে, আমি কিন্তু আপনাকে সবকিছু বলিনি।"

"আর কী?"

...আমি আপনাকে বলতে পারব না। আমি তো নিজেকেও বিশ্বাস করাতে পারছি না। আর এখনও...কিছু মনে করবেন না, ওয়াল্টার। এখানে এভাবে আসার জন্য মাফ করবেন। কিন্তু আমার খুব কষ্ট লাগছে।"

"তুমি কি অন্য কাউকে এ নিয়ে কিছু বলেছো?"

"না, কিচ্ছু না।"

BanglaBook.org

"মানে বলছি–তোমার মা সম্পর্কে? এর আগে?"

"একটা শব্দও না, কাউকে না, কখনওই না।"

"তোমার জায়গায় আমি হলে, আমিও বলতাম না। আর বিশেষ করে তো তোমার সৎ মাকে।"

"ঠিক তাই, আমি এখন আর বাড়িতেও থাকছি না।"

"বলো কী?"

"হলিউডের পাশে আমি একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছি। অল্প একটু আয় আছে আমার। আমার মায়ের সম্পত্তি থেকে। খুবই অল্প। তাই বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। আমি আর ফিলিসের সাথে থাকতে পারব না।"

"ও।"

"আমি কি আবার আসতে পারব?"

"আমি এখন তোমাকে জানাবো, কখন আসবে। তোমার নম্বরটা আমাকে দাও।"

*

বিকেলে আধঘন্টা চেষ্টা করে মনটা স্থির করলাম কিয়েসকে বলব কিনা। আমি জানি, তাকে বলা উচিত, অন্তত আমার নিজের নিরাপত্তার জন্যই। এটা এমন কিছু নয় যে, আদালতে এর এক ফোঁটা মূল্য আছে। কথাগুলো আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে তেমন মূল্যায়ন পাবে না। কারণ, ব্যাপারটায় আদালতকে ছাড় দিতে হবে। একবারে একটি জিনিস নিয়েই কাজ করতে হবে ওদের, এমন কিছু নিয়ে নয়, যা কেউ সন্দেহ করছে এবং সেটা দু'তিন বছর আগে ঘটে গেছে। তবে কথাগুলো এমন যে, কিয়েস যদি পরে জানে, আমি এগুলো জানতাম এবং তাকে বলিনি, তাহলে ব্যাপারটা খুব খারাপ দেখাবে। আর এই মেয়ে আমাকে বলেছে অন্য কাউকে না বলতে, বা আমি একে কথা দিয়েছি–ব্যতীত আমার কাছে কোনো ভালো কারণও নেই।

প্রায় চারটার সময় কিয়েস আমার অফিসে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

BanglaBook.org

"জানো, হাফ, লোকটাকে দেখা গেছে।"

"কাকে?"

"নার্ডলিঙ্গার কেসের লোকটা।"

"কী!"

"সে এখন ঘন ঘন কল করছে। এক সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ রাত।"

"...কে সে?"

"যেই হোক। তবে সেই কালপ্রিট। এখন দেখো, আমি কী করি।"

*

ওই রাতে আমি আবার অফিসে কাজ করতে এলাম। আটটার সময় যখন জো পিট আমার ফ্লোরে চক্কর দিয়ে গেল, আমি সাথে সাথে কিয়েসের অফিসে চলে গেলাম। তার ডেস্কটা দেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওটা তালা দেয়া। তার স্টিলের ফাইল ক্যাবিনেটে দেখার চেষ্টা করলাম। তাতেও তালা। আমার সবগুলো চাবি দিয়েও কাজ হলো না। আমি হয়তো আশা ছেড়েই দিতাম, আর তখনই আমার ডিকটেশন মেশিনে চোখ পড়লো। কিয়েস ওগুলোর একটা ব্যবহার করে।

আমি ওটার কভার সরালাম। রেকর্ডটা এখনও চলছে। তিন-চতুর্থাংশ পূর্ণ হয়েছে এর। বাইরে গিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলাম যেন জো পিট নিচ তলায় থাকে। ফিরে এসে এয়ারফোনটা কানে গুঁজলাম। তারপর ছেড়ে দিলাম রেকর্ডিংটা। প্রথমে প্রচুর হাবিজাবি জিনিস এলো–দাবিদারকে দেওয়া চিঠি, কোনো এক আর্সনের মামলায় ইনভেস্টিগেটরদের দেওয়া নির্দেশনা, কোনো এক করণিককে মনে করিয়ে দেওয়া যে, তাকে ছাটাই করা হয়েছে। তারপর, হঠাৎ করে, এটা এলো:

মেমো, মি. নর্টনকে

সেলস এজেন্ট ওয়াল্টার হাফ

গোপনীয়–নার্ডলিঙ্গার ফাইল

BanglaBook.org

আপনার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে নার্ডলিঙ্গারের মামলায় যোগ আছে কিনা দেখার জন্য এজেন্ট হাফের ওপর নজরদারী করতে আমি একদম রাজী নই। সাধারণত, এরকম অন্যান্য কেসের মতো এই কেসেও স্বাভাবিকভাবেই এজেন্টকে সন্দেহ করা হয় এবং আমিও হাফের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অবহেলা করিনি। ঘটনাটা ও আমাদের রেকর্ডের প্রেক্ষিতে তার বক্তব্যগুলো মৃত লোকটার রেকর্ডের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। এমনকি তাকে না জানিয়ে, অপরাধের রাতে সে কোথায় ছিল, তা খতিয়ে দেখেছি। পুরো রাতটা সে বাড়িতেই ছিল। আমার মত হলো, তাকে সন্দেহের বাইরে রাখা হোক। তার মতো অভিজ্ঞ লোক যদি কোনোভাবে টের পায়, আমরা তার ওপর নজর রাখার চেষ্টা করছি, তাহলে হয়তো তার স্বতস্ফুর্ত সাহায্য আমরা হারিয়ে বসতে পারি, যেটা এ পর্যন্ত বেশ মূল্যবান ছিল। আমি আরও উল্লেখ করছি, তার রেকর্ডে কোনো জালিয়াতির কথা নেই। সেজন্যে কঠোরভাবে পরামর্শ দিচ্ছি যেন এই বুদ্ধিটা বাদ দেওয়া হয়।

মেশিনের কাঁটা তুলে জিনিসটাকে আবার প্লে করলাম। আমার ভেতরে কিছু একটা ঘটে গেল। ব্যাপারটা যে স্বস্তির, শুধু তা বোঝাচ্ছি না। বরং আরও কিছু আছে, যা আমি জানি না। আমার কেন যেন হাস্যকর অনভূতি হচ্ছে। কিন্তু এরপর, অন্যান্য কিছু অফিস সংক্রান্ত ব্যাপারের পর, এটা এলো:

গোপনীয়–নার্ডলিঙ্গার ফাইল।

সারমর্ম–ঘটনার পর ১৭ই জুন পর্যন্ত সপ্তাহগুলোর তদন্ত রিপোর্ট।

কন্যা লোলা নার্ডলিঙ্গার ৮ই জুন বাড়ি ছাড়ে। লিসি আর্মস, ইউকা স্ট্রিটে একটা দুই রুমের অ্যাপার্টমেন্ট নেয় সে। নজরদারীর কোনো প্রয়োজন নেই।

বিধবা ৮ই জুন পর্যন্ত বাড়িতেই ছিল। তারপর সে ট্যাক্সি করে এক ড্রাগস্টোরে গিয়ে একটা কল করে। পরবর্তী দুই দিনও বাইরে বের হয়। মার্কেটে মহিলাদের সামগ্রী বিক্রেতার দোকানে যায়।

১১ই জুন এর রাত, কল করা লোকটা ৮:৩৫ এ বাড়িতে আসে, ১১:৪৮

BanglaBook.org

এ চলে যায়। বিবরণ: লম্বা, কালো, বয়স ছাব্বিশ বা সাতাশ। এরপর ১২, ১৩, ১৪, ১৬ই জুন লাগাতার কল করে। প্রথমবারেই লোকটাকে অনুসরণ করা হয়। পরিচয় পাওয়া গেছে বেনিয়ামিনো সাচেটি বলে। নর্থ লা ব্রিয়া অ্যাভিনিউয়ের লাইল্যাক কোর্ট অ্যাপার্টমেন্টে থাকে।

লোলা আবার আমার অফিসে আসলে ভয় আছে। তবে যেহেতু ওর পিছে কেউ লেগে নেই, সেহেতু আমরা বাইরে কোথাও দেখা করতে পারি। আমি ওকে কল করে জিজ্ঞেস করলাম, ও আমার সাথে ডিনারে যাবে কিনা? ও বলল, যেতে পারলে ও খুব খুশি হবে। আমি ওকে সান্তা মনিকার মিরামারে নিয়ে গেলাম। ওকে বললাম, এমন কোনো জায়গায় খেতে ভালো লাগবে যেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়। তবে আসল কারণটা হলো আমি ওকে ডাউন টাউনের কোথাও নিয়ে যেতে চাই না। সেখানে হয়তো চেনা কেউ আমাকে দেখে ফেলতো।

খেতে খেতে ও কোন স্কুলে যেতো, পরে কেন আর কলেজে গেল না–আরও বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করলাম। ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন, কারণ আমরা দুজনেই চাপে ছিলাম, তারপরও ঠিকঠাক কথাবার্তা চললো। ওর কথাই হয়তো ঠিক। কোনো একভাবে আমরা একে অপরের পাশে থাকলে বেশ স্বস্তি অনুভব করি। গতবার ও আমাকে যা বলেছিল, তা নিয়ে তখন কিছু বলিনি। গাড়িতে উঠে সমুদ্রের দিকে একটু ঘুরতে যেতে যেতে ঠিক করলাম, এবার ওকে কিছু বলব।

"তোমার বলা কথাগুলো আমি ভেবে দেখেছি।"

"আমি কি কিছু বলতে পারি?"

"বলো।"

"আমি নিজে নিজে ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি। পুরোটা নিয়ে ভাবার পর আমার মনে হয়েছে, আমি ভুল বুঝেছিলাম। আর ব্যাপারটা খুব সাধারণ। আপনি যখন কাউকে মন দিয়ে ভালোবাসবেন, সে হঠাৎ আপনার কাছ থেকে চলে গেলে মনে হবে, কিছু একটা গড়বড় আছে, কেউ হয়তো আছে পেছনে। বিশেষ করে, যে আপনার পছন্দের নয়। ফিলিসকে আমি পছন্দ করি না। আমার মনে হয়, ব্যাপারটা খানিকটা হিংসা থেকে এসেছে। আমি আমার মাকে

BanglaBook.org

পাগলের মতো ভালোবাসতাম, আমার বাবাকেও বেশ। এরপর সে যখন ফিলিসকে বিয়ে করল–আমি জানি না, মনে হয়েছে কিছু একটা হয়েছে, যেটা হবার কথা ছিল না। আর তারপর–এই চিন্তাগুলো। স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়েছে, আমার বাবাকে বিয়ে করার জন্যই সে আমার মাকে মেরেছে। এরপর যখন এটা ঘটলো, তখন আবার মনে হলো। কিন্তু আমার হাতে তো কোনো প্রমাণ নেই, আছে? ব্যাপারটা উপলব্ধি করা আমার জন্য খুব কঠিন ছিল, কিন্তু আমি করেছি। পুরো ধারণাটা আমি সরিয়েছি মাথা থেকে। আশা করি, আপনিও ভুলে যাবেন, আমি আপনাকে কখনও এ নিয়ে কিছু বলেছি।"

"আমি একভাবে খুশি।"

"আমার মনে হয় আপনি ভাবছেন, আমি পাগল।"

"আমিও ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি। খুব ভালোভাবে। আর এত ভালোভাবে কারণ, এটা জানলে আমার কোম্পানির জন্য ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। কিন্তু হাতে কোনো প্রমাণ নেই। শুধুই সন্দেহ। আর তুমিও সেটুকুই বলছো।"

"আমি তো আপনাকে বললাম। আমি আর সেটা ভাবছি না।"

"তুমি পুলিশকে যা বলতে, যদি কিছু বলে থাকো, তা ইতোমধ্যেই তাদের রেকর্ডে আছে। তোমার মায়ের মৃত্যু, তোমার বাবার মৃত্যু–ওরা ইতোমধ্যেই যা জানে, তার বেশি তোমার জানা নেই। তাহলে কেন ওদেরকে বলা?"

"হ্যাঁ, আমি সেটা জানি।"

"তোমার জায়গায় থাকলে আমি কিছু করতাম না।"

"তাহলে আপনি আমার সাথে একমত, সন্দেহ করার মতো কিছু নেই?"

"হ্যাঁ, একমত।"

এতে ব্যাপারটার মিমাংসা হলো। কিন্তু–আমার এই সাচেটি সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে। আর এমনভাবে খোঁজ নিতে হবে যাতে ও টের না পায়, আমি খোঁজ নেবার চেষ্টা করছি।

"একটা কথা বলো তো। তোমার আর সাচেটির মধ্যে কী হলো?" মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি আপনাকে বলেছি, ওকে নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না।"

"ছেলেটার সাথে তোমার দেখা হলো কীভাবে?"

BanglaBook.org

"ফিলিসের মাধ্যমে।"

"ফিলিস...?"

"সাচেটির বাবা একজন ডাক্তার। আর আমার মনে হয় আমি আপনাকে বলেছিলাম, ফিলিস আগে নার্স ছিল। তো সাচেটি ফিলিসকে কল করে নতুন হতে যাওয়া কোনো একটা সংস্থায় যোগ দিতে বলে। কিন্তু ও যখন আমার প্রেমে পড়লো, ও আর বাড়িতে আসতো না। পরে যখন ফিলিস জানতে পারে আমি ওর সাথে দেখা করছি, সে আমার বাবাকে ওর সম্পর্কে যা-তা বলে। আমাকে ওর সাথে দেখা করতে বারণ করা হয়, কিন্তু তবুও আমি করেছি। আমি অবশ্য জানতাম, এর পেছনে কিছু একটা আছে। কিন্তু কী তা এর আগে খুঁজে পাইনি, যতদিন না–"

"বলে যাও। যতদিন না?"

"আমি বলতে চাই না। আমি বলেছি আপনাকে। 'হয়তো কিছু একটা আছে' এমন যেকোনো ধারণাই আমি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছি।"

"যতদিন না কী?"

"যতদিন না আমার বাবা মারা গেল। তারপর, হঠাৎ করে ওর আর আমার প্রতি কোনো আকর্ষণ রইলো না। ও–"

"হ্যাঁ?"

"ও ফিলিসের কাছে যেতে লাগলো।"

"আর–?"

"আপনি কি দেখতে পারছেন না, আমি কী ভাবছি? আপনার কি ওটা আমাকে দিয়ে বলাতেই হবে...? আমি ভেবেছি, হয়তো ওরা দুজনে মিলে কাজটা করেছে। আমার সাথে সাচেটির প্রেম চালাবার হয়তো কোনো কারণ ছিল, আমি জানি না কী–ফিলিসকে দেখে মনে হতো–যাতে ওরা ধরা না পড়ে।"

"কিন্তু আমি তো জানতাম, ঘটনার রাতে ছেলেটা তোমার সাথে ছিল।"

"ওর থাকার কথা ছিল। ইউনিভার্সিটিতে একটা নাচ ছিল আমাদের। আমি গিয়েছিলামও। ওর সাথে আমার সেখানে দেখা করার কথা। পরে ও খবর পাঠায়, ও নাকি অসুস্থ, আসতে পারবে না। আমি পরে বাস ধরে একটা সিনেমা দেখতে যাই। সেটার কথা অবশ্য কাউকে বলিনি।"

BanglaBook.org

"অসুস্থ, মানে কী বলছো?"

"ওর ঠান্ডা লেগেছিল, আমি সেটুকু জানতাম। ভালো রকমের ঠান্ডা। কিন্তু–প্লিজ, এ নিয়ে আর আমাকে কিছু বলাবে না। ব্যাপারটা আমি ভুলে যাবার চেষ্টা করছি। নিজেকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছি, এর পেছনে অন্য কিছু নেই। ও যদি ফিলিসের সাথে দেখা করে, সেটা আমার মাথাব্যথা না। যদিও আমার খারাপ লেগেছে। আর খারাপ না লাগলে সেদিন আপনাকে কথাগুলো বলতামও না। কিন্তু এটা ওর ব্যাপার। ও এটা করছে জন্যই ওর সম্পর্কে অমন কিছু ভাবার কোনো কারণ আমার নেই। সেটা ঠিক হবে না।"

"আমরা আর এ নিয়ে কথা বলব না।"

সে রাতে আমি আরও কিছুক্ষণ অন্ধকারে তাকিয়ে রইলাম।

আমি একটা লোককে খুন করেছি, আর সেটা এক নারী ও টাকার কারণে। টাকাটা আমি পাচ্ছি না। নারীটাকেও আমি পাচ্ছি না। সেই নারী এক খুনি, হারে হারে, আর সে আমাকে বোকা বানিয়েছে। সে আমাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে যেন সে অন্য এক পুরুষকে পেতে পারে। তার ওপর আমার বিরুদ্ধে তার কাছে এতগুলো প্রমাণ আছে যে, আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানো তার কাছে কোনো সমস্যাই না। আর যদি ওই লোকটা এর পেছনে থেকে থাকে, তাহলে আমাকে ফাঁসাতে সক্ষম লোক দুজন।

আমি অন্ধকারে উন্মাদগ্রস্তের হাসতে লাগলাম। লোলার সম্পর্কে ভাবলাম একবার। মেয়েটা কত মিষ্টি ও সুন্দর, অথচ আমি তার সাথে কত ভয়ংকর একটা কাজ করেছি। ওর সাথে আমার বয়সের পার্থক্যটা বের করলাম। মেয়েটার বয়স উনিশ এবং আমার বয়স চৌত্রিশ। মানে পনেরো বছরের ব্যবধান। তারপর আমি ভাবতে লাগলাম যদি ওর বয়সটা আসলে কুড়ির কাছাকাছি। ব্যবধানটা তাহলে চৌদ্দতে এসে দাঁড়ায়।

তৎক্ষণাৎ আমি লাইটটা জ্বালালাম।

আমি জানি এর মানে কী।

আমি মেয়েটার প্রেমে পড়েছি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

এসবের মধ্যেই ফিলিস তার ক্লেইম আবেদন করে। কিয়েস দায় নিতে অস্বীকার করে, দুর্ঘটনা প্রমাণিত না হওয়ার ভিত্তিতে। ফিলিস এরপর এক উকিলের মাধ্যমে মামলা করে। উকিলটা পরিচিত, এর আগে সবসময় ওর স্বামীর কাজ-কর্ম সামলেছে।

ও প্রায় আধ ডজনবার কোনো না কোনো ড্রাগস্টোর থেকে আমাকে কল করেছে আর আমি ওকে বলেছি কী করতে হবে। আমার অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, ওর কণ্ঠ শুনলেই অসুস্থ অসুস্থ লাগে; তবে আমার কিছু করারও নেই। আমি ওকে প্রস্তুত থাকতে বলেছি, আত্মহত্যা বাদেও ওরা অন্যকিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। অবশ্য সবকিছু ওকে বলিনি, ওরা কী ভাবছে বা কী কী করছে; কিন্তু খুনের বিষয়টা ওরা কোনো না কোনোভাবে সামনে আনবেই। অতএব ও যখন কাঠগড়ায় যাবে, এজন্য ওর প্রস্তুত থাকা ভালো। এতে ও ভয় পায়নি। মনে হলো, ও যেন প্রায় ভুলেই গেছে যে, একটা খুন করা হয়েছে। আর এমন ভান ধরে চলছে যে, কোম্পানি ওর অধিকার আদায় না করে ওর সাথে একটা নোংরা খেলা খেলছে। এটা অবশ্য মানুষের চরিত্রের একটা অদ্ভুত দিক, বিশেষ করে নারীদের চরিত্রের। তাতে আমারও সুবিধা হলো। অতগুলো বাঘা বাঘা উকিলের সামনে আমি ওর মনের এ অবস্থাটাই চাই। ও যদি ওর বক্তব্যে অটুট থাকে, কিয়েস যতই ঝামেলা করার চেষ্টা করুক না কেন, আমি এখনও দেখছি না ও কীভাবে ফাঁসবে?

*

সবকিছু হতে প্রায় একমাস লাগলো। এদিকে মামলাটার ট্রায়ালে আসার কথা বসন্তের শুরুতে।

ওই মাসটার পুরোটাই, সপ্তাহের তিন চার রাত আমি লোলার সাথে দেখা

BanglaBook.org

করেছি। ওর ঐ ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টায় কল করে ওকে ডেকে নিয়ে আমরা একসাথে ডিনারে যেতাম। তারপর বেরোতাম একটু ঘুরতে। ছোট একটা গাড়ি আছে ওর, তবে আমরা সাধারণত আমার গাড়িতেই যেতাম। ওর ব্যাপারে আমি পুরো পাগল হয়ে গেছি। সারাটা ক্ষণ আমার মাথায় ঘোরে, আমি ওর সাথে কী করেছি। আর ও যদি কখনও জানতে পারে, কতটা ভয়ংকর হবে সেটা।

ওর ব্যাপারে কিছু একটা আছে খুব মিষ্টি। আমরা খুব সহজেই মিশতে পারি। মানে বলছি, একসাথে থাকলে আমাদের খুব খুশি খুশি লাগে। অন্তত আমার লাগে। আর ওরও লাগে, আমি সেটা জানি। কিন্তু এরপর এক রাতে একটা ঘটনা ঘটে। সান্তা মনিকা থেকে তিন মাইল দূরে সমুদ্রগামী রাস্তায় আমরা গাড়ি পার্ক করেছি। কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে গাড়ি পার্ক করে একটু বসে থাকা যায়। আমরা ওরকম একটা জায়গায় বসে সমুদ্রের ওপর চাঁদটাকে দেখছি। শুনতে হাস্যকর লাগে, তাই না? যে আপনি সমুদ্রে ওঠা চাঁদ দেখছেন? দেখতেই পারেন। সমস্যা কী? সমুদ্র তটটা পূর্ব-পশ্চিম বরাবর, আর যখন আপনার বামদিক থেকে চাঁদটা ওঠে, দৃশ্যটা হয় দেখার মতোই। চাঁদটা সমুদ্র থেকে উঠতে না উঠতেই ও আমার হাতটা ধরলো। ও-ও নিশ্চয়ই...তবে ও দ্রুত হাতটা সরিয়ে নিলো।

"আমার এটা করা ঠিক হবে না।" অপরাধবোধ ওর গলায়।

"কেন না?"

"অনেকগুলো কারণ। এটা তোমার সাথে ঠিক হচ্ছে না।" ইতোমধ্যে ও আমাকে তুমি করে বলতে শুরু করেছে।

"আমি কি এখন চিৎকার করবো?"

"তুমি আমাকে পছন্দ করো, তাই না?"

"আমি তোমার ব্যাপারে পাগল।"

"আমিও তোমার জন্য খানিকটা পাগল, ওয়াল্টার। তুমি না থাকলে এই কয়েক সপ্তাহ আমি কী করতাম, জানি না। শুধু–"

"শুধু কী?"

"তুমি কি নিশ্চিত তুমি শুনবে? তোমার কষ্ট লাগতে পারে।"

"অনুমানের ওপর থাকার চেয়ে শুনে ফেলাই ভালো।"

BanglaBook.org

"কথাটা নিনোকে নিয়ে।"

"আচ্ছা?"

"আমার মনে হয়, ও এখনও আমার কাছে অনেক কিছু।"

"তুমি কী ওর সাথে দেখা করেছো?"

"না।"

"ব্যাপার না। কেটে যাবে। আমাকে তোমার ডাক্তার হতে দাও, গ্যারান্টি দিচ্ছি সাড়ানোর। আমাকে শুধু একটু সময় দেবে এবং আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সব ঠিক করে দেবো।"

"তুমি খুব ভালো ডাক্তার। শুধু–"

"আবার 'শুধু'?"

"ওর সাথে আমার দেখা হয়েছে।"

"ও।"

"না," ও একটু ইতস্তত বোধ করল। "আমি এইমাত্র সত্যি বললাম। আমি ওর সাথে কথা বলিনি এবং ও জানেও না, আমি ওকে দেখেছি। শুধু–"

"সত্যিই, তোমার অনেকগুলো 'শুধু' আছে।"

"ওয়াল্টার–"

ক্রমে ক্রমে ওর উত্তেজনা বাড়ছে আর সেটা ও আমাকে দেখাতে চাইছে না।

"–ও কাজটা করেনি!"

"করেনি?"

"কথাটা শুনলে খুব কষ্ট পাবে, ওয়াল্টার। কিন্তু আমার কোনো উপায় নেই। তুমিও হয়তো সত্যিটা জানো। গত রাতে আমি ওদেরকে ফলো করেছিলাম। ইশ, আমি আগেও ওদেরকে অনেকবার ফলো করেছি। পাগল হয়ে গেছিলাম একেবারে। তো গত রাতে আমি প্রথমবারের মতো ওদের কথা শুনতে পাই। ওরা এরকম একটা জায়গায় গিয়ে গাড়ি পার্ক করে। আমি আমার গাড়িটা একটু দূরে পার্ক করে ওদের অগোচরে ওদের পেছনে গিয়ে লুকোই। ওহো, খুব বিশ্রী ছিল ব্যাপারটা। সাচেটি তাকে বলে, ও প্রথম থেকেই তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলো। কিন্তু এ ঘটনার আগে ভাবছিল এতে ওর কোনো আশা নেই। তবে এটুকুই সব নয়। টাকা নিয়েও কথা বলে ওরা।

BanglaBook.org

ও তোমার দেওয়া সব টাকা খরচ করে ফেলেছে। অথচ এখনও ডিগ্রি পায়নি। ও অবশ্য ওর পাবলিকেশনের টাকা মিটিয়েছে। কিন্তু বাকিটা শেষ করে ফেলেছে ফিলিসের পেছনে। আর ও বলছিল, কোথা থেকে আরও টাকা পাবে। শোনো, ওয়াল্টার–"

"হ্যাঁ?"

"ওরা যদি একসাথে কাজটা করতো, ফিলিস তাহলে সাচেটিকে টাকা দিতো, দিতো না?"

"তাই হয়তো।"

"ওরা কিন্তু সেরকম কোনো আলাপই করেনি। যখন আমি ব্যাপারটা বুঝলাম, আমার বুকটা ধুকধুক করছিল। তারপর ওরা আরও কিছু কথা বলল। আধঘন্টা ধরে ওখানে ছিল ওরা। আমি ওদের কথা শুনে বুঝতে পারলাম, এর পেছনে সাচেটির কোনো ভূমিকা নেই। ও এ সম্পর্কে কিচ্ছু জানে না। আমি নিশ্চিত, ওয়াল্টার। তুমি কি বুঝতে পারছো এর মানে কী? এর মানে ও কাজটা করেনি।"

ও বেশ উত্তেজিত হয়ে আছে। ওর আঙ্গুলগুলো আমার হাতের যেখানে ধরেছে, সেখানে ওগুলোকে স্টিলের মতো শক্ত লাগলো। আমি ওকে ঠিক বুঝলাম না। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, ও কিছু একটা বুঝিয়েছে। সাচেটি যে নিরপরাধ তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা।

"ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না, লোনা। আমি ভেবেছিলাম, এখানে অন্য কেউ থাকার ধারণাটা তুমি বাদ দিয়েছো।"

"আমি ওটা কখনওই বাদ দেবো না...হ্যাঁ, আমি বাদ দিয়েছিলাম, অন্তত চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ওটা শুধু এ কারণেই যে, আমি ভেবেছিলাম, যদি ওরকম কিছু হয়ে থাকে, ও নিশ্চয়ই তাতে জড়িত। আর সেটা খুব খারাপ হতো। যদি এর সাথে ও কোনোভাবে জড়িত থাকতো, আমি সেটা মেনে নিতে পারতাম না। কিন্তু এখন–মোটেও না, ওয়াল্টার, আমি ধারণাটা বাদ দেইনি। কোনো না কোনোভাবে ফিলিস কাজটা করেছে। আমি জানি। আর এখন, আমি তাকে দেখে নেবো। আমি তাকে এর জন্য দেখে নেবো। যদি এটা আমার জীবনের শেষ কাজ হয়, তারপরও।

"কীভাবে?"

BanglaBook.org

"সে তোমার কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করেছে, তাই না? এটা করারও সাহস আছে তার! ঠিক আছে। তুমি তোমার কোম্পানিকে বলো চিন্তা না করতে। আমি তোমাদের সাহায্য করবো, ওয়াল্টার। আমি তোমাদের বলে দেবো তাকে কী জিজ্ঞেস করতে হবে। আমি তোমাদের বলব–"

"এক মিনিট দাঁড়াও, লোলা, এক মিনিট দাঁড়াও–"

"তোমাদের যা জানা প্রয়োজন, আমি সবকিছু তোমাদের বলব। আগে তোমাকে বলেছিলাম, তোমাকে বলা কথাগুলো ছাড়াও অনেক কিছু আছে। আমি তোমাদের সবাইকে বলব, আমি যখন তার ঘরে যাই, দেখি যে, সে নিজের গায়ে একটা লাল সিল্কের কাপড় জড়িয়ে আয়নায় তাকিয়ে বিড় বিড় করছিল। সাদা পাউডারে মুখটা ভর্তি ছিল তার আর ঠোঁটে লাল লিপস্টিক। হাতে ছিল একটা ছুরি। কেন? ও হ্যাঁ, সে আবার বুলেভার্দের একটা দোকানে গিয়েছিল একটা কালো ড্রেস দাম করতে, বাবার মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে। আমি যে ব্যাপারটা জানি, এটা ওই মহিলা জানে না। সে দোকান ছেড়ে বের হওয়ার পাঁচ মিনিট পরেই আমি দোকানটাতে যাই। সেলস গার্ল তখন ড্রেসটা তুলে রাখছিল। মেয়েটা বেশ অবাক হয়ে বলছিল, মিসেস নাডলিঙ্গার আবার কেন ওই ড্রেস দাম করবে? ড্রেসটা যদিও সুন্দর, তবে ওরকম ড্রেস সাধরণত শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়। আর এটাই একটা কারণ, যার জন্য আমি চাচ্ছিলাম, বাবা বাইরে থেকে ঘুরে আসুক। আমি যেন এর মধ্যে বের করতে পারি, আসলে কাহিনী কী? আমি তোমাদের সব বলব–"

"কিন্তু একটু থামো, লোলা। তুমি সেটা করতে পারো না। কেন? আমরা তাকে এগুলো নিয়ে প্রশ্ন করতে পারব না।"

"তোমরা যদি না পারো, তাহলে আমি পারব! কোর্টে দাঁড়িয়ে ওই মহিলাকে এর সবকিছু জিজ্ঞেস করবো। কঠোর হবো আমি! কোনো জজ, কোনো পুলিশ বা অন্য কোনো লোক–কেউ আমাকে থামাতে পারবে না। আমি ওর থেকে এসবের উত্তর বের করেই ছাড়বো। দরকার হলে কাঠগড়ায় গিয়ে ওর টুটি চেপে ধরবো। ওকে আমি স্বীকার করাবোই। আর আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

জানি না কখন আমি ফিলিসকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। মনে হয় ওই রাতের পর থেকে আমার মাথার কোনো এক কোণায় খোঁচাচ্ছে, ফিলিসকে আমার হত্যা করতে হবে। কারণ ও আমার সম্পর্কে সব জানে এবং এ পৃথিবীতে দুজন মানুষের মধ্যে এমন একটা ব্যাপার থাকলে মনে হবে পৃথিবীটা খুব ছোট হয়ে এসেছে। আর যখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, ওকে কখন, কোথায় ও কীভাবে হত্যা করব, তখন এই ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে এলো। আর সেটা হলো ওই রাতের পর, যে রাতে আমি লোলার সাথে বসে সমুদ্রে খেলা চাঁদ দেখলাম।

লোলা যদি কোর্টে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে হয়তো ও সবকিছু গড়বড় করে সত্যিটা বলে দেবে। ব্যাপারটা যখনই ভাবছি, আমার খুব ভয়ংকর অনুভূতি হচ্ছে।

হয়তো আমি লোলার ব্যাপারটা ঠিকঠাক ব্যাখ্যা করতে পারিনি। মানে লোলার ব্যাপারে কী অনুভব করি? ফিলিসের জন্য যা অনুভব করেছি, ব্যাপারটা অমন কিছু নয়। সেবারেরটা এক প্রকার অসুস্থ অনুভূতি, যেটা আমার ফিলিসকে দেখে এসেছিল। এবারেরটা মোটেও তেমন নয়। এটা বরং একটা প্রশান্তির মতো, লোলার সাথে থাকলে আমার ওপর অদ্ভুত একটা প্রশান্তি এসে ভর করে। যেমন, আমরা হয়তো চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি ঘন্টাখানেক, তারপর লোলা আমার দিকে একবার তাকাবে, কিছু না বললেও আমি বুঝে নেবো সবকিছু ঠিক আছে।

আগে যা করেছি তার জন্য খারাপ লাগে। বারবার ভাবি–যদি এমন কোনো ব্যবস্থা করতে পারি যাতে লোলা কখনও সত্যিটা জানতে না পারে, তারপর আমি ওকে বিয়ে করে পুরো ব্যাপারটা ভুলে যাবো, আর বাকি জীবনটা সুখেই কাটিয়ে দেবো ওর সাথে। তবে এতে শুধু একটা পথ আছে নিশ্চিত হবার। সেটা হচ্ছে–যে যে ব্যাপারটা জানে, তাদেরকে মেরে ফেলা। ওদিকে লোলা আমাকে সাচেটির সম্পর্কে যা যা বলেছে, তাতে বুঝেছি আমার শুধু

BanglaBook.org

একজনকে মেরে ফেলতে হবে। আর সেটা হচ্ছে ফিলিস। বাদ বাকি লোলার কাছে যা জেনেছি, মানে ও যা করতে যাচ্ছে, তাতে বুঝলাম, আমার খুব তাড়াতাড়ি কিছু করতে হবে; মামলাটা ট্রায়ালে আসার আগেই।

তবে ব্যাপারটা এমনভাবে ছাড়বো না যে, সাচেটি এসে লোলাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। বরং এমনভাবে করবো যেন ছেলেটা ফেসে যায়। পুলিশকে বোকা বানানো মুশকিল হবে, কিন্তু লোলা কখনও নিশ্চিত হতে পারবে না যে, সে কাজটা করেনি। আর অবশ্যই, ছেলেটা যদি একটা করে, যতদূর মনে হয় লোলা হয়তো চিন্তা করবে, অন্য কাজটাও সম্ভবত সেই করেছে।

*

পরদিন অফিসে নিত্যদিনের অনেকগুলো সাধারণ কাজ করলাম। ফাইলের কেরানিটাকে বাইরে পাঠিয়ে বের করে নিলাম সাচেটির খামটা। তারপর ওটা আমার টেবিলে ঢুকিয়ে রাখলাম। খামটায় সাচেটির গাড়ির একটা চাবি আছে। গত শীতে সে তার গাড়ি বন্ধক রেখে লোনটা নিয়েছিল। লোন দিয়ে যেন আদায় করতে ঝামেলা না হয়, সেজন্য আমাদের কোম্পানিতে প্রত্যেক বন্ধকীকে অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে গাড়ির চাবিটাও জমা রাখতে হয়। তাই সাচেটিকেও কাজটা করতে হয়েছে।

লাঞ্চে যাবার সময় খাম থেকে চাবিটা বের করে সাথে নিলাম। তারপর একটা ডুপলিকেট বানালাম তার। ফিরে এসে আসল চাবিটা খামে ভরলাম। ফাইলের কেরানিটাকে আরেকবার বাইরে পাঠিয়ে ফাইলটাকে রেখে দিলাম জায়গামতো। আমি ঠিক এই চাচ্ছিলাম। আমার কাছে সাচেটির গাড়ির চাবি আছে, আর কেউ জানেও না আমি তার ফাইল থেকে খামটা নিয়েছিলাম।

*

এরপর আমাকে ফিলিসের সাথে যোগাযোগ করতে হতো, কিন্তু আমি ওকে কল দিলাম না। ওর কল দেওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হলো। তিন রাত বাড়িতে বসে অপেক্ষা করলাম। চতুর্থ রাতে কলটা এলো।

BanglaBook.org

"ফিলিস, তোমার সাথে আমার দেখা করতে হবে।" বললাম ওকে।

"কোনো প্রয়োজন?"

"হ্যাঁ, আমাদের দেখা করে মামলাটার ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে। আমার মনে হয় না এরপর আমাদের আর কোনো ভয় আছে।"

"দেখা করাটা কি ঠিক হবে? তুমি না বলেছিলে ওরা–"

"সেটা ঠিক। ওরা তোমার ওপর নজর রাখছে। কিন্তু আজ আমি একটা জিনিস পেয়েছি। ওদের নজর রাখাটা শুধু একবেলার। আর ওই নজরদারী করা লোকটা রাত এগারোটায় চলে যায়।"

"কী বলো?"

"শিফট করে ওরা তোমার ওপর তিনজনকে নজর রাখতে লাগিয়েছিল। তবে তাতে তেমন কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। তাই ওরা একটু খরচ কমাবার কথা ভাবলো। এখন তোমার ওপর স্রেফ একজন চোখ রাখছে। বিকেলে শুরু করে সে, তেমন কিছু চোখে না পড়লে রাত এগারোটায় চলে যায়। সে চলে যাওয়ার পর আমাদের দেখা করতে হবে।"

"ঠিক আছে। তাহলে আমার বাড়িতে চলে আসো–"

"আরে না, সেটা করা যাবে না। তবে আমরা দেখা করতে পারব। কাল রাতে, মাঝরাতের আশেপাশে একটা গাড়ি নিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ো। যদি কেউ সন্ধ্যায় তোমার ওপর নজর রাখতে যায়, তাহলে তাকে এগারোটার আগেই পিছু ছাড়িয়ে ফেলো। বাড়ির আলো টালো সব নিভিয়ে ফেলবে, যেন মনে হয় লোকটা চলে যাবার অল্পক্ষণ আগে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো। তাহলে তার আর সন্দেহ টাইপের কিছু থাকবে না।"

এর কারণ হচ্ছে, কাল রাতে যদি ওর সাচেটির সাথে দেখা করার কথা থেকেও থাকে, আমি চাই মাঝরাত হতে হতে সাচেটি নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে ঘুমোতে যাক। মানে, আমি যেন হাতে বেশ খানিকটা সময় পাই। তার গাড়িটাও আবার আমার লাগবে। সময়টা যেন খুব পিঠাপিঠি না হয়, সেজন্যেও খানিকটা। আর বাকিটা মিথ্যে, মানে ওই এক শিফটের লোকটার কথা। আমি চাই ফিলিস ভাবুক, ও আমার সাথে নিরাপদে দেখা করতে পারবে। আর ওদের ওর ওপর এক শিফট না দুই, চার, পাঁচ শিফটে লোক আছে, আমি জানি না এবং জানতেও হবে না। যদি কেউ ওকে অনুসরণ করে আসে, আমি যা করতে যাচ্ছি, তার জন্যে সেটা বরং ভালোই হবে। আমাকে

BanglaBook.org

ধরতে হলে লোকটাকে খুব দ্রুত কাজ করতে হবে। আর লোকটা যদি দেখে ফিলিসকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে খুন করা হয়েছে, তাহলে সেটা মি. সাচেটিকেই কৈফিয়ত দিতে হবে।

"এগারোটা হতে হতে লাইট অফ?" ও জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, ঘরের দরজা জানালা সব লাগিয়ে আলো নিভিয়ে দেবে।"

"ঠিক আছে। তোমার সাথে কোথায় দেখা করবো?"

"গ্রিফিথ পার্ক, নদীর ধার ধরে লস ফেলিজের দুইশো গজ দূরে। আমি ওখানে গাড়ি পার্ক করবো। তারপর, আমরা একসাথে ঘুরতে যাবো এবং ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবো। তুমি আবার লস ফেলিজে গাড়ি পার্ক করো না। ব্রিজটার কাছে গাছগুলোর ওখানে পার্ক করো। আমি যেন তোমাকে দেখে তোমার কাছে হেঁটেই যেতে পারি।"

"রাস্তা দুটোর মাঝে?"

"হ্যাঁ, ওখানেই। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে বারোটায় পৌছে যেও। আমি এক-দুমিনিট আগেই চলে আসবো। অতএব, তুমি আশা করতে পারো, তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না।"

"সাড়ে বারোটা। নদীর ধার ধরে দুইশো গজ।"

"হ্যাঁ, তাই। আসার সময় গ্যারেজের দরজাটা বন্ধ করে আসবে। যেন কেউ বুঝতে না পারে, গাড়িটা নেই।"

"ঠিক আছে, ওয়াল্টার।"

"ও, আরও একটা জিনিস। তোমার সাথে শেষবার দেখা হবার পর আমি আমার গাড়িটা বেঁচে দিয়ে আরেকটা কিনেছি।" গাড়িটার বিবরণ দিলাম। "ছোট্ট একটা নীল কুপ। চেনো তো?"

"একটা নীল কুপ?"

"হ্যাঁ।"

"হা হা। মজার তো।"

আমি জানি, কেন ব্যাপারটা মজার। গত মাস থেকে ও একটা নীল কুপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আমারটাও ওটাই, শুধু ও জানে না। শান্তভাবে বললাম, "হ্যাঁ। আমারও মনে হয়, ব্যাপারটা মজার। আমি অমন ছোট একটা মুড়ির টিন চালাচ্ছি, ভাবতেই আশ্চর্য লাগে। কিন্তু বড় গাড়িটায় খরচ বেশি পড়ছিল। সস্তা দামে গাড়িটা পাওয়াতে এটাই নিলাম।"

BanglaBook.org

"সারা জীবনে আমি এমন মজার কথা শুনিনি।"

"কেন?"

"ও–না, তেমন কিছু না। কাল রাত সাড়ে বারোটায়, নাকি?"

"হ্যাঁ, সাড়ে বারোটায়।"

"তোমাকে দেখার জন্য আমার জান বের হয়ে যাচ্ছে।"

"আমারও।"

"শোনো, তোমার সাথে আমার একটা কথা আছে, তবে সেটা কাল রাতেই বলব, ঠিক আছে? গুড বাই।"

"আচ্ছা, গুড বাই।"

*

ও যখন ফোন রাখলো, আমি পত্রিকাটা হাতে নিয়ে শহরের সিনেমাগুলো চেক করলাম। ডাউনটাউনে একটা থিয়েটার পেলাম যেটায় মধ্যরাতের শো চলে, আর সিনেমাটা পুরো এক সপ্তাহ চলবে। এটাই আমার দরকার। গাড়িতে উঠে সেখানে চলে গেলাম। যেতে যেতে সাড়ে দশটা বাজলো। আমি ব্যালকনিতে বসলাম যাতে নিচের লোকগুলো আমাকে দেখতে না পায়। তারপর মনোযোগ দিয়ে দেখলাম সিনেমাটা। কারণ, এটা আমার কালরাতের অ্যালিবাই। মানে, আমি এখানে ছিলাম। ছবিটার শেষ দৃশ্যে এক অভিনেতাকে দেখলাম যাকে আমি চিনি। ওয়েটারের অভিনয় করেছে লোকটা। আমি তাকে সাত হাজার ডলারের একটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স বেচেছিলাম। কেনার সময় সে পুরো টাকাই দিয়েছিল। লোকটার নাম জ্যাক ক্রিস্টলফ। ব্যাপারটা কাজে দিলো। শো শেষ হওয়া পর্যন্ত বসে রইলাম। তারপর ঘড়ি দেখলাম, ১২:৪৮ বাজে।

*

পরদিন লাঞ্চের সময় আমি জ্যাক ক্রিস্টলফকে কল দিলাম। ফোনের ওপাশে বলা হলো, সে নাকি স্টুডিওতে। তাই আমি তার স্টুডিওতে কল দিলাম। "শুনলাম আপনি নাকি আপনার নতুন সিনেমায় বেশ ভালো অভিনয় করেছেন? ওই যে 'গান প্লে' ছবিটায়?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, অভিনয় খারাপ হয়নি। আপনি কি ছবিটা দেখেছেন?"

"না। আমি ছবিটা দেখতে চাই। কোথায় হচ্ছে?"

সে মোট পাঁচটা থিয়েটারের নাম বলল। সবগুলোই তার চেনা।

"ঠিক আছে," বললাম আমি, "সুযোগ পেলেই ছবিটা দেখছি। তো ভাই, আরেকটা কথা। আরেকটা ছোট্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স করলে কেমন হয়? এত টাকা কামাচ্ছেন, আরেকটা করলে তো ভালোই হয়, কী বলুন?"

"জানি না...সত্যি বলতে, আমার হয়তো ইচ্ছে আছে। আসলে হ্যাঁ, আমার ইচ্ছে আছে।"

"তাহলে কখন আপনার সাথে দেখা করতে পারি?"

"আ...আমি তো এই সপ্তাহে ব্যস্ত। শুক্রবারের আগে শেষ হবে না। ভাবছিলাম, উইক এন্ডটা একটু বিশ্রাম নেবো। তবে পরের সপ্তাহে হলে যেকোনো সময়।"

"রাতে দেখা করা যায়?"

"হ্যাঁ, তা যায়।"

"কাল রাতে হলে কেমন হয়?"

"আচ্ছা, আমি আপনাকে বলব। কাল রাতে আমার বাসায় কল করলে বলতে পারব। ডিনার টাইমে কল দিয়েন, সাতটার আশেপাশে। তখন আপনাকে জানাবো। যদি কুলিয়ে উঠতে পারি, আপনার সাথে দেখা করতে পারলে ভালোই লাগবে।"

এ কারণেই, মানে কাল রাতে ওই অভিনেতার সাথে দেখা করতে যাবো জন্যেই আজ রাতে সিনেমাটা আমার দেখার কথা। সিনেমাটা আমি দেখবো যেন তার সাথে এ নিয়ে আলাপ করতে পারি। এতে করে লোকটার ভালো লাগবে।

BanglaBook.org

*

চারটার সময় আমি গ্রিফিথ পার্কে গিয়ে জায়গাটা ভালো করে পরীক্ষা করলাম। আলাদা আলাদা জায়গা ঠিক করলাম আমার ও সাচেটির গাড়িটা রাখার জন্য। জায়গা দুটো পরস্পরের খুব বেশি দূরে নয়। তবে আমার গাড়িটা রাখার জন্য যে জায়গাটা ঠিক করলাম, সেটা ঘোড়া চালানোর রাস্তার একটা প্রান্তের কাছেই। দিনের বেলা রাস্তাটায় মানুষ ঘোড়া চালায়। তার আশেপাশে

কয়েকটা পাহাড়; সুন্দর, সবুজে ছাওয়া। আর পাহাড়গুলোর কোল ঘেঁষে মূল রাস্তা। লোকে এটাকে পার্ক বললেও এটা আসলে নৈসর্গমন্ডিত একটা রাস্তা, হলিউড ও সান ফার্নান্দো উপত্যকার ওপর। যেসব লোক গাড়ি বা ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ি রাস্তায় ভ্রমণে ইচ্ছুক, তাদের জন্য। হাঁটা যাত্রীরা এ পথে তেমন একটা যায় না। আমি যা করতে যাচ্ছি তা হলো, ওকে সাচেটির গাড়িতে তুলে নিয়ে পাহাড়ের ওপরের দিকে যাবো। কোনো একটা প্লাটফর্মে পার্ক করবো এরপর। পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝেই এমন কিছু প্লাটফর্ম আছে যেগুলো খানিকটা সমতল। ওখানে গাড়ি থামিয়ে লোকজন আশেপাশের দৃশ্য উপভোগ করতে পারে।

এ ব্যাপারে ফিলিসকে বলব, নির্বিঘ্নে কথা বলার জন্যই আমরা ওই জায়গায় যাচ্ছি। তবে গিয়ে ওখানে পার্ক করবো না, বরং ব্যাপারটা এমন হবে যেন দুর্ঘটনাবশত গাড়িটা ধার বেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে। আর আমি তার আগেই গাড়ির দরজা খুলে মাটিতে লাফিয়ে পড়বো।

লাফিয়ে পড়ে আমার কাজ হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ঘোড়া চালনার রাস্তার কাছে রাখা আমার গাড়িটার কাছে ছুটে আসা। তারপর গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে পৌছানো।

সাচেটির গাড়িটা যেখানে পার্ক করবো এবং যেখান থেকে এই দুর্ঘটনাটা ঘটবে, এর মাঝে মাইল দুইয়ের ব্যবধান। তবে ঘোড়া চলার রাস্তাটা মাত্র একশো গজের মধ্যে। গাড়িটার সংঘর্ষ হবার পর কেউ সেখানে পৌছানোর আগেই আমি যেন গাড়িতে উঠে বাড়ির উদ্দেশ্যে টান দিতে পারি, সেজন্যেই আমার গাড়িটা ওই জায়গায় রাখা।

পাহাড়ে উঠে জায়গাটা বের করলাম। ছোট একটা লুকআউট, তাতে মাত্র দু-একটা ছোট গাড়ি রাখার জায়গা হবে। বড় লুকআউটগুলোয় সাধারণত পাথরের দেয়াল ঘেরা থাকে, এটায় তেমন কিছু নেই। বাইরে বেরিয়ে আশেপাশে দেখলাম : সোজাসুজি প্রায় দুইশো ফুটের মতো পতন। তারপর আবার একশো গজ পরিমাণ গড়িয়ে যাবার মতো ঢাল।

যা করতে যাচ্ছি, সেটা একবার অনুশীলন করে নিলাম। গিয়ার নিউটাল রেখে ধারের দিকে এগিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিলাম দরজাটায়। নোট রাখলাম একটা জিনিসের, ও যখন গাড়িতে উঠবে দরজাটা আমি অর্ধেক লাগাবো। তাতে করে দরজাটা সহজেই খোলা যাবে।

BanglaBook.org

এখানে একটা ব্যাপার আছে, হয়তো ও-ও বিপদটা বুঝতে পেরে সাথে সাথে লাফিয়ে নামতে পারে। কিংবা আমি হয়তো ঠিকঠাক লাফাতে না পেরে ওর সাথে খাদে গিয়ে পড়তে পারি। যাইহোক, ঠিকই আছে। এখানে তো একটা সুযোগ নিতেই হবে।

*

রাতে ডাউনটাউনের একটা সি-ফুড হোটেলে ডিনার করলাম। একা। ওয়েটার আমাকে চিনতো। ওর সাথে এমনভাবে আলাপ জমালাম যেন ও মনে রাখতে পারে, আজ শুক্রবার। এরপর খাওয়া শেষে অফিসে ফিরে গেলাম। জো পিটকে বললাম, আমার কাজ আছে। দশটা পর্যন্ত রইলাম সেখানে। যখন বের হলাম, জো পিটকে দেখলাম তার টেবিলে বসে একটা ডিটেকটিভ ম্যাগাজিন পড়তে।

"অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করলেন, মি, হাফ।" বলল সে।

তাকে উত্তর দিলাম, "জি, তবে আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি।"

"তাহলে কি বাড়িতে ফিরে কাজ করবেন?"

"না, আমার একটা সিনেমা দেখতে যেতে হবে। ছবিতে আমার পরিচিত এক মক্কেল আছে। জ্যাক ক্রিস্টলফ নাম। তার সাথে কাল রাতে দেখা করার কথা। সেজন্যই ছবিটা দেখবো। ছবিটা না দেখলে হয়তো তার পছন্দ হবে না। কাল যে দেখবো, তারও উপায় নেই। আজ রাতেই দেখতে হবে।"

"অভিনেতারা অমনই।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। "সবার কাছেই নিজের গুরুত্ব চায়।" বলে নিজের ম্যাগাজিনে ডুবে গেল।

*

থিয়েটারের কাছে গাড়ি পার্ক করে আশেপাশে একটু ঘুরলাম। ইচ্ছে করেই। তাতে একটু সময় নষ্ট হলো। যখন প্রায় এগারোটা বাজলো, আমি হলে ঢুকলাম। টিকিট কিনলাম, এবারে নিচতলার সিট। টিকিটটা পকেটে রাখা। কাটার সময় দেখেছি তাতে তারিখ আছে। এখন কোনো গার্ডের সাথে কথা বলতে হবে। তার মনে গেঁথে দিতে হবে আজ কী বার? এমন কিছু করতে

BanglaBook.org

হবে যেন তার আমাকে মনে থাকে। দেখেশুনে আলোয় থাকা একজনকে বেছে নিলাম; একটা মেয়ে। আলোর কারণ সে যেন ঠিকঠাক আমার চেহারাটা দেখতে পারে।

"ছবিটা কি এখনও চলছে?"

"না স্যার। এটা এইমাত্র শেষ হয়েছে। ১১.২০ থেকে আবার শুরু হবে।"

আমি জানতাম সেটা। সে কারণেই আগে না এসে এগারোটায় এসেছি। "ও আল্লাহ, তাহলে তো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে...আচ্ছা, ক্রিস্টলফ কি পুরো ছবিতেই আছে?"

"আমার জানামতে শুধু শেষ দৃশ্যে ওনার একটা পার্ট আছে, স্যার।"

"মানে, আপনি বলছেন, ওনাকে দেখতে হলে আমার প্রায় রাত একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে?"

"কাল রাতেও ছবিটা দেখা যাবে, স্যার। যদি আপনি আজ অতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে না চান, তাহলে কাল আসতে পারেন। চাইলে টিকিটের টাকাটাও ফেরত নিতে পারবেন।

"কাল রাতে? আচ্ছা দেখি, কাল শনিবার, তাইতো?"

"জি, স্যার।"

"তাহলে কাল আসার সুযোগ নেই। আজ রাতেই দেখতে হবে।"

কাজ অনেকটাই হয়েছে। এখন এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে মেয়েটার আমাকে মনে থাকে।

বেশ গরম পড়েছে। মেয়েটার ইউনিফর্মের একদম উপরের বোতামটা খোলা। আমি তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে সেটা লাগিয়ে দিলাম। তার চোখের পলকে।

"আপনার একটু সতর্ক হওয়া উচিত।" বললাম তাকে।

"শোনো, মিস্টার!" সম্ভাষণ আপনি থেকে তুমিতে নেমে এলো। "তোমাকে খুশি করতে গিয়ে কি আমি ঘেমে নেয়ে একাকার হবো?"

সে আবার বোতামটা খুললো। বুঝলাম, সে এটা মনে রাখবে। আমি ভেতরে গেলাম।

*

BanglaBook.org

ভেতরের গার্ড আমাকে সিট দেখাতেই আমি একদম শেষ মাথায় এক্সিটের কাছাকাছি একটা সিটে বসে পড়লাম। কয়েক মিনিট থাকলাম সেখানে। এরপর এক্সিট ধরে চুপ করে বেরিয়ে এলাম। এখন আমি বলতে পারব, ছবিটার একদম শেষ পর্যন্ত থেকেছি। ক্রিস্টলফের সাথে কথা হয়েছে। জো পিটের সাথেও হয়েছে, তার লগে লেখা আছে আজ কত তারিখ। গার্ডটাকেও সামলেছি। একদম শেষ পর্যন্ত ছিলাম, সেটা হয়তো পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করতে পারব না। তবে কোনো অ্যালিবাই-ই একদম নিখুঁত হয় না। আমারটা বেশ ভালো, অন্যদের তুলনায় অনেক ভালো। জুরিরা এটাকে মেনে নেবে। এটা শুনে কখনওই মনে হবে না, আমি এর মধ্যে কোনো খুন করেছি।

গাড়িতে উঠে সোজা গ্রিফিথ পার্কে চলে গেলাম। রাতের এ সময় আমার সময়ের কোনো সমস্যা হবে না। রাস্তায় জ্যাম নেই। হাতে বেশ সময় থাকবে। ঘড়িতে ১১:২৪ বাজে। গাড়ি পার্ক করলাম, লাইট ও ইঞ্জিন বন্ধ করে চাবিটা নিলাম সাথে। এরপর লস ফেলিজে হেঁটে গেলাম, সেখান থেকে হলিউড বুলেভার্দে। মোট আধমাইলের দূরত্ব। যেতে যেতে ১১:৩৫ বাজলো। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে সামনের সিটে বসে পড়লাম। লা ব্রিয়া পৌছে দেখলাম বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। এ পর্যন্ত আমার টাইমিং চমৎকার হয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে লাইল্যাক কোর্ট অ্যাপার্টমেন্টে হেঁটে গেলাম। সাচেটির বাসা ওখানেই। ওখানকার বেশিরভাগ অ্যাপার্টমেন্ট-ই একটা মধ্য অঙ্গনসহ দুই সারির বাংলো, সাথে এক ঘরের চিলাঘর। ভাড়া মোটামুটি সপ্তাহে তিন ডলার।

সামনের গেট দিয়েই ঢুকলাম। পার্কিংয়ের জায়গাটাতে অন্য কোনোদিক থেকে যেতে চাই না। কারণ, কারও চোখে পড়লে আবার চোর ভেবে বসতে পারে। ছেলেটার বাংলোর ঠিক সামনে দিয়ে হেঁটে গেলাম। সেটার নম্বর আমার জানা। এগারো নম্বর। ভেতরে একটা লাইট জ্বলছে। তার মানে বাড়ি আছে ছেলেটা। চমৎকার! আমি ঠিক এটাই চেয়েছিলাম।

গাড়ি রাখার জায়গাটা পেছন দিকে। এখানে যারা বাস করে, তাদের মধ্যে যাদের গাড়ি আছে, তারা ওখানেই গাড়ি রাখে। আমি সোজা ওখানে হেঁটে গেলাম। সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ ও নাইনথ হ্যান্ড ভাঙাচোড়া গাড়ি ওখানে সারি সারি সাজানো। এর মধ্যেই কোথাও তার গাড়িটা আছে। ওটাকে খুঁজে

BanglaBook.org

নিয়ে উঠে বসলাম। চাবি তো আগেই যোগাড় করেছি, ইঞ্জিন চালু করলাম গাড়িটার। ভেতরের লাইট নিভিয়ে দিয়ে পেছাতে শুরু করলাম। বাইরে থেকে একটা গাড়ি এলো। আমি মাথাটা ঘোরালাম যেন তার হেডলাইটের আলোয় আমার চেহারা দেখা না যায়। এরপর গাড়িটা পেছনে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম, চালিয়ে গেলাম হলিউড বুলেভার্দ পর্যন্ত। ঘড়িতে কাটায় কাটায় বারোটা বাজে। গাড়িটার গ্যাস চেক করে দেখলাম, পর্যাপ্ত আছে।

যাক, এ পর্যন্ত কাজটা সহজেই হলো।

গ্রিফিথ পার্কে পৌছে দেখলাম, কেবল বারোটা আঠারো বাজে। গ্লেন্ডেল পর্যন্ত চালিয়ে গেলাম, কারণ নিদির্ষ্ট সময়ের তিন চার মিনিটের বেশি আগে আমি সেখানে পৌছাতে চাই না। সাচেটির কথা ভাবলাম, ছেলেটা কীভাবে তার অ্যালিবাই যোগাবে? তার তো কোনো অ্যালিবাই নেই। কারণ, বাড়িতে ঘুমানোর ব্যাপারটা হলো সবচেয়ে জঘন্য অ্যালিবাই, যদি না সেটা প্রমাণের উপায় থাকে। ফোনকল বা ওরকম কিছুর মাধ্যমে প্রমাণ করলে ভিন্ন কথা। তবে তার এটা প্রমাণের উপায় নেই। তার বাড়িতে তো ফোনও নেই একটা।

রেল লাইনটা পেরিয়ে মোড় নিলাম। নদীর ধার ধরে ফিরতে শুরু করলাম লস ফেলিজের উদ্দেশ্যে। পৌছে পার্ক করলাম গাড়িটা। গাড়ির ইঞ্জন ও লাইট বন্ধ করলাম। কাটায় কাটায় ১২:২৭ বাজে। ঘুরে দেখলাম, আমার গাড়িটাকে চোখে পড়লো। আমার থেকে ঠিক একশো গজ পেছনে। এরপর যেখানে ফিলিসের পার্ক করার কথা, সেখানে দেখলাম। কোনো গাড়ি পার্ক করা নেই। তার মানে ও এখনও আসেনি।

ঘড়িটাকে হাতে রাখলাম। কাটাগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে সাড়ে বারোতে পৌছুলো। অথচ এখনও ও এলো না। ঘড়িটা আবার পকেটে রেখে দিলাম। ঝোপগুলোয় একটা ডাল ভাঙলো। আমি চমকে উঠলাম। ডানপাশের জানালাটা একটু নামিয়ে বাইরে তাকালাম তারপর। নিচু হয়ে দেখার চেষ্টা করলাম জিনিসটা আসলে কী।

আমি নিশ্চয়ই এক মিনিট ধরে তাকিয়ে ছিলাম। আরেকটা ডাল ভাঙলো, এবারে আরও কাছে। এরপর একটা ঝলক, তীক্ষ্ণ একটা শব্দ। অকস্মা কিছু একটা আমার বুকে আঘাত করল। গুলি করেছে কেউ একজন! সাথে সাথে বুঝতে পারলাম কী ঘটেছে। একমাত্র আমিই বুঝিনি, পৃথিবীটা খুব ছোট, যখন দুজন মানুষ একে অপরের গোপন কথা জানবে। অন্যজনও বুঝেছে। আমি

BanglaBook.org

এখানে ফিলিসকে মারতে এসেছিলাম, কিন্তু ও তাতে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।

*

সিটের ওপর পিঠ এলিয়ে পড়লাম। শুনলাম, কেউ দৌড়ে পালাচ্ছে। একটা গুলি লেগেছে আমার বুকে। আমি এখানে একটা চুরি করা গাড়িতে। আর গাড়িটা সেই লোকের, যার ওপর কিয়েস গত দেড় মাস যাবৎ নজর রাখছে। নিজেকে কোনোমতে স্টিয়ারিং পর্যন্ত টেনে তুললাম। চাবিটা নাড়তেই মনে পড়লো, গাড়িটা এখানেই ছাড়ার কথা। দরজাটা খুললাম। হাতলটা টানার সময় বুঝতে পারলাম কপাল ছুঁয়ে ঘাম ঝরছে। তারপরও কীভাবে কীভাবে যেন বের হলাম। রাস্তা ধরে টলতে টলতে যেতে শুরু করলাম আমার গাড়িটার দিকে, কিন্তু সোজাসুজি হাঁটতে পারলাম না। মনে হলো বসে একটু জিরিয়ে নেই, বুকে চাপা অসহ্য ওজনটা দূর হয়ে যাক। তবে জানি, তা করলে আমি আর আমার গাড়িটা পর্যন্ত পৌছাতে পারব না। মনে পড়লো চাবিটাকে প্রস্তুত রাখতে হবে। পকেট থেকে সেটাকে বের করলাম। কোনোমতে ওখানে পৌছে উঠে পড়লাম গাড়িতে। চাবিটা ঢুকিয়ে ইঞ্জিন চালু করলাম।

এরপর...আমার আর কিছু মনে নেই।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

আমার জানা নেই আপনি কখনও ইথার নামক ঔষধটা নিয়েছেন কিনা। অভিজ্ঞতাটা বেশ অদ্ভুত। প্রথমে আপনার মনের এক কোণায় ক্ষীণ ধূসর আভা ফুটে ওঠে। এরপর বড় হয় সেটা, তবে ধীরে ধীরে। আর আভাটা বড় হতে হতে আপনি চাইবেন আপনার ফুসফুস থেকে জিনিসটাকে উগরে ফেলতে। সে সময় অদ্ভুত একটা গোঙানির সৃষ্টি হয়। মনে হয় আপনি যন্ত্রণায় আছেন। কিন্তু ঘটনা তার উল্টো।

আপনি জিনিসটা উগরে ফেলতে চাইছেন, গোঙ্গানি তুলছেন থেকে থেকে। কিন্তু কোথাও ঠিকই আপনার মস্তিষ্ক সারাটা সময় জুড়ে কাজ করছে। আপনি জানবেন, আপনি কোথায় আছেন। এমনকি ধূসর আভাটার মাঝে সাঁতরানোর বুদ্ধিও আপনার মাথায় আসবে। আপনার মূল সত্তাটা সেখানে। আপনি চিন্তাও করতে পারবেন। হয়তো খুব বেশি পরিষ্কার নয়, তবে একটু তো অবশ্যই।

আমার মনে হলো, শুরু থেকেই আমি কিছু একটা ভাবছি। আমি জানি, এখানে কেউ অবশ্যই আমার সাথে আছে, কিন্তু কারা আছে জানি না। কতগুলো কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। তবে ওরা কী বলছে, তা ধরতে পারছি না।

এরপর একটা কণ্ঠ শুনলাম। একজন মহিলার। আমাকে বলছে মুখটা একটু খুলতে, একটু নাকি বরফ মুখে নিলে আমার ভালো লাগবে। আমি তার কথা মতো মুখ খুলে বরফটা নিলাম। বুঝতে পারলাম, মহিলা নিশ্চয়ই একজন নার্স। তবে আমি এখনও জানি না, এখানে আর কে কে আছে।

অনেক্ষণ ধরে ভাবলাম। তারপর ঠিক করলাম, আমি আমার চোখটা শুধু অল্প একটু খুলে আবার বন্ধ করবো। সাথে দেখে নেবো ঘরে আর কে কে আছে।

কাজটা করলাম। প্রথমে কিছু দেখতে পারলাম না। তারপর দেখলাম, ঘরটা একটা হাসপাতালের, বিছানার পাশে একটা টেবিল রাখা, আর তাতে রাজ্যের জিনিস।

BanglaBook.org

দিনের আলো দেখতে পাচ্ছি। আমার বুকের ওপর চাদরটা একটু উঁচু হয়ে আছে। তার মানে, অনেকগুলো ব্যান্ডেজ বাধা। চোখ দুটো আরেকটু খুলে এদিক ওদিক তাকালাম। টেবিলটার পাশে নার্স বসে আমাকে দেখছে। কিন্তু অন্য একজনও আছে তার পেছনে। মহিলা না সরা পর্যন্ত তাকে দেখতে পারলাম না, তবে না দেখলেও আমি জানি, সে কে।

কিয়েস।

এরপর নিশ্চয়ই আরও এক ঘন্টা শুয়ে ছিলাম। তার মধ্যে একবারও চোখ দুটো খুলিনি। সময়টা আমি নিজের মাথার মধ্যেই ছিলাম। ভাবার চেষ্টা করেছিলাম এর মাঝে, পারিনি। যখনই আবার ওই ইথারটা ওগরানোর চেষ্টা করেছি, বুকের ব্যথাটা হুড়মুড়িয়ে উঠেছে। কারণটা কাল রাতের গুলি। ইথার ওগানোর চেষ্টা বন্ধ করলাম। নার্সটা আমার সাথে কথা বলতে শুরু করল। সে জানতো, আমি উত্তর দেবো। কিয়েস তখন এগিয়ে এলো।

"বুঝলে, থিয়েটার প্রোগ্রামটা তোমাকে বাঁচিয়েছে।"

"তাই?"

"টিকিটের দুই পাটি কাগজ অবশ্য খুব বেশি ছিল না, তবে যথেষ্ট ছিল। ফুসফুসের যেখানে গুলিটা লেগেছে, কিছু সময়ের জন্য সেখানে একটু রক্তক্ষরণ হতে পারে, কিন্তু তোমার ভাগ্য ভালো যে গুলিটা হার্টে লাগেনি। আর একটু হলেই তোমার কেল্লাফতে হয়ে যেতো।"

"গুলিটা কি বের করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"মহিলাকে ধরা যায়নি?"

"গেছে।"

আমি আর কিছু বললাম না। বুঝতে পারছি, এমনিতেই আমার কেল্লাফতে। চুপচাপ শুধু শুয়ে রইলাম।

"পুলিশ ওনাকে ধরেছে, তোমাকে আমার অনেক কিছু বলার আছে, বুঝলে? চমৎকার ব্যাপার। তবে আমাকে আধা ঘন্টা সময় দাও। সকালের নাস্তা করতে যেতে হবে। হয়তো তখন তোমারও একটু ভালো লাগবে।"

চলে গেল সে। তার আচরণ স্বাভাবিক। আমি যে কোনোরকম বিপদে আছি, সেরকম কোনো ইঙ্গিত সে দেয়নি। আমার জন্য শুধু একটু ব্যথিত, বা ওরকম কিছু। ব্যাপারটা আমি বুঝলাম না। আমার তো এখন ধরা পড়ার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না।

BanglaBook.org

কয়েক মিনিট পর হাসপাতালের পরিচারিক এলো। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনাদের হাসপাতালে কি কোনো পত্রিকা আছে?"

"জি স্যার, আমি আপনাকে একটা পত্রিকা এনে দিচ্ছি।"

এরপর সে একটা পত্রিকা নিয়ে এসে আমাকে খবরটা বের করে দিলো। সে জানতো আমি কোনটা চাচ্ছি। খবরটা প্রথম পৃষ্ঠায় না, ভেতরের দ্বিতীয় বিভাগে, যেখানে আঞ্চলিক খবর ছাপা হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপাবার মতো এটা তেমন গরম কিছু নয়। এতে লেখা:

গ্রিফিথ পার্কের গুলির ঘটনায় রহস্যের ঘনঘটা

ইন্স্যুরেন্স চাকুরে ওয়াল্টার হাফকে খুঁজে পাবার পর দুজন আটক।
মাঝরাতের পর নদীর পাড়ে নিজের গাড়িতে গুলিবিদ্ধ।

ওয়াল্টার হাফকে মধ্যরাতের পর অচেতন অবস্থায় গ্রিফিথ পার্ক থেকে উদ্ধার করা হয়। বুকে একটা গুলি লেগেছিল তার। লোকটা ইন্স্যুরেন্সের চাকরি করে, বাসা লস ফেলিজ হিলসে। এ মুহূর্তে পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করছে।

উক্ত ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়।

লোলা নার্ডলিঙ্গার(১৯) ।

বেনিয়ামিনো সাচেটি(২৬)।

মিস নার্ডলিঙ্গারের ঠিকানা–লিসি আর্মস অ্যাপার্টমেন্টস্, ইউকা স্ট্রিট, আর মি. সাচেটির–লাইল্যাক কোর্ট অ্যাপার্টমেন্টস্, লা ব্রিয়া অ্যাভিনিউ।

হাফ সম্ভবত বারব্যাঙ্ক থেকে নদীর ধার ধরে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় গুলিবিদ্ধ হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ সেখানে পৌছে দেখে লোকটাকে ধরাধরি করে গাড়ি থেকে বের করার চেষ্টা করছে মিস নার্ডলিঙ্গার ও সাচেটি। অল্প দূরে পড়ে আছে একটা এক চেম্বার খালি পিস্তল। দুজনেই গুলি করার দায় অস্বীকার করে, কিন্তু আর কিছু বলতে অসম্মতি জানায়।

আমাকে অরেঞ্জ জুস কিনে দেওয়া হলো। ওটা খেয়ে শুয়ে শুয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলাম। আপনি ভাবছেন, আমি ভেবে নিয়েছি ব্যাপারটা সত্যি যে, লোলা বা সাচেটি আমাকে হিংসাপ্রবণ হয়ে গুলি করেছে, বা ওরকম কিছু? আসলে আমি তা ভাবিনি। আমি জানি কে আমাকে গুলি করেছে। আমি

BanglaBook.org

জানি–কার সাথে দেখা করার কথা ছিল আমার, কে জানতো আমি ওখানে যাবো এবং কে আমাকে তার পথ থেকে সরাতে চায়। কোনো কিছুই আমাকে ভুল বোঝাতে পারবে না।

কিন্তু, এই দুজন ওখানে কী করছিল?

কিছুক্ষণ এটা নিয়ে ভাবলাম। তবে অল্প বাদে কিছুই মাথায় এলো না। অবশ্যই লোলা ওই রাতে আবার সাচেটিকে অনুসরণ করছিল। এতে ও ওখানে কী করছিল তার ব্যাখ্যা মেলে। কিন্তু সাচেটি ওখানে কী করছিল? ব্যাপারটার কিছুই মাথায় ঢুকছে না। সারাক্ষণ শুধু একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে যে, আমি ডুবেছি। শুধু কী করেছি তার জন্য নয়, বরং লোলা ব্যাপারটা জানতে যাচ্ছে, সেজন্যেও। আর সেটাই হবে সবচেয়ে ভয়ংকর।

*

কিয়েস ফিরে আসতে আসতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল। পত্রিকাটা দেখেছে সে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বিছানার কাছে বসলো। "আমি একটু অফিসে গেছিলাম।"

"তাই?"

"বাজে একটা সকাল। বাজে একটা সকাল, তার ওপর বাজে একটা রাত।"

"কী হচ্ছে?"

"এখন আমি তোমাকে একটা কথা বলব যেটা তুমি জানো না। এই সাচেটি, হাফ, কাল রাতে তোমার ঘটনায় যে সাচেটি ছিল, সেই একই সাচেটির ওপর আমরা গত কয়েকদিন ধরে নজর রাখছি। অন্য ব্যাপারটাতেও এর সম্পৃক্ততা আছে। নার্ডলিঙ্গারের কেসটায়।"

"আপনি নিশ্চয়ই সত্যি বলছেন না।"

"না, আমি আসলে সত্যিই বলছি। আমি তোমাকে একবার বলেছিলাম, মনে আছে? কিন্তু নর্টনের বুদ্ধি ছিল, সব এজেন্ট থেকে ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে, তাই বলিনি। এই আর কি। একই লোক, হাফ। আমি তোমাকে বলেছি। নর্টনকেও বলেছি। বলেছিলাম না এই কেসটার মধ্যে কিছু একটা অদ্ভুত আছে?"

BanglaBook.org

"আর কী?"

"ফাইন্যান্স কোম্পানি কল করেছিল।"

"তাই নাকি?"

"ওরা হম্বিতম্বি করল, আমরা–মানে আমি আর নর্টন–শুরু থেকেই তোমাকে জানাইনি কেন? তুমি যদি এই সাচেটির কথা জানতে তাহলে আমাদের আগেই বলতে পারতে। আজ তার সম্পর্কে যা পেলাম তার জন্য আর এতদিন অপেক্ষা করতে হতো না। আর এ ব্যাপারটাই পুরো ঘটনার মূল।"

"সে একটা লোন নিয়েছিল।"

"সেটা ঠিক। সে একটা লোন নিয়েছিল। তবে এটা ওটা নয়। লোনটা তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। তুমি যেদিন নার্ডলিঙ্গারকে পলিসিটা দিয়ে এসেছিলে, সেদিন সে তোমার অফিসে গিয়েছিল।"

"আমি ঠিক নিশ্চিত নই।"

"তবে আমরা নিশ্চিত। নেটিকে নিয়ে আমরা সব চেক করে দেখেছি; ফাইন্যান্স কোম্পানির রিপোর্ট, পলিসি ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট, সব। সে ওখানে এসেছিল, মেয়েটা এসেছিল, আর এর জন্যই আমরা অপেক্ষা করছিলাম। এতেই ওটা পেয়েছি, মানে যোগটা, যেটা আমরা আগে পাইনি।"

"মানে কী বলছেন? কীসের যোগ?"

"শোনো, আমরা জানি, নার্ডলিঙ্গার তার পরিবারকে এই পলিসিটার কথা বলেনি। তার সিক্রেটারিকেও জিজ্ঞাসাবাদ করে নিশ্চিত করা হয়েছে। লোকটা আসলে কাউকেই বলেনি। তার মানে তার পরিবারও জানতো না, তাই না?"

"কী জানি–আমার ঠিক জানা নেই।"

"তবে সাচেটিরা জানতো। এমনি এমনিই তো আর ওরা ওনাকে মারেনি। ওরা জানতো, আর এখন আমরা জানি, ওরা কীভাবে জানতো। এটাই যোগ।"

"যেকোনো আদালতও ধরে নিতো, ওরা জানতো।"

"কিন্তু আমি কোনো আদালত নই। আমি আমার সন্তুষ্টির কথা বলছি, মানে নিজের জানার জন্য যে, আমি ঠিকই ছিলাম। কারণ, দেখো হাফ, আমার সজ্ঞার ওপর নির্ভর করে আমি হয়তো একটা তদন্ত দাবি করতাম। কিন্তু কিছু না জেনে তো আর সেটা আদালতে গিয়ে বলতে পারতাম না। তবে এখন

BanglaBook.org

আমি জানি। আর এর চেয়েও যেটা বেশি, সেটা হচ্ছে, এই ঘটনার পর এতে মেয়েটারও যোগ পাওয়া যাচ্ছে।"

"কী–কোন মেয়ে?"

"লোকটার মেয়ে। সেও তো ওখানে গেছিল। মানে, তোমার অফিসে। হ্যাঁ, তোমার কাছে হয়তো অদ্ভুত লাগতে পারে যে, একটা মেয়ে তার নিজের বাবার সাথে এমন কিছু করবে। কিন্তু আসলে এটাই হয়েছে। এর আগেও অনেকবার হয়েছে। আর পঞ্চাশ হাজার বাকের জন্য সামনেও অনেকবার হবে।"

"আমি...এটা বিশ্বাস করি না।"

"করবে। দাঁড়াও, সবকিছু আগে বাগে আনি। শোনো হাফ। আমার এখনও একটু খটকা আছে। একটা ব্যাপারে। ওরা তোমাকে গুলি করেছে। বুঝতে পারছি মামলার সময় হয়তো তুমি ওদের সমস্যায় ফেলার মতো কিছু বলতে পারবে, সেজন্য। কিন্তু কী সেটা?"

"মানে কী বোঝাতে চাচ্ছেন?"

"তুমি ওদের সম্পর্কে এমন কী জানো যে তোমাকে মেরে ফেলতে হবে? ওদের অফিসে আসা? ওটা তো এত গুরুতর না। অবশ্যই অন্য কিছু আছে। এখন কথা হচ্ছে, কী সেটা?"

"আমি...জানি না। আমার মাথায় তো তেমন কিছু আসছে না।"

"কিছু একটা তো আছে। অবশ্যই আছে।"

কিয়েস এখন এদিক ওদিক হেঁটে বেড়াচ্ছে। অনুভব করছি তার ভারী শরীরটার নড়াচড়ার জন্য সৃষ্ট কম্পনে বিছানাটা কাঁপছে। "ব্যাপারটা মাথায় রাখবে, হাফ। আমাদের হাতে আর অল্প কদিন আছে। ভেবে বের করার চেষ্টা করো ব্যাপারটা কী?"

একটা সিগারেট জ্বালালো সে। আরেকটু এদিক ওদিক হেঁটে বেড়ালো। "আমাদের হাতে ক'টা দিন থাকার একটা সুন্দর ব্যাপার আছে। আগামী সপ্তাহের আগে তুমি শুনানিতে উপস্থিত হতে পারবে না। এ সময়ে আমরা পুলিশের একটু সাহায্য নিয়ে ছেলে-মেয়ে দুটোকে একটু চাপ দিয়ে ভেঙে ফেলে আগে বা পরে হোক, সবকিছু স্বীকার করাতে পারব। বিশেষ করে মেয়েটা। ওই আগে ভেঙে পড়বে।" একটু থামলো কিয়েস। "বিশ্বাস করো, আমরা আসলে এটারই অপেক্ষা করছিলাম। ব্যাপারটা তোমার জন্য একটু

BanglaBook.org

কঠিন, কিন্তু আমরা এখন ওদের এমনভাবে পেয়েছি যে, অপরাধটা প্রমাণ করতে পারব। ঠিক। এটা আসলেই একটা সমাপ্তি। আমরা এখন মামলাটা গুছিয়ে নেবো। ভাগ্য ভালো থাকলে আজ রাতের মধ্যেই।"

চোখ দুটো বন্ধ করলাম। লোলা বাদে অন্যকিছু ভাবতে পারছি না। অনেকগুলো পুলিশ ওকে ঘিরে, হয়তো ওকে পেটাচ্ছে, স্বীকার করাতে চাইছে এমন একটা ব্যাপার, যেটার ব্যাপারে ও চাঁদের বুড়িটার চাইতে বেশি জানে না। মানে কিছুই না। ও চেহারাটা আমার চোখে ভাসছে, কাঁপছে তিরতির করে। সহসা কিছু একটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। একটা ঝরনার মতো ঝরে গেল এরপর।

"কিয়েস।"

"হ্যাঁ?"

"কিছু একটা আছে। এখন যখন আপনি বলছেন।"

"আমি শুনছি ছেলে।"

"নার্ডলিঙ্গার সাহেবকে আমি খুন করেছি।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

কিয়েস আমার দিকে হা করে তাকালো। আমি তাকে সবকিছুই বললাম, তার যা যা জানা প্রয়োজন। এমনকি লোলার কথাটাও। অদ্ভুত হলেও সব বলতে মাত্র দশ মিনিট লাগলো। এরপর সে উঠে দাঁড়ালো। আমি তার হাতটা ধরলাম। "কিয়েস।"

"আমার যেতে হবে, হাফ।"

"দেখবেন, ওরা যেন লোলাকে কষ্ট না দেয়।"

"আমার এখন যেতে হবে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসবো।"

"কিয়েস, ওর গায়ে যদি একটা আঁচড়ও পড়ে, আমি...আমি আপনাকে খুন করে ফেলবো। আপিন এখন সব জানেন। আপনাকে যে বললাম, বললাম একটা কারণে," গলায় একটু জোর ঢেলে বললাম। "শুধু একটা কারণে। এ কারণে যেন ওকে কেউ কষ্ট না দেয়। আপনাকে সেটা আমার কাছে কথা দিতে হবে। সেটুকু তো আমার কাছে আপনার ঋণ আছে। কিয়েস–"

সে ঝাড়া দিয়ে আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

তাকে যখন সব বলছিলাম, আশা করছিলাম, সব বলা হয়ে গেলে আমি এক রকমের স্বস্তি অনুভব করবো। জিনিসটা অনেক দীর্ঘ সময় ধরে আমার মাঝে বোতল বন্দী হয়ে ছিল। এটা নিয়েই আমাকে ঘুমাতে হয়েছে; স্বপ্ন দেখতে হয়েছে; আর এটার কথা চিন্তা করেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো শান্তি পেলাম না। শুধুমাত্র যে জিনিসটা মাথায় আসছে, তা হলো লোলা। অবশেষে ও এটা কীভাবে জানতে পারছে? আমার সম্পর্কে ও কী ভাববে?

* * *

BanglaBook.org

তিনটার দিকে হাসপাতালের পরিচারক বিকেলের পত্রিকাটা নিয়ে এলো। কিয়েসকে আমি যা বলেছি, তার কিছুই কাগজগুলোতে নেই। তবে সকালের ঘটনার পর ওরা ওদের পুরোনো ফাইলগুলো ঘেটে নার্ডলিঙ্গারের আগের স্ত্রীর মৃত্যু, নার্ডলিঙ্গারের মৃত্যু আর এখন আমার গুলি খাওয়া সম্বন্ধে লিখেছে। এক মহিলা ফিচার লেখক ফিলিসের বাড়িতে গিয়ে কথা বলেছে ওর সাথে। আর সেই মহিলাই বাড়িটাকে 'মৃত্যু বাড়ি' বলে আখ্যায়িত করে বাড়িটার সব কথা লিখেছে। সেটা যখন দেখলাম, বুঝলাম–আর বেশি দেরি নেই। মানে যদি এক উজবুক মহিলা রিপোর্টার দেখতে পায় বাড়িটাতে অদ্ভুত কিছু একটা হচ্ছে, তাহলে আর বাকিদের বুঝতে কতক্ষণ?

*

সে রাতে কিয়েস ফিরে এলো সাড়ে আটটায়। ঘুরে ঢুকেই নার্সটাকে বাইরে বের করে দিলো। এক মিনিটের জন্যে বাইরে গেল তারপর। যখন সে ফিরে এলো, সাথে নর্টন, কেসউইক ও শাপিরোকে নিয়ে এলো। কেসউইক হচ্ছে এক কর্পোরেশন লয়্যার, কোম্পানির বড় বড় কেসগুলোতে থাকে। আর শাপিরো লিগ্যাল ডিপার্টমেন্টের প্রধান।

তারা সবাই এখানে ওখানে দাঁড়ালো। নর্টনই কথা বলল প্রথমে। "হাফ।"

"জি স্যার?"

"তুমি কি কাউকে এ নিয়ে কিছু বলেছো?"

"কিয়েস বাদে অন্য কাউকে না।"

"ঠিক বলছো তো, কাউকে বলোনি?"

"একটা কাক-পক্ষীকেও না।"

"এখানে কোনো পুলিশের লোক আসেনি?"

"এসেছিল। আমি ওদের হলে দেখেছিলাম। মনে হচ্ছে, ওরা আমাকে নিয়েই কথা বলছিল। অবশ্য নার্সটা ওদের ঢুকতে দেয়নি।"

লোকগুলো সবাই এক অপরের দিকে তাকালো। নর্টন বলল, "তাহলে আমার মনে হয় আমরা শুরু করতে পারি। কিয়েস, আপনিই ওকে বলুন।"

BanglaBook.org

কিছু বলার জন্য কিয়েস তার মুখটা খুললো, কিন্তু কেসউইক বাধা দিলো তাকে এবং নর্টনকে এক কোনায় ডেকে নিয়ে গেল। এরপর তারা কিয়েসকে ডাকলো। তারপর শাপিরোকে। মাঝে মধ্যে আমি একটা দুটো শব্দ শুনতে পেলাম। তারা আমাকে একটা প্রস্তাব দিতে যাচ্ছে। কিন্তু নর্টন চায় না কেউ বলুক সে এতে ছিল। অবশেষে তারা ঠিক করল, কিয়েস এটা নিজের দায়ে করবে এবং বাকিরা তাতে থাকবে না। এরপর তারা চলে গেল। আমাকে একটাবার বিদায়ও জানালো না। অদ্ভুত। ওদের হাবভাবে এমন মনে হচ্ছে না যে, আমি ওদের সাথে বা বিশেষ করে কোম্পানির সাথে কোনো নোংরা খেলা খেলেছি। ওদের আচরণে বরং মনে হচ্ছে, আমি কোনো এক প্রকারের জন্তু যেটার মুখে বিশ্রী রকমের একটা ঘা উঠেছে, আর তারা সেটা দেখতে চায় না।

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর কিয়েস বসলো। "তুমি একটা জঘন্য কাজ করেছো, হাফ।"

"আমি জানি।"

"আমার মনে হয় এই কথাটা বলার কোনো মানে নেই।"

"না, নেই।"

"আমি দুঃখিত। আমি তোমাকে খানিক পছন্দ করতাম, হাফ।"

"জানি, আমিও আপনাকে করি।"

"আমি সহজে কাউকে পছন্দ করি না। সেটা করা সম্ভব হয় না আমার কাজে। সব মানুষের মধ্যেই একটু না একটু অসততা থাকে।"

"জানি। আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন। আর আমি আপনাদের বিশ্বাস ভেঙেছি।"

"যাইহোক–আমরা আর ওটা নিয়ে কথা বলব না।"

"কিছু বলারও নেই। আপনি কি লোলার সাথে দেখা করেছেন?"

"হ্যাঁ, আমি ওদের সবার সাথে দেখা করেছি। সাচেটি, লোলা আর নার্ডলিঙ্গারের বউ।"

"লোলা কী বলল?"

"কিছু না...আমি মেয়েটাকে বলিনি, বুঝলে? আমি শুধু ওর বক্তব্য শুনেছি। ও ভাবছে, সাচেটি তোমাকে গুলি করেছে।"

BanglaBook.org

"কীজন্য?"

"হিংসা করে।"

"ও।"

"তোমার জন্য ওর খারাপ লাগছে। কিন্তু যখন জানলো, তুমি গুরুতর আহত হওনি, ও–আসলে, ও–"

"–খুশি হয়েছে।"

"একভাবে। অবশ্য চেষ্টা করেছে খুশি না হবার। কিন্তু ওর মনে হচ্ছে, এতে প্রমাণ হয় সাচেটি ওকে ভালোবাসে।"

"আচ্ছা।"

"ও তোমাকে নিয়ে চিন্তিত ছিল অবশ্য। মেয়েটা তোমাকে পছন্দ করে।"

"হ্যাঁ, আমি জানি। ও...আমাকে পছন্দ করে।"

"লোলা তোমাকে ফলো করছিল। ভাবছিল, তুমি ওই ছেলেটা। এই আরকি। এ কারণেই মেয়েটা ওখানে যায়।"

"তাই ভাবছিলাম।"

"ছেলেটার সাথেও কথা হয়েছে।"

"ও হ্যাঁ, আপনি বলেছেন। সে ওখানে কী করছিল?"

কিয়েস একটু উঠে এপাশ ওপাশ হাঁটলো। ঘরের একমাত্র আলোর উৎস আমার মাথার ওপর থাকা বাল্বটাই। ওটার ময়লা আলোয় কিয়েসের মুখের অর্ধেকটা দেখতে পাচ্ছি। তবে তার হাঁটার জন্য টের পাচ্ছি বিছানার কাঁপনটাও।

"হাফ, একটা গল্প আছে।"

"জি? মানে কি বলছেন?"

"তুমি শুধু একটা নাগিনের সাথে জড়িয়ে গেছিলে, এই আরকি। ওই মহিলা–তার কথা ভাবলেই আমার রক্ত হিম হয়ে আসছে। মহিলা একটা প্যাথলজিক্যাল কেস। আমার দেখা সবচেয়ে খারাপ।"

"একটা কী?"

"এক ধরণের মানসিক অসুখ। জিনিসটার একটা নাম আছে।" বলল কিয়েস। "মর্ডান সাইকোলজি পড়লে বুঝতে, হাফ। আমি মাঝে মাঝে পড়ি।

BanglaBook.org

অবশ্য নর্টনকে সে কথা বলব না। উজবুকটা অন্য কিছু ভেবে বসবে, যদিও ব্যাপারটা কাজের। তবে অনেক ব্যাপার আছে আমাদের এই কাজের ক্ষেত্রে। আর এই মর্ডান সাইকোলজি জিনিসটাই একমাত্র বিষয় যাতে সবগুলোর ব্যাখ্যা মেলে। পড়তে হয়তো খুব একটা ভালো লাগবে না। তবে অনেক কিছু বুঝবে।"

"আমি এখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।"

"বুঝবে...সাচেটি মহিলার প্রেমে পড়েনি।"

"না?"

"ছেলেটা মহিলাকে চিনতো। পাঁচ অথবা ছয় বছর ধরে। ওর বাবা একজন ডাক্তার ছিল। এখান থেকে পোয়া মাইল দূরে ভার্ডুগো হিলসে তার একটা ক্লিনিক ছিল। মহিলা হেড নার্স ছিল সেখানে।"

"ও হ্যাঁ। আমার মনে আছে সেটা।"

"ওখানেই সাচেটির সাথে তার দেখা হয়। এরপর এক সময় ছেলেটার বাবা একটা সমস্যায় পড়ে। তার ক্লিনিকে তিনটে বাচ্চা মারা যায়।"

পুরোনো অস্বস্তিটা আমাকে ছুঁয়ে গেল। কিয়েস বলে গেল শান্ত স্বরে। "ওরা মারা যায়–"

"–নিউমোনিয়ায়?"

"তুমি এ সম্বন্ধে শুনেছো নাকি?"

"না, বলে যান।"

"বাচ্চাগুলো তার ক্লিনিকে মারা যায় বলে সে এর দায়ভায় নেয়। পুলিশ নিয়ে অবশ্য ঝামেলা হয়নি। এক্ষেত্রে ওদের কিছু করার ছিল না। তবে হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট ও তার পৃষ্ঠপোষকদের কাছে ঠিকই জবাবদিহি করতে হয়। সব শেষ হয়ে যায় লোকটার। ক্লিনিকটা বেঁচে দিতে হয়। এর কিছুদিন পরেই সে মারা যায়।"

"নিউমোনিয়া?"

"না। বয়সের কারণেই। কিন্তু সাচেটির মনে হয় এখানে কিছু একটা ঠিক নেই। ওর মাথায় শুধু এই মহিলার কথাই ঘুরপাক খাচ্ছিলো। এই মহিলা বাচ্চাগুলোর কাছে একটু বেশিই যেতো, বাচ্চাগুলোর প্রতি একটু বেশিই

BanglaBook.org

আগ্রহ ছিল তার। সাচেটির কাছে অবশ্য এই খটকা ছাড়া আর কিছু ছিল না। শুনছো?"

"বলে যান।"

"তবে প্রথম মিসেস নার্ডলিঙ্গার মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত ছেলেটা এ ব্যাপারে কিছুই করেনি। তখন দেখা গেল, ওই বাচ্চাগুলোর মধ্যে একটা বাচ্চার সাথে মিসেস নার্ডলিঙ্গারের একটা সম্পর্ক ছিল। সম্পর্কটাও এমন যে, বাচ্চাটা মারা গেলে মিসেস নার্ডলিঙ্গার বাচ্চাটার প্রাপ্য বিপুল সম্পত্তির নির্বাহক হন। আইনি ঝামেলা মেটার পর পরই মিসেস নার্ডলিঙ্গার সম্পত্তিটা হাতের মুঠোয় নিয়ে আসেন। বুঝলে, হাফ। এখানেই সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা। বাচ্চাগুলোর একজন কিছু সম্পত্তির সাথে জড়িত ছিল।"

"অন্য দুজনের ব্যাপারটা কী?"

"কিছুই না। ও দুটোকে মারা হয়েছে শুধু ব্যাপারটা লুকাবার জন্য। একবার ভাবো, হাফ। এই মহিলা কেবল একটা বাচ্চাকে মেরে ফেলার জন্য আরও দুটো অতিরিক্ত বাচ্চাকে মারতে পারে, যেন ব্যাপারটাকে অন্যান্য সময়ের মতোই হাসপাতালের অবহেলা মনে হয়। আমি বলেছি তোমাকে, মহিলা একটা প্যাথলজিক্যাল কেস।"

"বলে যান।"

"প্রথম মিসেস নার্ডলিঙ্গার যখন মারা গেলেন, সাচেটি নিজেকে এক ওয়ান ম্যান ডিটেক্টিভ অ্যাজেন্সি বানিয়ে বের করার চেষ্টা করল এসব আসলে কী। একটা কারণ ছিল ওর বাবার নামটা পরিষ্কার করা। আরেকটা কারণ হলো, মহিলার ব্যাপারটায় ও আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। ও যে মহিলার প্রেমে পড়েছিল এমন নয়। তবে ওর শুধু এই মহিলা সম্পর্কে সত্যিটা জানতে হতো।"

"হ্যাঁ, আমি তা বুঝতে পারছি।"

"ছেলেটা যতটুকু ঠিকঠাক পারলো নিজের ইউনিভার্সিটি চালিয়ে গেল, এবং এরপর সে এই মহিলার সাথে দেখা করে কথা বলার একটা সুযোগ বের করল। ছেলেটা তো আগে থেকেই তাকে চিনতো। সুতরাং, সে যখন তার বাড়িতে গিয়ে তাকে প্রস্তাব করল ডাক্তার-নার্সদের একটা সংস্থায় যোগ দিতে,

BanglaBook.org

বুঝতে পারলো মহিলা সেটা ভেবেও দেখবে না। কিন্তু এরপর একটা ব্যাপার ঘটলো। এই লোলা মেয়েটাকে দেখলো ছেলেটা, আর প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ে গেল। মহিলার সম্পর্কে সত্যি জানার দৃঢ় সংকল্পটা উবে গেল তার। মেয়েটাকে সে অখুশি করতে চায়নি, আর তার হাতে সূত্র-প্রমাণ কিছু ছিলও না। তাই সে তদন্তটা বাদ দিলো। মহিলা সম্পর্কে ওগুলো সন্দেহ করেছিল বলে আর তাদের বাড়িতেও যাচ্ছিলো না। মেয়েটার সাথে সে বরং বাইরে দেখা করতে শুরু করল। এরপর একটা ছোট্ট ব্যাপার ঘটলো, যাতে ওর মনে হতে থাকে, ও হয়তোবা ঠিকই ভেবেছিল। ওর আর লোলার ব্যাপারটা জানতেই ওই মহিলা মেয়েটার বাবার কাছে ওর দুর্নাম করতে লাগলো। বাবাকে দিয়ে মেয়েটাকে নিষেধ করালো যেন সে ছেলেটার সাথে দেখা না করে। এর কোনো কারণ ছিল না। একটা বাদে। আগে যা ঘটেছিল, তার জন্য হয়তো মহিলা চাচ্ছিলো না তার আশেপাশে-ত্রিসীমানায় সাচেটি নামের কিছু থাকুক। শুনছো তো?"

"শুনছি।"

"এরপর নার্ডলিঙ্গারের ঘটনাটা ঘটলো। তখন সাচেটি হঠাৎ বুঝতে পারলো, ব্যাপারটা জানতে ওর মহিলার পিছে লাগতে হবে। ছেলেটা লোলার সাথে দেখা করা বন্ধ করল। এমনকি সে মেয়েটাকে বললও না যে, কেন? মহিলার কাছে গিয়ে তার পক্ষে যতটা সম্ভব ভালোবাসা প্রকাশের চেষ্টা করল। ছেলেটা ভেবে-চিন্তে দেখলো, সে যদি মহিলার জন্য ওদের বাড়ি যায়, মহিলা তাকে মানা করবে না। একদমই না। ভেবে দেখো, মহিলাই এখন লোলার অভিভাবক। কিন্তু যদি লোলার বিয়ে হয়, তাহলে ওর স্বামীই হবে অভিভাবক। তখন সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা হবে। বুঝলে–"

"এরপর লোলার পালা।"

"ঠিক তাই। তোমার ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর লোলারই পালা আসতো। অবশ্য এবারে সাচেটি তোমার কথা জানতো না, কিন্তু ও লোলার ব্যাপারটা জানতো।

"আর?"

"এরই ধারাবাহিকতায় কালরাতের ঘটনাটা ঘটলো। লোলা ওকে ফলো

BanglaBook.org

করল। মানে, তুমি গাড়িটাকে নেবার পর মেয়েটা ওর গাড়িটা ফলো করল। তুমি যখন গাড়িটা পার্কিং লট থেকে বের করছিলে, লোলা কেবল সেখানে গাড়ি নিয়ে এসেছিল।"

"ওর গাড়িটা আমি দেখেছিলাম।"

"সাচেটি আগেভাগেই বাড়ি চলে গিয়েছিল। ওই মহিলা পাঠিয়ে দিয়েছিল ওকে। ছেলেটা ঘরে ফিরে বিছানায় যাচ্ছিলো, কিন্তু ওর মনটা খচখচ করছিল যে, আজ রাতে কিছু একটা হচ্ছে। এর একটা কারণ, ওকে ওভাবে পাঠিয়ে দেওয়া ওর কাছে অদ্ভুত লেগেছিল। আরেকটা কারণ, দিনের বেলা মহিলা ওকে গ্রিফিথ পার্ক সম্পর্কে বেশ কিছু জিনিস জিজ্ঞেস করেছিল। রাতে কখন পার্কের রাস্তা বন্ধ করা হয়, কোন কোন রাস্তা বন্ধ করা হয়, ইত্যাদি–যার মানে দাঁড়ায়, কোনো একদিন রাত করে মহিলা পার্কটাতে কিছু একটা করার পরিকল্পনা করছে। কিন্তু কোন দিন, সাচেটি জানে না। তাই বিছানায় না গিয়ে সাচেটি সিদ্ধান্ত নিলো মহিলার বাড়ি গিয়ে মহিলার ওপর নজর রাখবে। এরপর সে গাড়ি বের করতে গেল। কিন্তু যখন দেখলো গাড়িটা নেই, ভয়ে একবারে আধমরা হয়ে গেল। কারণ, লোলার কাছে একটা চাবি ছিল। ভুলে যেও না, ও জানতো এরপর লোলার পালা।"

"বলে যান।"

"একটা ট্যাক্সি নিয়ে ও গ্রিফিথ পার্কে গেল। অন্ধের মতো হাঁটলো এখানে ওখানে–ওর কোনো ধারনাই ছিল না কী হবে, কিংবা কখন খুঁজতে হবে। ভুল জায়গা থেকে শুরু করল ও, বনের ভেতরকার ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটার প্রান্তে। তারপর ও গুলির আওয়াজটা শুনতে পেয়ে দৌড় দিলো। ও আর লোলা তোমার কাছে প্রায় একসাথেই পৌছায়। ছেলেটা ভেবেছিল লোলাকে গুলি করা হয়েছে, আর মেয়েটা ভেবেছিল সাচেটিকে। লোলা যখন দেখলো তোমাকে গুলি করা হয়েছে, ভাবলো সাচেটি তোমাকে গুলি করেছে। এজন্যই ও পুলিশ পৌছালে ওদের সামনে নাটক জুড়ে দেয়।"

"এখন বুঝতে পারছি।"

"ওই মহিলা, মানে নার্ডলিঙ্গার সাহেবের স্ত্রী পুরোপুরিই একটা পাগল। সাচেটি আমাকে বলেছে, সে মোট পাঁচটা কেস পেয়েছে। ওই তিনটে বাচ্চা

BanglaBook.org

এবং তার আগে আরও দুজন বয়স্ক মানুষ। মহিলা নার্স থাকা কালীন তার অধীনেই মারা যায় সবাই। এদের মধ্যে দুজনের বেলায় মহিলা সম্পত্তি পেয়েছে।"

"সবাই কি নিউমোনিয়াতেই?"

"না, তিনজন। বয়স্ক দুজন অপারেশনের ঝামেলার কারণে মারা গিয়েছিল।"

"মহিলা কীভাবে এগুলো করল?"

"সাচেটি অবশ্য বের করতে পারেনি। ও ভাবে, সিরামের সাথে অন্য কোনো ড্রাগ মিশিয়ে মহিলা হয়তো কোনো একটা উপায় বের করেছে। ছেলেটা চায় তার থেকে এটা বের করতে। এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে ওর ধারণা।"

"আর?"

"তুমি ডুবেছো, হাফ।"

"আমি জানি সেটা।"

"আমরা এটা আজ বিকেলে ঠিক করেছি। কোম্পানির মধ্যে। ওখানে আমার খানিকটা কর্তৃত্ব ছিল। নার্ডলিঙ্গার সাহেবের মৃত্যুটা অন্য কোনোভাবে ঘটা সম্ভব না। অনেক আগেই সেটা বলেছিলাম। নর্টন তো তখন আত্মহত্যা-আত্মহত্যা করছিল।"

"আপনি ঠিকই বলছিলেন।"

"আমি ওদের বুঝিয়ে বলেছি, কেসটা যেন কোনোমতেই কোর্টে না যায়।"

"আপনারা কিন্তু এটাকে ধামাচাপা দিতে পারবেন না।"

"আমরা এটাকে ধামাচাপা দিতে পারব না, জানি সেটা। কিন্তু এই কোম্পানির এক এজেন্ট একটা খুন করেছে, সেটা জানাজানি হওয়া এক জিনিস। অন্যদিকে একটা খুনের ট্রায়ালের দু'সপ্তাহ পর দেশের প্রায় সব পত্রিকায় সেটা ছাপা হওয়া ভিন্ন জিনিস।"

"বুঝলাম।"

"তোমাকে আমার কাছে একটা স্বীকারোক্তি দিতে হবে। কী কী করেছো,

BanglaBook.org

তার সবকিছু বিস্তারিত লিখে স্বীকারোক্তিটা দেবে। তারপর ওটা একজন নোটারির কাছে সত্যায়িত করে আমাকে ডাকযোগে পাঠাবে, অবশ্যই রেজিস্টার করে। সেটা তোমাকে পরের সপ্তাহের বৃহস্পতিবার করতে হবে। আমি যেন জিনিসটা শুক্রবার পাই।"

"পরের বৃহস্পতিবার।"

"ঠিক তাই। আর এর মধ্যে আমরা সবকিছু সামলে নেবো, এই শেষের গুলি ছোঁড়ার ব্যাপারটা। মানে বলছি, তোমার যেহেতু শুনানিতে উপস্থিত হবার মতো অবস্থা নেই। এখন মনোযোগ দিয়ে শোনো। বৃহস্পতিবার রাতে সান পেড্রো থেকে বালবোয়াগামী একটা স্টিমারে তোমার নামে একটা রিজার্ভেশন থাকবে। অবশ্য তোমার নিজের নামে নয়, আমি তোমাকে একটা নাম দেবো, সে নামে। তুমি সেই স্টিমারে উঠবে। শুক্রবার আমি স্বীকারোক্তিটা পেলে সাথে সাথে পুলিশকে দিয়ে দেবো। মানে, আমি সেদিন প্রথম জানবো। এ কারণেই নর্টন ও তার বন্ধুরা এখন চলে গেল। এর কোনো স্বাক্ষী নেই। এটা শুধু তোমার ও আমার মধ্যকার একটা ডিল। তুমি যদি এতে আমাকে ফাঁসাতে চাও, আমি অস্বীকার করবো। আর প্রমাণ করে দেবো, এমন কোনো ডিল হয়নি। মানে আমি আমার দিকটাও দেখছি।"

"আমি তা করবো না।"

"পুলিশকে জানানোর সাথে সাথে আমরা তোমাকে ধরার জন্য একটা পুরস্কার ঘোষণা করবো। আর শোনো হ্যাঁফ, কখনও যদি ধরা পড়ো, পুরস্কারটা দেওয়া হবে। তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর চেষ্টা করবে সবাই। আমরাও সে চেষ্টা করবো। আমরা এটাকে কোর্টে তুলতে চাই না, কিন্তু যদি এটা কোর্টে আসে, আমরাও তোমার বিচার চাইবো। বুঝতে পেরেছো?"

"পেরেছি।"

"স্টিমারে ওঠার আগে তোমাকে আমার হাতে রেজিস্ট্রির রশিদটা দিতে হবে। আমার আছে থাকতে হবে জিনিসটা।"

"ওর কী হবে?"

"কার?"

"ফিলিসের?"

BanglaBook.org

"আমি তার ব্যবস্থা করেছি।"

"শুধু আরেকটা কথা আছে, কিয়েস।"

"কী কথা?"

"আমি এখনও লোলা মেয়েটার ব্যাপারে জানলাম না। আপনি বলছেন, আপনারা সবকিছু সামলে নেবেন। আমার মনে হচ্ছে, তার মানে আপনারা শুনানিটা স্থগিত করে ওকে আর সাচেটিকে হাজতে রাখবেন। শুনানিটা হবে না। আচ্ছা, শুনুন। আমার জানতে হবে মেয়েটার যেন কোনো কষ্ট না হয়। সে ব্যাপারে আপনার দৃঢ় নিশ্চয়তা চাই। তা না হলে কোনো স্বীকারোক্তিই পাবেন না, কেসটা কোর্টে যাবে, তার সাথে সাথে এই বাকিটাও। জাহাজ-টাহাজ সবকিছুই পানিতে ডুবিয়ে ছাড়বো। বুঝেছেন, কিয়েস? এখন বলুন, ওর কী হবে?"

"আমরা সাচেটিকে হাজতে রাখবো। ও তাতে রাজি হয়েছে।"

"আপনি কি আমার কথা শুনেছেন? লোলার কী হবে?"

"ও ছাড়া পেয়েছে।"

"ও–কী?"

"ওকে আমরা জামিন দিয়েছি। মামলাটায় জামিনের সুযোগ ছিল। তুমি তো মারা যাওনি, তাই না?"

"ও কী আমার কথা জানে?"

"না। তোমাকে তো বলেছি, আমি ওকে কিছু বলিনি।"

সে উঠে নিজের ঘড়িটার দিকে তাকালো। গুটিগুটি পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেল এরপর। আমি চোখ বুঁজলাম। কিছুক্ষণ পর, উপস্থিতি অনুভব করতে পারলাম কারও। আবার চোখ খুললাম। আমার পাশে লোলা দাঁড়িয়ে।

"ওয়াল্টার।" লোলা ডাকলো।

"হ্যাঁ। বলো, লোলা।"

"আমি খুব দুঃখিত।"

"আমি একদম ঠিক আছি।"

"আমি জানতাম না, নিনো আমাদের কথা জানতো। হয়তো কোনোভাবে বের করেছে। ও ভেবেচিন্তে কিছু করেনি, হাফ। মাথা-গরম-করে করে ফেলেছে।"

"তুমি ওকে ভালোবাসো?"

BanglaBook.org

"...হ্যাঁ।"

"আমার শুধু জানার ইচ্ছে ছিল।"

"আমি দুঃখিত, হাফ। জানি, তুমি আমার প্রতি দুর্বল।"

"না, ঠিক আছে।"

"আমি কি তোমাকে একটা কাজ করতে বলতে পারি? যেটা আমার বলার অধিকার নেই?"

"কী কাজ?" জিজ্ঞেস করলাম।

"তুমি ওর বিরুদ্ধে মামলা করবে না। ওর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না। ওগুলো তোমার করার প্রয়োজন নেই, আছে?"

"সমস্যা নেই, আমি ওগুলো করবো না।"

"...মাঝে মাঝে আমারও তোমাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, ওয়াল্টার।"

ও বসে বসে আমার দিকে তাকিয়ে। এরপর হঠাৎ ও আমার দিকে ঝুঁকলো, আরও কাছে। আমি দ্রুত অন্যদিকে মাথা ঘোরালাম। ওকে আহত দেখালো। তারপরও অনেক্ষণ ধরে বসে থাকলো। আমি জানি, আমি ওকে পাবো না, কখনওই পাবো না। তাহলে মায়া বাড়িয়ে কী লাভ?

ও যখন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল আমি ওকে বিদায় ও শুভকামনা জানালাম। এরপর কিয়েস আবার ফিরে এলো। তাকে বললাম, "ঠিক আছে, কিয়েস, স্বীকারোক্তি পেয়ে যাবেন।"

"এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়।"

"ঠিক আছে সবকিছু। ধন্যবাদ।"

"আমাকে ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন নেই।"

"আমার মনে হচ্ছে দেওয়া উচিত।"

"আমাকে ধন্যবাদ দেবার কোনো কারণ নেই তোমার।" তার চোখে একটা অদ্ভুত রেশ। "তবে পুলিশ মনে হয় না তোমার নাগাল পাবে, হাফ। আহ...আমি সেটায় তোমাকে একটা সাহায্য করলাম। মনে হয় তোমার জন্য এই ভালো।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

আপনি এইমাত্র যা পড়লেন–যদি আসলেই পড়ে থাকেন–তা আসলে একটা স্বীকারোক্তি। পাঁচদিন লেগেছে আমার এটা লিখতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বৃহস্পতিবার বিকেলের মধ্যে আমি এটা শেষ করেছি।

মানে গতকাল।

তারপর এটাকে বাইরে পাঠিয়েছি রেজিস্টারের জন্য। পরে পাঁচটার দিকে কিয়েস এসে এটার রশিদ নিয়ে গেছে।

কিয়েস যতটুকু চেয়েছিল, তার চেয়েও বেশি আছে এখানে। আমি আসলে সবটুকুই বলতে চেয়েছি। হয়তো লোলা কখনও এটা পড়বে। তখন বুঝতে পারবে, ও আমাকে যতটা খারাপ ভাবছে, আমি আসলে তা নই।

এরপর সাতটার দিকে আমি আমার কাপড় পরে নেই। শরীর একটু দুর্বল হয়ে ছিল, তবে হাঁটতে কোনো সমস্যা হচ্ছিলো না। কোনোমতে একটু খাবার মুখে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে উঠে পড়ি। এরপর সোজা চলে আসি ঘাটে। এসেই কেবিনে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ি।

আজ বিকেলের আগ পর্যন্ত আমি ওখানেই শুয়ে ছিলাম। এরপর আর পারলাম না। একা একা কেবিনে পড়ে থাকতে ভালো লাগছিল না। সইতে না পেরে খোলা ডেকে বের হয়ে এলাম। একটা চেয়ার খুঁজে নিয়ে বসলাম তাতে, মেক্সিকোর সমুদ্রতটের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওটার পাশ ঘেঁষেই আমাদের স্টিমারটা এগিয়ে যাচ্ছে। তবে তটটা দেখে মনে হচ্ছে, আমরা আসলে কোথাও যাচ্ছি না।

কিয়েসের কথা ভাবলাম। ওইদিন তার চোখের চাহনি, তার বলা কথাগুলো–সে আসলে কী বোঝাচ্ছিলো? তারপর, হঠাৎ আমি উপলব্ধি করলাম। একটু দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেলাম পাশে। তাকানোর আগেই বুঝতে পারলাম, আমার পাশটায় কে? ওদিকে তাকালাম। ফিলিস বসে।

BanglaBook.org

"তুমি..." বলল ও।

"হ্যালো, ফিলিস।"

"তোমার কিয়েস লোকটা..." মনে হলো ও উপযুক্ত শব্দ খুঁজছে। "ভালোই জোড়া সাজাতে জানে।"

"ও, হ্যাঁ। সে বেশ রোমান্টিক।"

ফিলিসকে আমি ভালো করে দেখলাম। শেষবার যখন ওকে দেখেছিলাম, তখনকার চেয়ে ওর চেহারা খানিকটা মলিন হয়েছে। কালি জমেছে চোখের নিচে, চেহারা খানিকটা ভাঙা। এরপর ও আমার হাতে কিছু একটা দিলো। "তুমি কি এটা দেখেছো?"

"কী এটা?" আমি খানিকটা অবাক হলাম।

"এই জাহাজের পত্রিকা।"

"না, দেখিনি। আমার মনে হচ্ছে, ওতে আমার আগ্রহ নেই।"

"এখানে একটা খবর আছে।"

"কীসের খবর?"

"বিয়ের খবর, লোলা আর নিনোর। আজ বিকেলেই রেডিওতে খবরটা এসছে।"

"ও, ওরা বিয়ে করে ফেলেছে?"

"হ্যাঁ। ব্যাপারটা বেশ উত্তেজনাময় ছিল। মি. কিয়েস বাগদান করেছে লোলার। হানিমুনে ওরা সান ফ্রান্সিস্কো গেছে। নিনোকে একটা বোনাসও দিয়েছে তোমার কোম্পানি।"

"ও। তাহলে খবরটা নিশ্চয়ই ফাঁস হয়ে গেছে। মানে আমাদেরকে নিয়ে?"

"হ্যাঁ, সব ফাঁস হয়ে গেছে। ভালো যে, আমরা এখানে অন্য নামে আছি। লঞ্চের সব যাত্রীই আমাদের খবরটা পড়ছে দেখলাম। গরম খবর কিনা!"

"তোমাকে তেমন চিন্তিত মনে হচ্ছে না।"

"আমি আসলে অন্য একটা জিনিস ভাবছি।" বলে ও হাসলো। আপনার দেখা সবচেয়ে মিষ্টি ও সবচেয়ে বিষণ্ন হাসিটা। আমার ওই দুজন রোগী, তিনটে বাচ্চা, মিসেস নার্ডলিঙ্গার, নার্ডলিঙ্গার ও আমার কথা মনে হলো।

BanglaBook.org

মোটেও মনে হলো না, ওর মতো চাইতেই-ভালো-মানুষের-মতো-আচরণ-করা মেয়েটা ওই কাজগুলো করেছে।

"কী জিনিস ভাবছো?" ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

"আমরা বিয়ে করতে পারি, ওয়াল্টার।"

"তা পারি। কিন্তু তারপর?"

*

আমি জানি না এরপর আর কতক্ষণ ওখানে বসে বসে সমুদ্র দেখলাম। ও আবার বলতে শুরু করল। "আমাদের সামনে আর কিছু নেই, নাকি ওয়াল্টার?"

"না। কিছুই না।"

"এমনকি আমি জানিও না আমরা কোথায় যাচ্ছি। তুমি জানো?"

"না।"

"...ওয়াল্টার, সময়টা এসেছে।"

"কিসের সময়, ফিলিস?"

"আমার বর মহাশয়কে দেখার সময়," ও খানিকটা নাটুকে সুরে বলল। "একমাত্র যাকে আমি এই জীবনে ভালোবেসেছি। কোনো এক রাতে আমি হয়তো এই জাহাজটা থেকে নেমে যাবো। তখন যেন তাকে আমি আমার পাশে পাই, যেন অনুভব করতে পারি তার বরফশীতল আঙ্গুলগুলো আস্তে আস্তে আমার হৃদয়ে খেলছে।"

...আমি থাকবো।"

"মানে?"

"মানে: আমি তোমার সাথে থাকবো।"

কিয়েস ঠিকই ছিল। তাকে ধন্যবাদ জানানোর কোনো কারণ নেই আমার। সে শুধু আমাকে ধরতে দেশের খরচটা বাঁচিয়ে দিয়েছে!

*

BanglaBook.org

আমরা জাহাজটার মধ্যে ঘুরলাম। এক নাবিক কী যেন করছিল; বেশ নার্ভাস হয়ে আছে। সে দেখলো আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি। তখন বলল, "একটা হাঙ্গর। জাহাজের পিছে পিছে আসছে।"

আমি না তাকানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। শেষ পর্যন্ত তাকাতেই হলো। দেখলাম, সবুজ পানিতে একটা নোংরামতন সাদাটে ঝলক। দেখে অভ্যাস নেই। ভয় লাগলো। আমরা আবার ডেকের চেয়ারগুলোর ওখানে ফিরে গেলাম।

"ওয়াল্টার, আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আকাশে চাঁদ ওঠা পর্যন্ত।"

"আমার মনে হয়, এখনই চাঁদটাকে পেলে ভালো হতো।"

"আমি হাঙ্গরটার পাখনাগুলো দেখতে চাই। কালো কালো পাখনা, চাঁদের আলোতে সাগরের পানি কেটে যাচ্ছে।"

জাহাজের ক্যাপ্টেন আমাদেরকে চেনে। সে যখন একটু আগে রেডিও রুম থেকে বের হয়ে এলো, সেটা তার মুখ দেখেই বুঝলাম। সে নিশ্চয়ই ম্যাজাটলানে নোঙর করার আগে আমাদের পিছে একটা গার্ড লাগিয়ে দেবে। আমার অনুমান ঠিক হলে, কাজটা আজ রাতেই হওয়া উচিত।

যাইহোক, সেটা নিয়ে ভাবছি না। সবকিছু ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। ভাগ্য যেদিকে নিয়ে যায়, যাবো।

বুকে এক চিলতে ব্যথা জেগে উঠলো। মনে হচ্ছে রক্তক্ষরণটা আবার শুরু হয়েছে। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ, মানে বলছি, ফুসফুসের যেখানটায় ওইদিন গুলি লেগেছিল। কিয়েস বলেছিল, ক্ষতটা কয়েকদিন ভোগাবে। তাই হচ্ছে। কাশির সাথে সাথে একটু রক্ত বেরিয়ে এলো, তবে খুব বেশি নয়। আমার ওই হাঙ্গরটার কথা মনে হলো। ওটা নিশ্চয়ই রক্ত পছন্দ করে?

* * *

আমি এটুকু এই কেবিনে বসে লিখছি। প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। ও ওর কেবিনে প্রস্তুত হচ্ছে। নিজের চেহারাটা চকের মতো সাদা করেছে ও। চোখের নিচে কালি, ঠোঁটে ও গালে লাল রঙ মাখা। ওই কাপড়টাও আছে ওর সাথে, লাল

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সিল্কের বড় একটা বর্গাকার কাপড়। ও সেটা দিয়ে নিজেকে মুড়িয়েছে। তবে ওটায় হাত বের হবার কোনো ফুটো নেই। কাপড়টার নিচে ও যখন হাত নাড়াচ্ছে, কেমন যেন লাগছে দেখতে। সরীসৃপের মতো। মনে হচ্ছে অতিপ্রাকৃত কোনো কিছু নাবিকের গানে এই জাহাজে ছুটে এসেছে।

কেবিনের দরজা খোলার শব্দটা পাইনি। তবে আমি লিখতে লিখতে ও আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওকে অনুভব করতে পারছি।

কেবিনে শুধু আমরা দুজন।

ওদিকে বাইরে আকাশে গোল রুটির মতো একটা চাঁদ।

. . .